ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ইডেনে দাপট শুভমনের

হার নাইটদের খেলা

ভান্সের সঙ্গে বৈঠক মোদীর

কথা সংঘাত নিরসন নিয়ে ৫

পোপ ফ্রান্সিসের জীবনাবসান

বিশ্ব জুড়ে শোক ৬

আবার একসঙ্গে অভিষেক-ঐশ্বর্য

আনন্দ প্লাস

epaper.anandabazar.com কলকাতা ৮ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫ শহর সংস্করণ ৫.০০ টাকা ১৪ পাতা XXCL

এক নজরে

এক লাখি সোনা

লাগাতার লাফিয়ে বাড়তে বাড়তে সোমবার কলকাতার বাজারে খুচরো সোনা (১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট) কেনার খরচ পেরিয়ে গেল এক লক্ষ টাকার মাইলফলক। এ দিন নজিরবিহীন ভাবে মূল দাম পৌঁছেছে ৯৭,৩০০ টাকায়। তার সঙ্গে জিএসটি যোগ করে দাঁড়াবে ১,০০,২১৯ টাকা। ১০ গ্রাম হলমার্ক গয়নার সোনাও কর সমেত ৯৫,২২৩.৫০ টাকা। গয়না ব্যবসায়ীদের দাবি, দাম দেখে কার্যত মাথায় হাত দিচ্ছেন বিয়ের মতো বড় অনুষ্ঠানের জন্য গয়না কিনতে আসা সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতারা। মার খাচ্ছে বিশেষত পাড়ার ছোট গয়নার দোকানগুলি। এই পরিস্থিতিতে ফের দাবি উঠেছে, অবিলম্বে সোনা কেনার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ চালু করা হোক। তাতে একাংশের পক্ষে বিয়ের গয়না কিনতে সুবিধা হবে। ব্যবসা

প্রাথমিকের শুনানি

প্রাথমিক নিয়োগের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আগামী সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে হবে। এর আগে এই মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। তার পরেই প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনম মামলাটি বিচারপতি চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়েছেন। ২০২৪-এ প্রাথমিক টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬-এ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। সেই নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

আইপিএল স্কোর

গুজরাত জয়ী ৩৯ রানে

গুজরাত টাইটান্স	কলকাতা নাইট রাইডার্স
১৯৮-৩	১৫৯-৮
২০ ওভারে	২০ ওভারে

আজ আবহাওয়া

গত কাল

সর্বোচ্চ ৩৪.৪° (-১.৫)

সর্বনিম্ন ২৭.১° (+০.৯)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৭% এবং ৬৪%

বৃষ্টিপাত: হয়নি

রাতভর ধর্না, তালিকা কই

স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতরের মূল ফটকের সামনে চাকরিহারারা। সোমবার সল্টলেকে। ছবি: *দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

বচসা এসএসসি, চাকরিহারাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাত পর্যন্ত অপেক্ষাই সার। নানা টানাপড়েনের পরেও এসএসসি-র তরফে ২০১৬-এর পরীক্ষার্থী শিক্ষকদের যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করা হল না। ফলে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের মঞ্চের আন্দোলন থামা দূরে থাক, তা আরও জোরালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সোমবার রাতভর সল্টলেকে এসএসসি অফিস ঘিরে রাজ্যের কাছের ও দূরের জেলার হাজারো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থান চালিয়ে গেলেন। অফিসের ভিতরে থাকা এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে কার্যত ঘেরাও শুরু করেন ক্ষুব্ধ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এসএসসি ভবনের সামনে টানা অবস্থান চলবে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন।

তালিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুই বলেননি এসএসসি কর্তৃপক্ষ। মধ্যরাতে শেষ পর্যন্ত এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, "২০১৬ সালের শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলব। সেই সঙ্গে যে শিক্ষকেরা কাজ করেছেন, তাঁদের বেতন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মেনে দেওয়া হবে।" এসএসসি কর্তৃপক্ষ তালিকা প্রকাশ ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন বলেও সূত্রের খবর।

সোমবার দিনভর গরম এবং সন্ধ্যা থেকে গুমোট ছিল। তার মধ্যেই রাতভর সল্টলেকে এসএসসি ভবনের সামনে বসেছিলেন আন্দোলনকারীরা। অভিযোগ, তাঁদের জন্য ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা, অর্থাৎ পানীয় জল, শৌচাগারেরও ব্যবস্থা ছিল না। আরও অভিযোগ, নিয়ে বলতে গেলে আন্দোলনকারীদের রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকেরা জানান, তাঁরা অনেক সহ্য করছেন। পাল্টা অভিযোগ, রাতে এসএসসি আধিকারিকদের জন্য খাবার এলে সেই প্যাকেট ছিঁড়ে ফেলে আন্দোলনকারীদের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, "আমরা না খেয়ে আছি, আমাদের খাবার কেড়ে ওঁরা কেন খাবেন?"

বিকেলে অবশ্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে কিছুটা

এর পর পৃঃ ৫

জট রইলই

- রাত পর্যন্ত অপেক্ষা চাকরিহারাদের
- দাবি, যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করতে হবে সোমবারই
- এসএসসি একাদশ-দ্বাদশের দ্বিতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত তালিকা দেবে, নবম-দশমে তৃতীয় কাউন্সেলিং
- ২০১৬-তে নবম-দশমে ১৩টি, একাদশ-দ্বাদশে ৭টি কাউন্সেলিং হয়
- চাকরিহারাদের অভিযোগ, এখনও অযোগ্যদেরই সুবিধা করে দিচ্ছে এসএসসি
- এসএসসি চেয়ারম্যান জানান, তাঁরা আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন

বিরোধীদের নিশানা করেই শিল্পায়নের সওয়াল মমতার

অঙ্কুর সেনগুপ্ত
● শালবনি

পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দল গোষ্ঠীর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শিল্পায়ন নিয়ে বিরোধী দলগুলির অভিযোগকে ফের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এখানে ১৬০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা বলছে রাজ্যে শিল্প কিছু হচ্ছে না, তাঁরা নিজের চোখে দেখুন। আপনারা আমার সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু কোনও ভাবেই আমাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। কারণ, আমরা শুধু মুখে বলি না। কাজেও করে দেখাই। তারই প্রমাণ এই বিদ্যুৎ প্রকল্প।"

এখানে ৮০০ মেগাওয়াটের দু'টি ইউনিট গড়তে ১৬,০০০ কোটি টাকা ঢালছে সজ্জন জিন্দলের সংস্থা জেএসডব্লিউ এনার্জি। উৎপাদিত বিদ্যুতের পুরোটাই ২৫ বছরের জন্য কিনে নেবে রাজ্য সরকার। এই মর্মে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গেই রাজ্যে শিল্পায়নের প্রমাণ হিসেবে তিনি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। বলেন, "আমাকে প্রতি দিন কিছু বলতে হয়। তাই আজ সব বললাম না, কালকের জন্য কিছু তুলে রাখলাম।" বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "বাংলায় কিছু হয় না বলে দাবি করেন যাঁরা, তাঁরা এগুলো চোখে দেখতে পান না।"

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রয়েছেন সজ্জন জিন্দলও। ছবি: *সৌমেশ্বর মণ্ডল*

মমতার দাবি, রাজ্যে গত ১৪ বছরে শুধু বিদ্যুতেই ৭৬,০০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নি হয়েছে। আরও ৪৮,০০০ কোটি লগ্নির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সাগরদিঘিতে ৬৬০ মেগাওয়াটের প্রকল্প, বক্রেশ্বরে ৬৬০ মেগাওয়াটের দু'টি, সাঁওতালডিহিতে ৮০০ মেগাওয়াটের দু'টি প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে। তিনি বলেন, "শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরেই এই ক্ষেত্রে ৩৭০০ কোটি টাকা ঢালা হয়েছে।" পূর্ববর্তী বাম আমলকে 'লোডশেডিং'-এর যুগ তকমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আগের আমলে দিনে ১২ ঘণ্টাই বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল। এখন সারা দিন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই পরিকাঠামো বর্তমান সরকার তৈরি করেছে।" সেই সঙ্গে এটাও জানান, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এই বিরাট লগ্নির ফলে রাজ্যে গত ১৪ বছরে প্রায় ৮০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হয়েছে ১০,০০০ মেগাওয়াট। তা আগামী কয়েক বছরে আরও বাড়িয়ে ১৮,০০০

এর পর পৃঃ ৬

আপত্তিকর শব্দ, মামলা খারিজ কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা

একই দিনে মুর্শিদাবাদ নিয়ে দু'টি জনস্বার্থ মামলার শুনানি হল সুপ্রিম কোর্টের দুই ডিভিশন বেঞ্চে। তার একটিতে রীতিমতো ধাক্কা খেলেন মামলাকারী-আইনজীবী। শশাঙ্কশেখর ঝা নামে এক আইনজীবীর আবেদনপত্রে 'আপত্তিকর' শব্দের কথা মনে করিয়ে আর্জি খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংহের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শশাঙ্কশেখর প্রয়োজনে 'আপত্তিকর' শব্দবন্ধ বাদ দিয়ে নতুন করে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

অন্য মামলাটিতে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন। সেই শুনানিতে বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চ বুঝিয়ে দেয়, বিচারব্যবস্থার এক্তিয়ার নিয়ে উপরাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিজেপি সাংসদেরা যে সব মন্তব্য করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা ওয়াকিবহাল। বিচারপতি গাভাই আগামী মাসে প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হতে চলেছেন। গেরুয়া শিবিরের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিষ্ণুশঙ্করের দায়ের করা মামলায় আবেদনপত্র দাখিলের অনুমতি দিলেও তিনি বলেন, "আপনি চাইছেন যে আমরা কেন্দ্রকে নির্দেশ দিই (আইনি পরিভাষায়, ম্যান্ডামাস ডিরেকশন)? এমনিতেই অভিযোগ উঠছে যে, আমরা সংসদীয় এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি!"

এ দিন শশাঙ্কশেখরের মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ বলে, "আমাদের প্রতিষ্ঠানের সম্মান এবং গরিমা রক্ষা করা উচিত। কী নিয়ে আপত্তি তোলা উচিত এবং কোন বিষয়ে থেকে বিরত থাকা উচিত, তা ভাবা উচিত। শুধু জনমানসে চমক সৃষ্টির চেষ্টা করবেন না।"

আদালতের খবর, মুর্শিদাবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর। তবে আর্জিপত্রের কিছু জায়গা নিয়ে আপত্তি তোলে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সূর্য কান্ত মামলাকারীকে বলেন, "এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করবেন না। আপনি কি সওয়ালেও এমন শব্দ ব্যবহারের কথা ভেবেছেন?" মামলার আর্জিপত্রে লেখা ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাসিন্দা ভিন্ রাজ্যে চলে গিয়েছেন। সে ব্যাপারে কোর্টে শশাঙ্কশেখর জানান যে, সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে তিনি ওই তথ্য পেয়েছেন। বিচারপতি সূর্য কান্ত তাঁকে বলেন, "আপনি কি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট দেখে মামলা করেছেন? আপনি নিজে খতিয়ে দেখেননি?" বিচারপতি সূর্য কান্তের পর্যবেক্ষণ, "আমাদের সামনে আসা প্রত্যেক নাগরিককে সম্মান করি, স্বাগত জানাই। কিন্তু কোনও অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া জরুরি।" শশাঙ্কশেখর কোর্টের কথা মেনে নেন। তার পরে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "অসহায়

এর পর পৃঃ ৫

আনন্দবাজার পত্রিকা

শব্দছক ৮৬৮৭

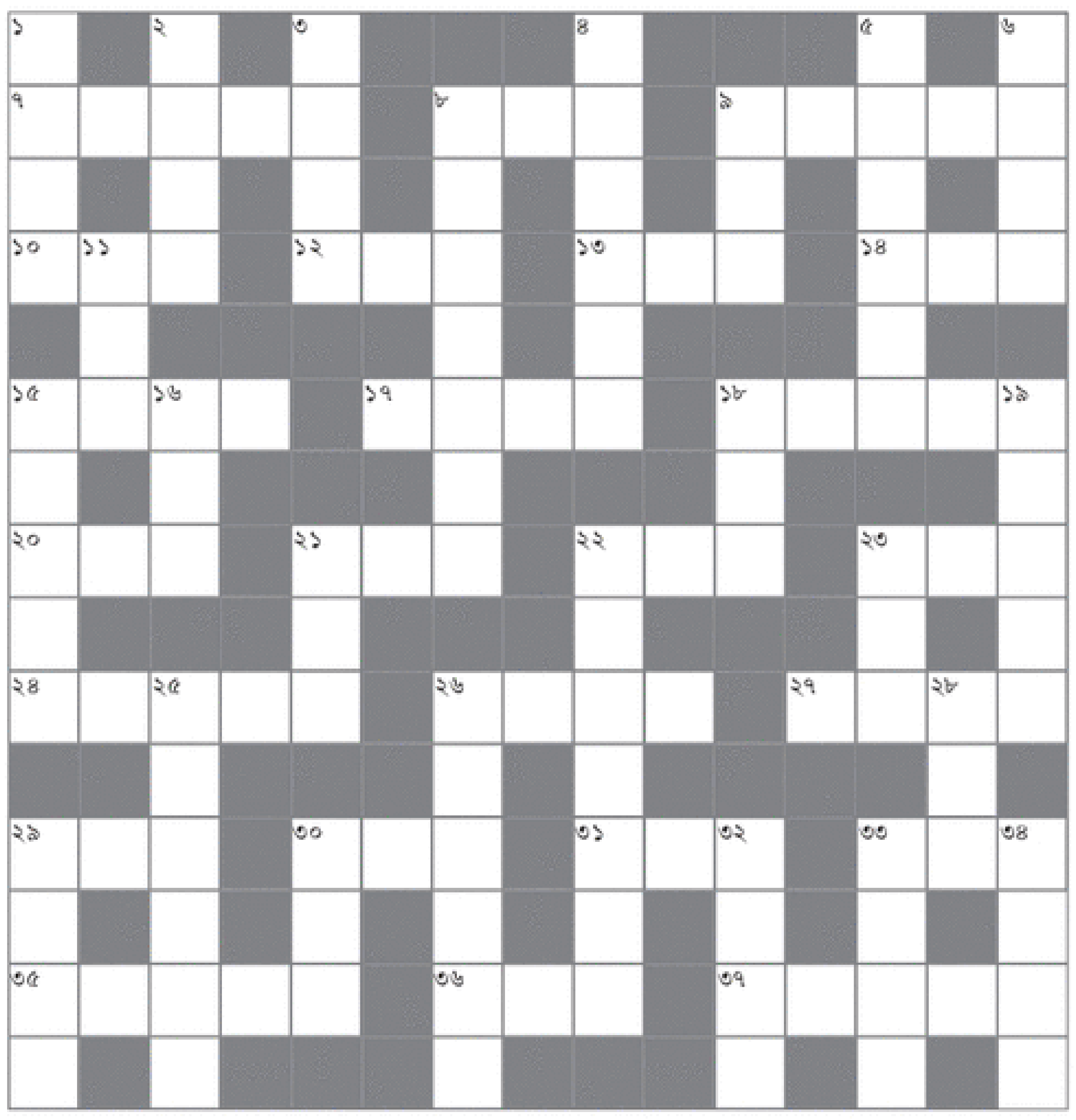

পাশাপাশি

৭ পলিজাত শিলা।
৮ পান্তাভাতের জল।
৯ শিব।
১০ ক্রোধযুক্ত।
১২ লেখা বা লিপি।
১৩ শ্রান্তি দূর করা, জিরোনো।
১৪ স্বামী ও স্ত্রী।
১৫ দুই সংখ্যা মিলে নানা কথা।
১৭ ধীরে-সুস্থে।
১৮ জগদীশ্বর, ওড়িশার রাজধানী।
২০ আশ্রয়হীন ব্যক্তি।
২১ অকপটা, অকুটিলা।
২২ যে কীট উড়তে পারে।
২৩ ক্রোধান্বিত, যাকে রুষ্ট করা হয়েছে।
২৪ অর্থভাগ্যবিশিষ্ট।
২৬ শুক্রাচার্যের দুই বলিষ্ঠ একগুঁয়ে পুত্র।
২৭ দিবানিদ্রাকারী।
২৯ অসময়ে, অপরিণত।
৩০ কুসীদজীবী।
৩১ শরীরের সৌন্দর্য বা কান্তি।
৩৩ উদ্ধারকারী, পারকর্তা।
৩৫ বনিবনা, সদ্ভাব।
৩৬ বিদ্যমান থাকা।
৩৭ উপন্যাসের কাহিনির চরিত্রদের মতো আচার আচরণ।

উপর-নীচে

১ আহারে বিরতি।
২ কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের হাতে নিহত রাক্ষস।
৩ মতবিরোধের ফলে বিরোধী দল গঠন।
৪ নানা রকমে পল্লবিত করে।
৫ আপাতদৃষ্টিতে।
৬ ধীর বা মন্দগতি।
৮ বিপজ্জনক কিছুকে হালকা ভাবে নেওয়া।
৯ শান্তি, উপশম।
১১ ক্রুদ্ধ, যাকে রাগানো হয়েছে।
১৫ যা সপ্তাহের শেষে ঘটে।
১৬ বুকের হাড়।
১৮ সাপ।
১৯ সূর্যের পুত্র।
২১ 'সকলের তরে ___ আমরা'।
২২ অন্য কাউকে কর্তব্য সম্বন্ধে বুদ্ধি দেওয়া।
২৩ যার দু'দিকে সমুদ্র।
২৫ দেবী দুর্গার রূপবিশেষ।
২৬ বিড়াল।
২৮ কামদেব, অন্ধকার।
২৯ যা অনুমান করা হয়েছে।
৩০ ঘি ও মশলা সহযোগে রাঁধা সুগন্ধি অন্ন।
৩২ সৌন্দর্যহীনতা, মলিনতা।
৩৩ তমলুকের প্রাচীন নাম।
৩৪ যা কাজ পণ্ড করে।

সমাধান ৮৬৮৬

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল। নবমী তিথি সন্ধ্যা ৬-১৩ মধ্যে ও শ্রবণা নক্ষত্র দিবা ১২-৪৪ মধ্যে। বারবেলা দিবা ৬-৪৯ গতে ৮-২৪ মধ্যে ও ১-১০ গতে ২-৪৫ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৪৭ গতে ১০-১৯ মধ্যে পুনঃ ১২-৫১ গতে ২-৩২ মধ্যে ও ৩-২৩ গতে ৫-০৪ মধ্যে। রাত্রি ৬-৪০ মধ্যে ও পুনঃ ৮-৫৬ গতে ১১-১২ মধ্যে ও ১-২৯ গতে ৩-০ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল। নবমী তিথি দিবা ১-০ মধ্যে ও শ্রবণা নক্ষত্র দিবা ৮-০৪ মধ্যে। বারবেলা দিবা ৬-৫০ গতে ৮-২৫ মধ্যে ও ১-১১ গতে ২-৪৭ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৪০ গতে ১০-১৬ মধ্যে পুনঃ ১২-৫০ গতে ২-৩৬ মধ্যে ও ৩-২৭ গতে ৫-১২ মধ্যে। রাত্রি ৬-৪৭ মধ্যে পুনঃ ৯-০ গতে ১১-১২ মধ্যে ও ১-২৩ গতে ২-৫০ মধ্যে।

বিশ্ব পৃথ্বী দিবস তথা বসুন্ধরা দিবস। ২৩ শওয়াল।

আজকের দিনটি

মেষ: মৌলিক চিন্তাধারা ও পরিকল্পনায় কর্মে সাফল্য ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি। প্রিয়জনের কাছ থেকে আসা আঘাতে মর্মঘাতী হওয়ার আশঙ্কা। অধস্তন কর্মীর আচরণ চিন্তার কারণ হতে পারে। **বৃষ:** দলাদলি এড়াতে গিয়ে দু'পক্ষের সাঁড়াশি চাপে বিড়ম্বনা বাড়তে পারে। বিকল্প পথে উপার্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া ভাল। **মিথুন:** বুদ্ধিবিভ্রমে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা। ন্যায্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব হতাশার কারণ হতে পারে। ভাল কাজের জন্য অপবাদ বা উপশম জুটতে পারে। পুরনো অসুখ থেকে কিছুটা অব্যাহতি পেতে পারেন। **কর্কট:** বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে সাফল্যের সুবাদে মনের মতো কাজ পেতে পারেন। যে কোনও কেনাবেচার ক্ষেত্রে কথাবার্তা বেশি দূর এগোতে না-পারে। দংশক প্রাণী থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। **সিংহ:** অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বিশেষ সাফল্য। বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ। অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ বিপত্তির কারণ হতে পারে। সন্তানের কোনও কথায় অস্বস্তিতে পড়তে পারেন। সপরিবার পাহাড় বা সমুদ্রতীরে ভ্রমণের চিন্তা। **কন্যা:** প্রয়োজনীয় কাজগুলি পরিবারের সকলে মিলেমিশে করে নিতে পারলে কেউই অসন্তুষ্ট হবেন না। জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ার সুবাদে সব দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়া সত্ত্বেও সমালোচনা ও গঞ্জনা শুনতে হতে পারে। **তুলা:** উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সাহায্যে সহকর্মীদের অসহযোগিতার মোকাবিলা করে কর্মস্থলে জটমুক্তি। প্রিয়জনের বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে। **বৃশ্চিক:** কর্মস্থলে প্রতিপক্ষ স্পর্শকাতরতার সুযোগ নিয়ে ফের অনিষ্ট করতে পারে। আইনি জটিলতায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির দখল পেতে সমস্যা হতে পারে। **ধনু:** কর্কশ সত্যকথনের প্রবণতার জন্য সামাজিক বৃত্তে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। উপার্জন বৃদ্ধির তাগিদেই আগুপিছু না-ভেবে নতুন পথে যাওয়া ঠিক হবে না। **মকর:** আলস্য ত্যাগ করে উদ্যমী হতে না-পারলে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। শুভার্থীর সহযোগিতায় স্বজনবিরোধের মোকাবিলা। **কুম্ভ:** বন্ধুবেশী সুযোগসন্ধানী প্ররোচনায় কোথাও কোনও অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত হবে না। দর্শন, পুরাণ শাস্ত্রের অনুশীলনে ও অধ্যাত্মিক মননে আত্মিক শান্তির দিশা। **মীন:** সৃষ্টিশীল কাজে মুনশিয়ানার স্বীকৃতি বাড়তি উপার্জনের পথ দেখাবে। বিতর্কবিবাদ ও কর্কশ বাক্য এড়িয়ে যুক্তি ও আন্তরিকতার সর্বোপরি পরিশ্রম ও দক্ষতায় কার্যোদ্ধার।

সঞ্জয়

সময়

জোয়ার: দুপুর ৩টা ৪৮ মিনিট এবং পরের দিন সকাল ৫টা ০৩ মিনিট। **ভাটা:** রাত ৮টা ৫৯ মিনিট এবং পরের দিন সকাল ৯টা ৪৪ মিনিট। **সূর্য:** উদয় সকাল ৫টা ১২ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৬টা।

আজ টিভিতে

মিঠিঝোরা: জি বাংলা, রাত ১০-১৫।

জলসা মুভিজ

বেলা ১-৩০: অরুন্ধতী, ৪-১৫: ঘাতক, **সন্ধ্যা** ৭-১৫: মন যে করে উড়ু উড়ু, **রাত** ১০-০৫: বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম।

কালার্স বাংলা

বেলা ২-০০: প্রতারক।

কালার্স বাংলা সিনেমা

সকাল ১০-০০: হীরক জয়ন্তী, **বেলা** ১-০০: নবাব নন্দিনী, **বিকেল** ৪-১৫: প্রতিকার, **সন্ধ্যা** ৭-১৫: শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, **রাত** ১০-১৫: রণক্ষেত্র।

আকাশ আট

বেলা ৩-০৫: জামাইবাবু।

অ্যান্ড পিকচার্স

সকাল ৮-১৬: লিঙ্গা, ১০-৫৯: নাচ লাকি নাচ, **বেলা** ১-৩০: স্পাইডার, **বিকেল** ৪-১১: আ অব লট চলেঁ।

জি অ্যাকশন

সকাল ৮-০৮: ভাই মেরা বিগ ব্রাদার, ১০-৪৩: বাল ব্রহ্মচারী, **বেলা** ১-৪১: হিম্মতওয়র, **বিকেল** ৪-৪০: মহাবীর নাম্বার ওয়ান, **সন্ধ্যা** ৭-৩০: দবং টু।

জি সিনেমা

বেলা ১২-০৭: বঙ্গরাজু, **বিকেল** ৫-৩৮: স্যামি টু, **রাত** ৮-৩০: সিধু দ্য ওয়ারিয়র, ১১-৩০: পাওয়ার প্লে।

লস্ট রেসিপিজ
এপিক
বিকেল ৪-৩০

ডিডি বাংলা

সকাল ৭-০০: সকাল সকাল (শিল্পী-নীতীন দাস বাউল এব তরুণ ঘোষ), ৯-০০: হ্যালো ডাক্তারবাবু, ১০-০০: নেপালি অনুষ্ঠান, **বেলা** ১২-০২: মন মিউজ়িক, ১-০২: ছায়াছবির গান, ১-৩৫: আজকের রান্না: র ফ্রেস জুস, স্যালাড ও প্যানকেক, ২-৩০: বাংলা ছায়াছবি-চারণকবি মুকুন্দদাস, **বিকেল** ৫-১৫: ক্যামেরা চলছে, ৫-৩০: শান্তিনিকেতন থেকে, **সন্ধ্যা** ৬-০২: মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অনুষ্ঠান, ৬-৩০: আধুনিক গান, ৭-৩০: প্রত্যাশা, **রাত** ৮-৩০: হরি ঘোষের গোয়াল, ৯-০৫: আধুনিক গান-হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ৯-৩০: ইয়ুথ আড্ডা, ১০-০০: সংবাদ প্রবাহ, ১০-৩০: ক্যামেরা চলছে।

দবং টু: জি অ্যাকশন, সন্ধ্যা ৭-৩০।

ম্যানড্রেক

অরণ্যদেব

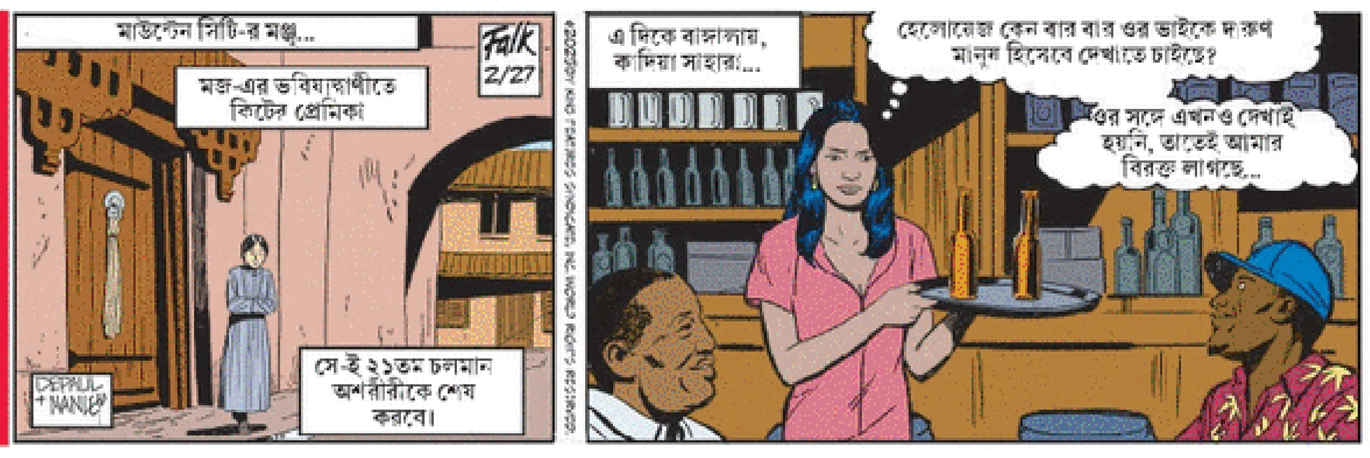

সিনেমা হল

বাংলা

পুরাতন
সাউথ সিটি ২-৫৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-১৫, ৩-৩০, লেকমল ১-০০, ৬-২৫, কোয়েস্ট ৬-৫৫, নন্দন ৬-৫০, অ্যাক্রোপলিস ৩-২৫, ৭-৪৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৩-৪৫, ৬-০০, উড স্কোয়্যার ৪-০৫, ৬-৩০, মিরজ ৪-৩০, পিভিআর অবনী ৫-৩৫, ৭-৫০, পিভিআর মানি স্কোয়্যার ৭-২৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ৫-৪৫, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৩-০০, ৫-১৫, বিনোদিনী ৪-০০, হাইল্যান্ড পার্ক ১১-৪০, ৪-১৫, প্রিয়া ৪-৪০, স্বভূমি ৪-০০, মিরজ সল্টলেক ৫-৩৫, অ্যাক্সিস ৫-১০।

কিলবিল সোসাইটি
সাউথ সিটি ১১-০০, ১-৫০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১০-২০, ১-১০, লেকমল ২-৪৫, ৫-৪০, কোয়েস্ট ৫-২৫, নন্দন ৪-১০, অ্যাক্রোপলিস ১-৫৫, ৪-৫০, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১০-১০, ১-০০, উড স্কোয়্যার ১১-৩০, ১-৩০, নবীনা ৫-০০, পিভিআর অবনী ১-০০, ৩-৫০, পিভিআর মানি স্কোয়্যার ৪-৩৫, মিরজ ১২-৩০, ৫-২৫, সিটি সেন্টার সল্টলেক ১২-১৫, ৫-১০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ৪-১৫, ৭-০০, বিনোদিনী ৬-০০, হাইল্যান্ড পার্ক ১-২৫, ৪-১৫, প্রিয়া ৬-৪০, স্বভূমি ৬-৪৫, মিরজ ৫-১০, মেট্রো ৬-৫৫, পিভিআর ইউনিওয়ার্ল্ড ৫-২০, অ্যাক্সিস ৭-১০, রাধা স্টুডিও ১-৩০, নজরুলতীর্থ ৩-৩০, ৬-৩০।

অন্নপূর্ণা
সাউথ সিটি ২-২৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৩-২০, লেকমল ৩-৩৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ২-১৫, পিভিআর অবনী ১২-৪০, হাইল্যান্ড পার্ক ৭-৫৫।

চেক ইন চেক আউট
পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৫-৫৫, লেকমল ৮-৫০, নন্দন ১-১৫, অ্যাক্রোপলিস ৫-৪৫, উড স্কোয়্যার ২-০৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-৫৫, পিভিআর অবনী ৩-১৫, সিটি সেন্টার সল্টলেক ২-৩০।

হিন্দি

কেসরী চ্যাপ্টার টু
সাউথ সিটি ১০-০০, ১১-০০, ১২-০৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১০-০০, ১১-০০, ১-৫৫, লেকমল ১১-৫০, ২-৪৫, কোয়েস্ট ১০-৩৫, ১১-৩৫, ১-৩০, অ্যাক্রোপলিস ১১-৪০, ২-৩৫, উড স্কোয়্যার ১১-০০, ১২-৩০, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১০-০০, ১২-৫৫, পিভিআর অবনী ১০-০৫, ১১-০৫, নবীনা ১২-০০, ২-৩০, পিভিআর মানি স্কোয়্যার ১০-০০, ১১-০৫, সিটি সেন্টার সল্টলেক ১০-০৫, ১১-০৫, ১-০০, মিরজ নিউটাউন ১০-৪৫, ১১-৪৫, ১-৩০, ফোরাম ১১-০০, ১২-৩৫, ১-৫৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলের ১০-০০, ১২-৪৫, হাইল্যান্ড পার্ক ১০-০০, ১১-০৫, ১২-৫৫, বিনোদিনী ১১-০০, ১-৩০, অশোকা ১২-০০, ২-৩০, প্রিয়া ১১-৩০, ২-০৫, হিন্দ ১০-০০, ১২-৫০, অ্যাক্সিস ১১-০০, ১২-০০।

আনন্দবাজার পত্রিকা

ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা: ₹৫.০০;
মুম্বই: ₹১০.০০।
সড়ক / রেল মাসুল
অসম: ₹৩.০০;
নাগাল্যান্ড: ₹৩.০০।

নাম পরিবর্তন

আমি ১ নং মতিলাল বসাক গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০০৫৪ নিবাসী পিঙ্কি দত্ত, কিছু সরকারী নথিতে মৌসুমি দত্ত হিসাবেও পরিচিত। গত ৭ই এপ্রিল ২০২৫ কলিকাতা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১০৬৬ নং এ্যাফিডেভিট বলে কেবল মাত্র পিঙ্কি দত্ত হিসাবে পরিচিত হইলাম। অদ্য হইতে আমার সমস্ত নথিতে আমার নাম কেবল মাত্র পিঙ্কি দত্ত পড়িতে হইবে।
DR15007DRR15007 — 00114293

I Mallick Desai son of Ratan Desai residing at 6 Dr Rajendra Road, P.O - Bhowanipur, Kolkata - 700020 have changed my name and shall henceforth be known as Mallick R Desai as declared before the 1st Class Magistrate at Alipore Court, West Bengal vide affidavit No. 8313 dt 19/4/25. Mallick Desai and Mallick R Desai both are same and identical person.
AG134AGG134 — 00114323

I Alay Gupta S/o Pulakendu Gupta Residing at 64/6, Vivekananda Sarani, Kolkata 700078 have changed my name and shall henceforth be known as Aloy Gupta as declared before the First Class Judicial Magistrate at Alipore Court, Kolkata 700027, vide affidavit no 009881 Dated 06/02/2015. Alay Gupta and Aloy Gupta both are same and identical person.
DR15007DRR15007 — 00114098

আমি Sri Smriti Ranjan Paul, S/o- Late Surendra Mohan Paul, ঠিকানা- গ্রাম-নিশ্চিন্তপুর, পোঃ- শিমুলিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬২ পরিবারের পরিচয় সহ আমার নামের পদবীর বিভিন্নতা উল্লেখ করে Bongaon 1st class Judicial Magistrate Court-এ এফিডেফিট বলে Enroll No- P-439/ 364/ 2025 dtd-07.04.2025 Smriti Ranjan Paul, Smriti Ranjan Paul Chowdhury এবং Smriti Paul Chowdhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।
AG179AGG179 — 00113917

আবেদন

A+ কিডনি দাতা চাই
বয়স 28-42 (পুরুষ/মহিলা) Documents সহ যোগাযোগ করুন 8697098022
AG319AGG319 — 00114190

সহৃদয় কিডনী দাতা চাই। B+ অথবা O+ গ্রুপের পুরুষ/মহিলা কিডনী দাতারা ছবি ও প্রমাণপত্র সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। Mob- 89814 26994.
AG76AGG76 — 00114165

স্মৃতির উদ্দেশে

7th Death Anniversary
Smt. Manjusree Sinha nee Kar
(3.9.1934-22.4.2018)
PhD (CU), Ex-head, Dept of Bengali,Muralidhar Girls College,Kolkata
children & grandchildren

জন্ম, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহবার্ষিকী, উৎসব অনুষ্ঠান, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
• 9433185185
• 8017745199

টেন্ডার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-tender NIT 02/25-26/FC, NIT 03/25-26/FC, NIT 04/25-26/FC, NIT 02/25-26/RI and NIT 03/25-26/RI has been invited by the Superintendent of Police, Purba Bardhaman for bonafide agency for **"Supply of Stationery Articles, Printing Articles, CCTV, Computer Accessories, Electronic Appliance at S.P. Office and RI General Misc. Articles at RI Office, Purba Bardhaman."** Start date and end date of Bid submission are 22.04.2025 and 16.05.2025 respectively. Other details may also be seen at http://wbtenders.gov.in.
Memo No-141(2)/ICA/PUB/BDN(ADVT)
Date. 21.04.2025
Sd/-SP Purba Bardhaman.

নোটিস

Dist.- Purba Medinipur, In the Court of Ld. Addl. Dist. & Sessions Judge, Fast Track 2nd Court, at Contai.
Mat Suit No.- 944/24. (U/S-27 of the Special Marriage Act, 1954, for Divorce) Dt.- 30/4/2025
Nilay Kumar Dinda.....Petitioner Vs Subhra Nandi....Respondent
এতদ্বারা শুভ্রা নন্দী, পিতা- পার্বতী চরন নন্দী, Address at Amrabati Menssion, 6th Floor (6B-Type-1) M.M. Road, Ward No. 8, Cooch Behar-I, Cooch Behar, West Bengal, present address at Vill.- Ramkrishna Colony, P.O. & P.S.- Falakata, Dist.- Alipurduar, আপনাকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী অর্থাৎ আপনার স্বামী নিলয় কুমার দিন্ডা, পিতা- বিমল কুমার দিন্ডা, permanent address- সাং-গোলাড়া, পোঃ- মঙ্গলামাড়ো, থানা- পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, present ad-dress-সাং-রূপাদিঘী, পোঃ-মঙ্গলামাড়ো, থানা-পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর আপনার বিরুদ্ধে U/S-27 of the Special Marriage Act, 1954 ধারা মতে উপরোক্ত নম্বর বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা করিয়াছেন। এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং- ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে ১০টা ৩০ মিনিটে অত্র আদালতে হাজির থাকিয়া কারন দর্শাইবে, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
তাং-১৬/৪/২০২৫
অনুমত্যানুসারে
Biswanath Jana
Bench Clerk
Addl.Dist. & Sessions Judgs
Fast Track 2nd Court, Contai
AN2542ANN2542 — 00113692

জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গোপন শত্রুতা পরকীয়া বাস্তু মামলাসহ সব সমস্যা সমাধানে বাবুলা। বেলেঘাটা, জোড়ামন্দির ও গড়িয়াহাট। 7044304585/ 9163736098
00113739

এখন বাড়ি বসেই বিজ্ঞাপন দিন ফোন করে এবং ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ই-ওয়ালেট, ক্যাশ কার্ড অথবা পে জ্যাপ-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মূল্য বাবদ টাকা সহজেই জমা দিন। ফোন করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9903088888 নম্বরে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
ইত্যাদি

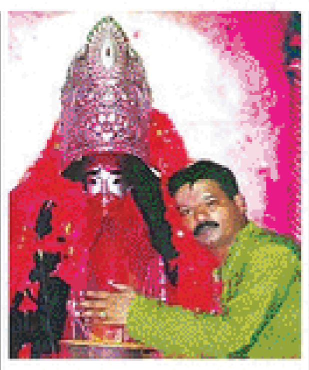

৪৬ বছর ধরে জ্যোতিষ, তন্ত্র ও বাস্তুবিচারের শেষ ভরসা জ্যোতিষসাধক মিহিরভাই। বাগবাজার, কালীঘাট, সাঁকরাইল, চন্দননগর, বর্ধমান। 9830318943
00114256

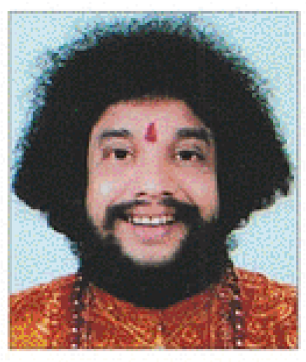

আজ কোতুলপুর কাল বর্ধমান মহারাজ শ্রী বিশ্বনাথ শাস্ত্রী 27/4 বৈশাখী অমাবস্যায় বেহালা মন্দিরে অশুভগ্রহের তন্ত্রক্রিয়ায় প্রতিকার করবেন 9830261365
00114140

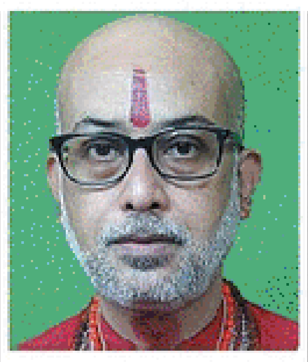

মায়াঙ্কতন্ত্রের মহাগুরু আচার্য্য পলাশ ২৭শে এপ্রিল অমাবস্যায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে মহাযজ্ঞ করবেন। শ্যামবাজার হাওড়া বর্ধমান 9836955394, 9836396305
00114128

DISCLAIMER: ABP (P) LTD. or any of its agents assume no responsibility for the authenticity or reliability of any advertisement published in this newspaper. The advertisements carried in the newspaper are accepted in good faith.

আপনার এলাকায় আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি, দ্য টেলিগ্রাফ ক্লাসিফায়েড এবং এবিপি ওয়েডিংস-এর অনলাইন এজেন্ট তালিকা

স্থান	যোগাযোগকারী ব্যক্তি	ফোন নম্বর
আগরপাড়া	বেবী রায়	9830478452
আনওয়ার শাহ রোড	নীলোৎপল চৌধুরী	9830038047
বাঘাযতীন	পলাশ নাথ	7890003333
বাগুইআটি	সন্দীপ বাগুই	9830014618
ব্যারাকপুর	অপু রায়	9830478452
বারাসাত	সুভাষ পাল	9874771777
বেহালা	প্রতাপ দে	9830187381
বেহালা	উই মেক আস এ্যাডভার্টাইসিং	8961591831
বেলঘরিয়া	অপু রায়	9830478452
বেলেঘাটা	সুলভা ঘোষাল	9830141888
বেলেঘাটা	শিশির কুন্ডু	9831310210
ভবানীপুর	জয় চৌধুরী	9831124737
বাকসাড়া	দীপ্তেন সেন	9830203559
চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ	জে. এস ভাসিন	22371400
ডানলপ	শান্তনু রায়	9007110032
গাঙ্গুলী বাগান	ধনঞ্জয় মন্ডল	9331085917
গড়িয়া	ধনঞ্জয় মন্ডল	9331085917
গড়িয়া স্টেশন	জয়ন্ত সরকার	9674187085
গড়িয়া স্টেশন রোড	শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী	8100960001
গড়িয়াহাট	প্রহ্লাদ হালদার	8777741987
যাদবপুর	মধু নাথ	7044279308
কদমতলা	শুভ্র কুন্ডু	9836788158
কাঁকুড়গাছি	উদয় শঙ্কর ঘোষ	9836046306
কাঁকুড়গাছি	মৃত্যুঞ্জয় বণিক	9051762309
করিমপুর	অমিতাভ বিশ্বাস	9093688530
কসবা	অভিজিৎ দাস	9330858650
নিউ টাউন	কে. বসু রায়চৌধুরী	9831020234
পার্ক সার্কাস	পূজা রায়চৌধুরী	9433807378
রাজারহাট	নাতিক মাসুদ	9883599090
সালকিয়া	অনিল গুপ্তা	9830058308
সল্টলেক, এ.ই. মার্কেট	সুজাতা রায়	9830478452
সল্টলেক, বি.ডি. মার্কেট	দীপক দাস	9831278201
শ্যামবাজার	রায় চৌধুরী এ্যান্ড কোং	9874463132
শিয়ালদহ	দেবযানী দত্ত	8017090000
সোদপুর	সুমন সাহা	9831630186
সার্ভে পার্ক	প্রিম জোন	8777437208
সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর	মিতা গোস্বামী	65400706
টালিগঞ্জ	সুদীপ রায় চৌধুরী	9330363132
উত্তরপাড়া	প্রদীপ দে	9830364603

এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ... সম্পাদক – ঈশানী দত্ত রায়। Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. **Editor: Ishani Datta Ray.**
REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.

এক নজরে

নাবালিকাকে ধর্ষণ, খুনের অভিযোগ

বাড়ির পাশে রবিবার সন্ধ্যায় জলসা দেখতে গিয়েছিল বছর এগারোর কিশোরী। আর তার খোঁজ মিলছিল না। সোমবার বিকেলে এলাকার একটি পুকুরে কিশোরীর দেহ ভাসতে দেখেন পরিবারের লোকজন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি গ্রামের এই ঘটনায় ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। জেলার এক পুলিশকর্তা জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বাড়ি না ফেরায় রাতেই কিশোরীর খোঁজ শুরু হয়। জলসার মঞ্চ থেকেও মাইকে তার নাম ঘোষণা করে খোঁজ করা হয়েছিল। এ দিন সকালে পরিবার পুলিশকে জানায়। কিশোরীর ঠাকুমা বলেন, “আমাদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যে পুকুরে দেহ পাওয়া গিয়েছে, তার আশেপাশে রক্ত পড়েছিল। মাথার ক্লিপও পাওয়া গিয়েছে। পরিকল্পনা করেই এ কাজ করা হয়েছে।”

মৃত্যু, পরীক্ষা স্থগিত

তিন মাসের ব্যবধানে হস্টেলের ঘরে আরও এক পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল খড়্গপুর আইআইটিতে। রবিবার রাতে সমুদ্রবিদ্যা ও নৌস্থাপত্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অনিকেত ওয়ালকর (২২)-এর দেহ মেলে। মহারাষ্ট্রের গোণ্ডিয়া জেলার বাসিন্দা অনিকেতের দেহ সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ির ফাঁসে ঝুলছিল। ওই ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে করছে পুলিশ। দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। সোমবার বিকেলে খড়্গপুরে পৌঁছন মৃতের মা সুনীতা ও দাদা সুদীপ ওয়ালকর। সুদীপ বলেন, “শুক্রবার খড়্গপুরে এসে ভাইকে ব্লেজ়ার কিনে দিয়ে গিয়েছিলাম। শনিবারই ফিরে যাই। তার পরেই এই খবর।” এ দিন থেকে আইআইটিতে শেষ সিমেস্টারের পরীক্ষা ছিল। এই ঘটনায় পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

অধ্যাপকের মৃত্যু

গবেষণার সময় ঝলসে গিয়ে সপ্তাহখানেক আগে গুরুতর জখম হয়েছিলেন দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এনআইটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বসাক (৬৪)। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হল দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে। এনআইটি-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীকৃষ্ণ রাই জানান, ইন্দ্রজিৎ-এর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। তরল খাবার দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছিল। সোমবার সকালে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাদুড়িয়ায় আক্রান্ত

বাইকে চড়ে যাওয়ার পথে সোমবার সকালে বাদুড়িয়ার নারকেলবেড়িয়ায় আক্রান্ত হলেন বিপ্লবী তিতুমীরের বংশধর সৈয়দ মীর মদত আলি। এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি আচমকা লোহার রড দিয়ে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারতে থাকে বলে অভিযোগ। সৈয়দ মীর মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারান। স্থানীয়েরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে বসিরহাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করানো হয়। ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধর করে এলাকাবাসী পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ জানায়, তদন্ত চলছে।

জিবিএসে আক্রান্ত

আলিপুরদুয়ার জেলায় ফের ‘গিয়ে বারে’ লক্ষণ (জিবিএস) নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন এক রোগী। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সিসিইউ-তে ভর্তি রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওই রোগীকে ‘ভেন্টিলেশন’-এ রাখা হয়েছে। রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে, জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

খবর পেয়েও না যাওয়ার নালিশ কি সত্য, তদন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জের গোলমালে পুলিশি গাফিলতি ও ব্যর্থতার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ মহল থেকে জানানো হয়েছে, এলাকায় থমথমে ভাব কেটে গেলেই এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা হবে। ইতিমধ্যে শমসেরগঞ্জ এবং সুতি থানার ওসি-দের সরিয়ে দু’জন আইসিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, পরিস্থিতি পুরো স্বাভাবিক হয়ে গেলে ওই দুই থানার খোলনলচেই বদলে ফেলা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনও পুলিশকর্তাই বিশদে কিছু বলতে চাননি।

ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় শমসেরগঞ্জে হিংসা এবং বিনা বাধায় কয়েক ঘণ্টা ধরে গ্রামের পর গ্রাম লুট এবং হত্যার পিছনে পুলিশের গাফিলতি এবং রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্ত গ্রামবাসীরা। তাঁরা একাধিক বার অভিযোগ করেছেন, ১২ এপ্রিল সকাল ৯টার পর থেকে বারবার পুলিশকে ফোন করা হলেও স্থানীয় থানা তাতে কর্ণপাত করেনি। তার জেরেই কার্যত বিনা বাধায় দুষ্কৃতীরা কয়েক ঘণ্টা ধরে পাঁচটি গ্রামের কয়েকশো বাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশের ওই ব্যর্থতা এবং খবর পাওয়ার পরেও ঘটনাস্থলে না যাওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা এ বার খতিয়ে দেখতে চাইছেন বিভাগের কর্তারা।

গত ৮ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের সুতি, ধুলিয়ান, শমসেরগঞ্জের মতো এলাকায় অশান্তির ঘটনা শুরু হয়। ১১ এপ্রিল যা বড় আকার ধারণ করে। ওই দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হলেও পরের দিন সকালে শমসেরগঞ্জের বেতবোনা, জাফরাবাদের মতো গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে অত্যাচার চালায় একদল দুষ্কৃতী। ওই দিন জাফরাবাদে খুন হন বাবা ও ছেলে। অভিযোগ, ছেলে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে বেঁচে যেতেন। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই যুবকের মৃত্যুর পিছনে রয়েছে তাঁর দেহের ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ যদি সঠিক সময়ে চলে আসত, তা হলে তাঁকে বাঁচানো যেত। কিন্তু পুলিশকে বারবার ফোন করা হলেও তারা ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ওই গ্রামে পৌঁছেছে।

পুলিশের একাংশ জানিয়েছে, ১২ এপ্রিল ঘটনার সময় শমসেরগঞ্জে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। এ ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনী সিনিয়র পুলিশকর্তাদের সঙ্গে সেখানে ছিল। তা হলে পুলিশ কেন সেখানে গেল না? অভিযোগ, ওই বাহিনীর বেশির ভাগই বাইরের থেকে গিয়েছে। ফলে তাঁদের পক্ষে স্থানীয় পুলিশকর্মীদের পক্ষ থেকে খবর না দিলে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানেই স্থানীয় পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁরা খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে যেতে গড়িমসি করেছেন। পরে যখন বাহিনী সেখানে পৌঁছেছে, তত ক্ষণে দুষ্কৃতীরা হামলা শেষ করে খুন করে ফিরে গিয়েছে। যদিও সেখানে থাকা বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মী প্রশ্ন তুলেছেন, এত বড় ঘটনা এক লহমায় হয় না। বিশেষ করে গ্রামের পর গ্রাম বোমাবাজি কিংবা খুনের ঘটনা পরিকল্পনা করেই করা হয়েছে। আর তা যদি হয়, তা হলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তা জানতে পারল না কেন?

আবার বিএসএফের স্থায়ী শিবিরের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

শমসেরগঞ্জ ও ধুলিয়ানে সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কাছেও বিএসএফের স্থায়ী শিবিরের দাবি তুললেন বাসিন্দারা। দিন কয়েকের গোলমালে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) তদন্ত অবশ্য পুরোদমে চলছে। ধরপাকড়ও অব্যাহত।

এ দিনই শমসেরগঞ্জের ১৩ জনকে ওড়িশা থেকে ধরা হয়েছে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, পুলিশকে আক্রমণের মতো অভিযোগে। পুলিশ সূত্রের দাবি, ঘটনার পরে এরা ওড়িশার ঝাড়সুগুদায় পালিয়েছিল। ধৃতদের মধ্যে জোড়া খুনের অভিযোগে সুলিতলা থেকে ধৃত এক ব্যক্তির দুই ছেলেও রয়েছে। রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম কলকাতায় জানান, মুর্শিদাবাদ-কাণ্ডে জোড়া খুনের সঙ্গে ধৃতদের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওড়িশা থেকে ধৃতদের জঙ্গিপুরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।।

পুলিশ জানিয়েছে, বেঙ্গল এসটিএফের পাঁচ সদস্যের টিম ওড়িশার ঝাড়সুগুদা যায়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে প্রথমে ধরে খুনের ঘটনায় এক ধৃতের দুই ছেলেকে। তাদের জেরা করে আরও ১১ জনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। সব মিলিয়ে গ্রেফতার হয়েছে ৩০৬ জন। তাদের মধ্যে চার জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ-জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, “পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। জাফরাবাদ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের তিনটি শিবির রয়েছে। মালদহের পারলালপুর থেকে সকলেই ফিরেছেন শমসেরগঞ্জে। অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চলছে। নতুন করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।”

তবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতার মধ্যেই এলাকাবাসী বার বার এলাকায় বিএসএফের স্থায়ী শিবিরের দাবি তুলেছেন। শনিবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যদের পরিদর্শনের সময়েও তাঁরা এই দাবি তোলেন। শমসেরগঞ্জের নানা গ্রাম থেকে যাঁরা মালদহের পারলালপুর চলে গিয়েছিলেন, তাঁরাও একই দাবি করেছিলেন।

শমসেরগঞ্জে সুকান্ত মজুমদার। ছবি: অর্কপ্রভ চট্টোপাধ্যায়

এলাকার কয়েক জন পড়ুয়া এ দিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্তকে জিজ্ঞাসা করে, “স্কুলে যাব কবে?” তাদের দাবি, ভয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। সুকান্তের দাবি, “ওয়াকফ আন্দোলনের অজুহাতে শমসেরগঞ্জ ও ধুলিয়ানের একাধিক গ্রামে লুট করা ও আগুন লাগানো হয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে দেখেছে। তাই এত আতঙ্ক ছড়িয়েছে।” তাঁর সংযোজন: “এলাকার মানুষ বিএসএফের স্থায়ী ক্যাম্প চেয়েছেন। রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব, এখানকার মানুষের সংবেদনশীলতাকে মাথায় রেখে এই এলাকায় বিএসএফের স্থায়ী ক্যাম্প বসাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন করুক। কথা দিচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত তার ব্যবস্থা করে দেব।” জঙ্গিপুরের সাংসদ তৃণমূলের খলিলুর রহমান বলেন, “ওঁরা যদি মনে করেন, বিএসএফ শিবির করলে এলাকাবাসী সুরক্ষা পাবেন, তাতেও সাহায্য করব। তবে এটা প্রশাসন ও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়।”

সুকান্তের অভিযোগ, “৫৩টি দোকান লুট ও ভাঙচুর হয়েছে। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে একটিও নিন্দাসূচক শব্দ উচ্চারণ করেননি। ওঁর শমসেরগঞ্জে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। এ রকম মুখ্যমন্ত্রী থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন নিশ্চিত।” তৃণমূলের সাংসদ খলিলুর পাল্টা দাবি করেন, “আমরা প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে গিয়েছি। সকলে যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন, তার সব রকম চেষ্টার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।”

ডোমজুড়ে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা

জ্বলছে কারখানা। সোমবার বিকেলে ডোমজুড়ে। ছবি: অরিন্দম বসু

ডোমজুড়: বিধ্বংসী আগুনে সোমবার পুড়ে গেল হাওড়ার ডোমজুড়ের একটি রাসায়নিক কারখানা। দমকলের ১৬টি ইঞ্জিন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আসে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের বাহিনী। হতাহতের খবর নেই।

ডোমজুড়ের দক্ষিণ ঝাঁপরদহ পঞ্চায়েতের ওএনজিসি রোডের ধারে প্রায় ১২ বিঘা জমিতে থাকা এই কারখানায় এ দিন বিকেল ৩টে নাগাদ আগুন লাগে। বিপদ বুঝে কর্মীরা বেরিয়ে আসেন। আগুন দ্রুত ছড়ায়। পর পর বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। আগুনের গোলা গিয়ে পড়ে পাশের হোগলা বন-সহ কয়েকটি কারখানায়। সেখানেও আগুন লাগে। দমকল গিয়ে নেভায়। অনেকেই মনে করছেন, কারখানার পাশে বসতি না থাকায় বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে।

কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে নাসিম হুসেনের দাবি, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। কারখানায় রং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, ‘থিনার’-এর মতো দাহ্য পদার্থ ছিল। তাঁর অভিযোগ, “দমকল প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে ঢোকে। তাই আগুন এতটা বিধ্বংসী হয়ে উঠেছিল।” অভিযোগ উড়িয়ে হাওড়ার ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার রঞ্জনকুমার ঘোষের দাবি, “খবর পেয়েই দমকল পৌঁছয়। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হবে।” ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) আজার জিয়াও।

এ দিকে, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান আশিস আহেরি অভিযোগ করেছেন যে, “কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছেন, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল। আমরা তেমন কিছু দেখতে পাইনি।” জগৎবল্লভপুরের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ বললেন, “রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।”

হাসপাতালে শুভঙ্কর

নিজস্ব সংবাদদাতা

মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় গুলিবিদ্ধ এক যুবককে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে দেখে এলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আহত ওই যুবক ধুলিয়ান পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শুভঙ্কর গুলিবিদ্ধ ওই যুবকের পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন।

দু’দিন আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর এবং এআইসিসি-র সহ-পর্যবেক্ষক অম্বা প্রসাদ প্রতিনিধিদল নিয়ে মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ, সুতিতে আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। বিধান ভবনে সোমবার সেই অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন তাঁরা।

শুভঙ্কর এ দিন আলিপুরের হাসপাতালে ভর্তি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে দেখতে যান। বোসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

A reputed Primary School in South Kolkata invites application for the post of **Headmistress** having strong leadership quality, commitment to fostering learning environment for young children with at least 15 years teaching experience.

Qualification :

Essential - 1. A Master degree in any related field.
2. D.El.Ed. or its equivalent.

Desirable - 1. Teaching English and Mathematics.
2. Good communication skill.

Detailed resume to be sent by 14th May, 2025 to recruitmenthm25@gmail.com

নির্দেশ পালন নয় কেন, জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় কেন ‘দাগি’ শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল করা হয়নি, সোমবার সেই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলায় বঞ্চিত মামলাকারীদের আইনজীবীরা শিক্ষাসচিব, স্কুল শিক্ষা কমিশনার, এসএসসি-র চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলার শুনানিতেই এ দিন বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে জানাতে হবে। আগামিকাল, বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

রাজ্যের পাশাপাশি এ দিন সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশে বিচারপতি বসাকের প্রশ্ন, তিন মাসের মধ্যে তদন্ত-রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল সিবিআইয়ের। সেই রিপোর্ট কোথায়? কবে এই মামলার তদন্ত শেষ হবে, তা-ও জানতে চেয়েছে কোর্ট। প্রসঙ্গত, এর আগে বৈশাখী ভট্টাচার্য-সহ একদল বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীর আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য এবং এসএসসি-র বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছিলেন। এ দিন নাসরিন খাতুন এবং লক্ষ্মী তুঙ্গ-সহ আর এক দল চাকরিপ্রার্থীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমও আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, “শিক্ষা দফতর, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্যদের পাশাপাশি সিবিআইয়ের ডিআইজি-কেও আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।”

এ দিন বঞ্চিতদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফিরদৌস শামিম কোর্টে জানান, দাগিদের চাকরি বাতিল এবং বেতনের টাকা ফেরতের পদক্ষেপ করা হয়নি। বরং স্যালারি পোর্টালে এখনও কয়েক জন ‘দাগি’ প্রার্থীর নাম রয়ে গিয়েছে। এর ভিত্তিতে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, হাই কোর্টের যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট অপরিবর্তিত রেখেছে সেগুলি কেন কার্যকর করা হয়নি? উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) কেন এখনও প্রকাশ করা হয়নি? বেতন ফেরতের ব্যাপারে রাজ্যের অবস্থান কী, তা-ও জানতে চেয়েছে আদালত। রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি বসাক বলেন, “সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতন দেওয়া হলে সমস্যায় পড়বেন।”

বিদ্যাসাগরের ‘উত্তরসূরি’ মুখ্যমন্ত্রী, ফেস্টুনে বিতর্ক

অভিজিৎ চক্রবর্তী

ঘাটাল: মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে তৃণমূলের দেওয়া ফেস্টুনে লেখা ‘বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী (বানান অপরিবর্তিত) নারী শিক্ষার অগ্রদূত স্বাগতম’। বিরোধীরা তো বটেই, বিদ্যাসাগরের পরিবারের সদস্যও তাতে আপত্তি তুলেছেন। যদিও তৃণমূলের দাবি, কাজের দৌলতেই মুখ্যমন্ত্রীর এ সব বিশেষণ প্রাপ্য।

সোমবারই দু’দিনের সফরে মেদিনীপুরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে স্বাগত জানাতে তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা যে ফেস্টুন দিয়েছে, সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীকে ‘বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী’ লেখা হয়েছে। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও ভাবধারা অনুসরণকারীদের উত্তরসূরি বলা যায় জানিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবারের সদস্য প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, “এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরসূরি বলা হচ্ছে। তিনি কী ধরনের উত্তরসূরি? যেখানে স্কুল থেকেই পছন্দের যুবককে নিয়ে নাবালিকারা চম্পট দিচ্ছে, মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে কী ভাবে উত্তরসূরি বলা যায়!”

বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের যুবক কুণাল সিংহরায়ের কথায়, “কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো প্রকল্প মেয়েদের স্কুলমুখী করেছে, এটা ঠিক। তবে নাবালিকা বিয়ে আটকানো যাচ্ছে না। নাবালিকারা মা হচ্ছে। বিদ্যাসাগর এটাই চাননি।” গ্রামের অন্য এক যুবক নিমাই ঘোষের অবশ্য দাবি, “উত্তরসূরি বলে ভুল হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই গ্রামে এত উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে।”

তৃণমূলও ওই শব্দবন্ধ প্রয়োগে ভুল দেখছে না। উল্টে তারা দাবি করছে, বাম আমলে সিপিএম নেতা বিমান বসুকে বিদ্যাসাগরের ‘ভাবশিষ্য’ হিসেবে তুলে ধরা হত। বীরসিংহের বাসিন্দা, তৃণমূলের বুথ সভাপতি সুব্রত ঘোষ বলছিলেন, “বীরসিংহ গ্রামও আজ অনেক উন্নত। বাম আমলে গ্রাম পিছিয়ে ছিল।” পক্ষান্তরে, ঘাটালের সিপিএম নেতা উত্তম মণ্ডল বলছেন যে, “গ্রামের মানুষকে সাক্ষর করে তোলার প্রয়াস, বই পড়ানোর অভ্যাস বামেদের হাত ধরেই হয়েছিল। ভাবশিষ্য এবং উত্তরসূরির ফারাক যাঁরা জানেন না, তাঁদের কী জবাব দেব!”

অন্য দিকে, তাঁকে কেউ ‘বিদ্যাসাগরের ভাবশিষ্য’ বলেননি বলেই দাবি করছেন বিমান বসু। প্রবীণ এই বাম নেতার মতে, “বিদ্যাসাগরের চেতনা কেউ প্রসার করতে চাইলে, অন্যায় কিছু নেই। আমরাও বিদ্যাসাগরের ভাবনা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম। তাই বলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয় কেউ হতেই পারেন না।”

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে বলছেন, “বিদ্যাসাগর সবই করেছিলেন ব্যক্তিগত প্রয়াসে। যাঁকে উত্তরসূরি বলা হচ্ছে, তিনি প্রশাসনের প্রধান। যা হচ্ছে, সেটা সমষ্টিগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফল।”

THE WEST BENGAL NATIONAL UNIVERSITY OF JURIDICAL SCIENCES

12 L.B. Block, Sector III, Salt Lake City, Kolkata – 700106

NAAC Accreditation “A+” Grade (2024) and NIRF India Ranking (Law Category) 4th Rank (2024)

Notice No. Admin/Acad 2025/01 Dated: 20.04.2025

Admission Notice 2025-2026

1 **2 years M.Sc. in Forensic Science – Eligibility:** B.Sc./B.Sc. Hons. with Forensic Science/ Chemistry/Biochemistry/Biotechnology/Microbiology/Computer Science/Physics/ Anthropology/B.Sc. LL.B. or any equivalent degree with minimum of 55% marks.

2 **2 years LL.M. in Data Science & Data Protection Law (In collaboration with IISER-Kolkata, IIIT Kalyani & Cognizant)- Eligibility:** A bachelor's degree in Law (LL.B) with at least 55% marks or an equivalent CGPA from a UGC-recognized Indian University or an equivalent international degree. For international candidates, equivalence will be determined by the **Committee for Post-Graduate Legal Studies (CPGLS)**.

3 **2 years M.A/M.Sc. Criminology - Eligibility:** A Bachelor's Degree in Arts (B.A.) with minimum 55% marks or an equivalent CGPA from a UGC recognised University is eligible to apply for M.A in Criminology. A Bachelor's Degree in Science (B.Sc.) with minimum 55% marks or an equivalent CGPA from a UGC recognised University is eligible to apply for M.Sc. in Criminology.

4 **Ph.D. programme** available in Law, Political Science, History, Economics, Criminology, Data Science and Forensic Science. **Eligibility-** LL.M degree or Master degree in respective subject from any recognized Indian/Foreign University with minimum 55% marks.

For Data Science candidates- Eligibility-BE/B.Tech/Master Degree/ LLM degree in any of the relevant subjects (Data Science, Computer Science, Statistics, or a related fields) from any University /Institute recognized by UGC with a minimum of 55% marks or equivalent CGPA.

For Criminology candidates-Eligibility- Post graduate in any of the relevant subjects (Criminology, Law, Sociology, Psychology) from any University /Institute recognized by UGC with a minimum of 55% marks or equivalent CGPA.

Candidates who have qualified UGC NET/GATE/JRF/SET and working professionals (Corporate/Industry/Academic Persons) having experience of 10 years have to undergo interview.

5%-mark relaxation will be for SC/ST candidates. Reservation Policy will be applied as per State Government norms. Detailed information is available at the University website at **https://www.nujs.edu/home/admissions/admission-2025/**. Applications are to be submitted exclusively on the Samarth portal of the University, link of which is as follow: **https://nujsadm.samarth.edu.in**. Printed hard copies of application form, Research Proposal (for Ph.D) and payment receipt as submitted on the Samarth portal should be sent to the Registrar, West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata, 12, LB Block, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata – 700106 by hand or by post.

Selection process will give due weightage to admission test, personal interview and academic records.

International Candidates fulfilling necessary eligibility criteria can apply.

IMPORTANT DATES

Application Portal Opened on	April 20, 2025
Last Date for Online Applications	May 26, 2025
Last Date of receipt of Hard copy Application	June 2, 2025
Date of Admission Test/Interview	June 21, 2025
Declaration of Results	July 15, 2025

Registrar

সিপিএম নেত্রীকে কুপ্রস্তাব, বিতর্কে বংশগোপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা

রানিগঞ্জ ও বহরমপুর: শ্রমিক সংগঠন সিটুর পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাঁরই দলের এক নেত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়েছে দলের অন্দরে। এ বিষয়ে বংশগোপালের প্রতিক্রিয়া না মিললেও, দলের একাংশ ঘটনায় অভিযোগকারিণীর উপরে ক্ষুব্ধ। এক ধাপ এগিয়ে বংশগোপালের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পশ্চিম বর্ধমানের এক সিপিএম নেতা সমাজমাধ্যমে অভিযোগকারিণীকে ‘ষড়যন্ত্রকারী’ ও বংশগোপালকে ‘ষড়যন্ত্রের শিকার’ বলে দাবি করেছেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অবশ্য বলেছেন, “বিষয়টি অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (আইসিসি)-তে পাঠানো হয়েছে। এটা তদন্তাধীন।”

অভিযোগকারিণী মুর্শিদাবাদের সিটু নেত্রী এবং প্রাক্তন পুর-প্রতিনিধি। ফেব্রুয়ারিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন চলাকালীন তিনি সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করেন, বংশগোপাল নানা সময়ে তাঁর মোবাইলে কুপ্রস্তাব পাঠিয়েছেন। ২০২৪-এর নভেম্বরে তিনি সিপিএমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লার কাছে বংশগোপালের বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এ দিন তিনি বলেন, “কে আমাকে অশ্লীল বার্তা পাঠাল, তা নিয়ে কিছু বলার নেই। জানতে চাই, অভিযোগ জানানোর পাঁচ মাস পরেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না! এত দেরি কেন হবে? জানতে চাই, এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে দলের অবস্থান কী, দল স্পষ্ট করুক।’

যদিও জামির মোল্লা অভিযোগ উড়িয়ে বলেন, “অভিযোগ পেয়েই দলের নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়েছি। অভিযোগের তদন্ত-প্রক্রিয়া চলছে।” জামিরের দাবি, “দলের এই তদন্তের পদ্ধতিগত নিয়মের জন্য কিছু দেরি হয়েছে। অভিযোগকারিণী ধৈর্য্য না ধরে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন।” ওই মহিলা সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে আরও একটি ‘পোস্ট’-এ লিখেছেন, দলে এখনও বিচার হয়নি। সুবিচারের আশায় রয়েছেন।

প্রতিক্রিয়া জানতে বংশোগোপাল ও সিপিএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়কে সোমবার একাধিক বার ফোন করা হয়েছিল। মোবাইল-বার্তাও পাঠানো হয়। ফোন বেজে গিয়েছে। বার্তার উত্তর আসেনি।

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
১০৪ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা মঙ্গলবার ৮ বৈশাখ ১৪৩২ কলকাতা

প্রতিশ্রুতির পর?

গত রবিবার, আরও এক বার, ব্রিগেড ভরে উঠল লালরঙা সমাবেশে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গীয় নেতৃত্বের কাছে সে দিনের ব্রিগেড সমাবেশ নিশ্চয়ই বড় সুসংবাদ। তবে, কেবল তাঁদের কাছে নয়— বৈশাখের দাবদাহে কৃষক, শ্রমিক, বস্তি সংগঠনের মানুষ এসে যে ভাবে সে দিন ভিড় জমালেন, নেতানেত্রীদের লড়াইয়ের স্লোগানে সমর্থন জোগালেন, তাতে নিঃসন্দেহে একটি বৃহত্তর সুসংবাদও তৈরি হল— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির জন্য। ধর্ম এবং জাতের জিগিরে অস্থির অশান্ত সঙ্কটপঙ্কিল রাজনীতির মধ্যে আবার ভেসে উঠল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপন, রোজগার বা সংস্থান নামক বাস্তবের কথা। স্পষ্টতই স্বস্তিদায়ক এই ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ আপাতত এক মহাসঙ্কটে ভাসমান। প্রতি দিন এখানে সামাজিক ঐক্য ও স্থিতি বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হচ্ছে— রাজনীতি ও ধর্মের যুগল মেরুকরণে। গ্রামের কৃষিজীবী সমাজ আর শহরের শ্রমজীবী সমাজের সমস্যা নিয়ে কথা বলার প্রবণতাটি ক্রমশই ক্ষীণ হতে হতে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আলাদা রাজনৈতিক উচ্চারণের জন্যই দুই গর্জনশীল মেরুর বাইরে একটি তৃতীয় পরিসরের গুরুত্ব সীমাহীন।

রাজনীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে নেতানেত্রীরা ভুলে যান, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ বস্তুটি কিন্তু কেবল ইভিএম যন্ত্রের মধ্যেই অস্তিত্বশীল নয়, তার বাইরেও সেই ‘ভবিষ্যৎ’ নির্মিত হয়ে চলে, প্রত্যহ, দৃষ্টির অন্তরালে। সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, এক সুস্থ রাজনৈতিক কার্যক্রম সমাজে প্রসারিত হোক, গভীরে ছড়াক: শুভবোধসম্পন্ন নাগরিক এই আশা করেন। তবে সেই আশা মেটানোর কাজটি ব্রিগেডের লোকসমাগম দিয়ে সম্পন্ন হবে না, তার জন্য ভিন্ন পদক্ষেপ, ভিন্ন পরিকল্পনা চাই। ব্রিগেডের এই ভিড় অচেনা নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও সিপিএম-এর ডাকে ব্রিগেডে বিরাট জনসমাগম দেখা গিয়েছে। পরবর্তী ঘটনাবলিতে বোঝা গিয়েছে যে, ভিড়ের পরিমাপ মোটেই রাজনীতির নির্ভরযোগ্য দ্যোতক নয়। ফলে বাম নেতাদের আত্মতুষ্টির কোনও কারণ থাকতে পারে না। ভিড় নিশ্চয় বলে দেয় মানুষের আগ্রহের কথা। তাই, ভিড় হয় কিন্তু ভোট মেলে না: এই ধাঁধার সামনে দাঁড়িয়ে সিপিএম নেতারা ব্যক্তিকে, দলকে, পদ্ধতিকে, তন্ত্রকে লাগাতার দোষারোপ না করে বরং আসল কথাটা তলিয়ে ভাবতে পারেন। ভাবতে পারেন, সভাসমাবেশে মানুষ তাঁদের যে কথাগুলি শোনেন, সভা ফুরিয়ে গেলে তাঁরা সেই কথাগুলি অনুযায়ী যথেষ্ট কাজ করেন কি না। সরব সনাদ প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই আশার আলো জ্বালায়। কিন্তু প্রয়োজনক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজনীতির ন্যূনতা সেই আলো আবার নিবিয়েও দেয়।

সে দিনের সমাবেশে মূল দলের বাইরের কর্মপরিসরভিত্তিক সংগঠনগুলিকে যে বহুলাংশে ব্রিগেডমুখী করা গিয়েছিল, এর জন্য নেতারা নিশ্চয় প্রশংসার্হ। কৃষি শ্রম স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা, সকল ক্ষেত্রেই আজ রাজ্যে স্থিতাবস্থাবিরোধী আবেগ যথেষ্ট, অব্যবস্থা এবং অন্যায় ব্যবস্থা গভীরচারী। তবে মূল কাজ তো সংগঠনগুলিকে ডেকে আনা নয়, বিরোধী নেতৃত্বের যে কার্যক্রম প্রত্যাশিত, জরুরি, এই সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করা। সে কাজে কি তাঁরা এগোতে পারছেন? না কি, কেবল বিক্ষিপ্ত ঘটনাভিত্তিক মিছিল বা সমাবেশকেই রাজনীতির একমাত্র অভিজ্ঞান বলে ভাবছেন? প্রশ্নচিহ্নগুলি তৈরি হয় এ জন্যই যে, অন্যান্য দলের মতোই সিপিএম নেতারাও মানুষকে প্রথমত ও শেষত ভোটার হিসাবেই চেনেন, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং ভাবেন যে মানুষ ‘ভুল বুঝেছেন’, ভাবতে পারেন না যে তাঁরা নিজেরা কোনও ‘ভুল করেছেন’। ভোট বাড়ুক না বাড়ুক, এই সব ব্যক্তিগত, দলগত ও নীতিগত উপলব্ধি ও অবস্থানের পরিবর্তন ছাড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করা যাবে না। ব্রিগেডের ময়দান থেকেই সোজাসুজি মানবজমিনের হদিস মিলবে না।

ন্যায়ের আশায়

মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রায় সতেরো বছর অতিক্রান্ত। সে দিনের সেই ক্ষতচিহ্ন আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকে। আর যাঁরা স্বজন হারিয়েছিলেন, তাঁদের প্রশ্ন ছিল একটাই— ন্যায়বিচার কি মিলবে কোনও দিন? সম্প্রতি ভারত সরকারের উদ্যোগে আমেরিকা থেকে ওই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানা-র প্রত্যর্পণ তাই আশা জাগাচ্ছে স্বজনহারা পরিবারগুলির মধ্যে। পেশায় চিকিৎসক রানা আদতে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হলেও বর্তমানে কানাডার নাগরিক। তিনি এক সময়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন। অভিযোগ, পাক বংশোদ্ভূত আমেরিকান সন্ত্রাসবাদী ডেভিড কোলম্যান হেডলির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হেডলির সঙ্গে মিলেই ২৬/১১ মুম্বই হামলার ছক কষেছিলেন রানা, যাতে প্রায় ১৬৬ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার এক বছর পরে শিকাগো থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হলেও সেখানকার আদালতে তাঁকে কিন্তু মুম্বই জঙ্গিহানার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং কুখ্যাত জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যোগসাজশ এবং ডেনমার্কের এক দৈনিকের অফিসে হামলার পরিকল্পনার কারণে বেশ কিছু কাল সেখানকার জেলে কাটাতে হয় তাঁকে। বস্তুত, ভারতের গোয়েন্দা, আইন এবং কূটনৈতিক বিভাগের প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত রানাকে ভারতে আনা যায়। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরকালে রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য সে দেশের শীর্ষ আদালতে আর্জি জানান রানা, যে আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, প্রত্যর্পণের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও, হেডলির ক্ষেত্রে আমেরিকার তরফে সে সুযোগ মেলেনি দিল্লির, যদিও ২৬/১১ হামলায় তাঁর ভূমিকা ছিল আরও বেশি। ওই ঘটনার আগে থেকেই হেডলির উপর কূটনৈতিক নজর ছিল ভারত সরকারের তরফে। তা সত্ত্বেও কেন সেই নজর এড়িয়ে এমন ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা তিনি করতে পেরেছিলেন, সেটাকে বড় গোয়েন্দা ব্যর্থতা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাস্তবিক, ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলায় এ-যাবৎ একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভেরই বিচার করতে পেরেছে ভারত সরকার। ২০০৮ এবং তৎপরবর্তী কালে ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে মূল চক্রীদের বিচারের আওতায় আনতে পাকিস্তানের কাছে বারংবার সহযোগিতা চেয়েছে দিল্লি। অথচ, হাফিজ় সইদ, জাকিউর রহমান লাকভির মতো সন্ত্রাস ছড়ানোর মূল পরিকল্পনাকারীদের এত কাল আড়াল করে এসেছে ইসলামাবাদ। এমতাবস্থায় রানার প্রত্যর্পণ এই হামলাগুলির নেপথ্যে থাকা পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র-বহির্ভূত শক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে। এই তথ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে। এত কিছু মাঝেও অবশ্য পাকিস্তান রানা-কে ‘কানাডার নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত করে সমগ্র ঘটনা থেকে নিজেদের দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আপাতত স্বস্তি এইটুকুই, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই অব্যাহত রাখতে এবং ২৬/১১-র হানায় নিহতদের ন্যায়বিচার পেতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এখন ভারতের হাতে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না, সেটা ভারতের কূটনৈতিক পরীক্ষা।

অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে যে বাধানিষেধ নেই, ওয়াকফে তা কেন

সংবিধানের উল্টো দিকে

■ **প্রতিবাদ:** ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ১৮ এপ্রিল, হায়দরাবাদ। *পিটিআই*

প্রসেনজিৎ বসু

সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন সংক্রান্ত মামলার প্রথম দু’দিনের শুনানির পর সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে তিন বিচারপতির বেঞ্চকে যে আশ্বাস দিতে হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সমস্যাপূর্ণ ধারাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত স্বেচ্ছায় স্থগিত রাখল। গত এক দশকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদী সরকার নিরন্তর ভাবে ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে খর্ব করার একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসরণ করে এসেছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপরে রামমন্দির নির্মাণ, অসমে এনআরসি, ২০১৯-এ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার উদ্যোগ— প্রতিটি পদক্ষেপই করা হয়েছে ভারতের কুড়ি কোটির বেশি মুসলমান জনগোষ্ঠীকে নিশানা বানিয়ে, সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনও সেই কর্মসূচিরই অংশ। বর্তমান মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সরকারকে যে সব প্রশ্ন করেছেন, এবং বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, তাতে মনে হয় যে, শীর্ষ আদালত এ বার সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অপব্যবহার করে অসাংবিধানিক আইন প্রণয়নকে বৈধতা দিতে নারাজ।

ওয়াকফ সম্পত্তি হল মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে দান করা ধর্মীয় সম্পত্তি। মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরখানা, দরগা, ইদগা, এতিমখানার মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্মীয় সম্পত্তিই ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্গত। ব্রিটিশ আমলে ওয়াকফ সম্পত্তির বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়ে আইন করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে ওয়াকফ আইন পাশ করা হয়। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে নতুন আইন প্রণয়ন হয়। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তির সমীক্ষার জন্য রাজ্যভিত্তিক সার্ভে কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাজ্যভিত্তিক ওয়াকফ বোর্ডের উপরে ওয়াকফ সম্পত্তির চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই আইন অনুসারে, রাজ্যের মুসলিম সাংসদ, বিধায়ক, বার কাউন্সিলের সদস্য এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকার বেশি রোজগার এমন ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়ালি বা ম্যানেজারদের মধ্যে থেকে রাজ্যভিত্তিক ওয়াকফ বোর্ডে এক বা দু’জন করে সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন। রাজ্য সরকারের মনোনীত কিছু সদস্য বোর্ডে থাকলেও, নির্বাচিত সদস্যদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত ওয়াকফ বোর্ডে। ওয়াকফ বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও বিবাদ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির দায়িত্বে ছিল রাজ্যভিত্তিক ওয়াকফ ট্রাইবুনাল, যার সিদ্ধান্ত কেবল উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেত। কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের কাজ ছিল মূলত রাজ্যভিত্তিক ওয়াকফ বোর্ড এবং ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা। ২০২৫-এর নতুন আইনে সার্ভে কমিশনার এবং রাজ্যভিত্তিক ওয়াকফ বোর্ডের সমীক্ষার মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ণয় করার ক্ষমতা তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জেলাশাসক এবং অন্যান্য উচ্চপদের আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যে কোনও সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের কোনও রকম দাবি থেকে থাকলে তাকে অবিলম্বে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিবাদ নিষ্পত্তির অধিকারও সরকারি আমলাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক রাজ্যেই বহু ওয়াকফ সম্পত্তি রাতারাতি সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়ে যেতে পারে।

বহু কাল ধরে ব্যবহারের ভিত্তিতে ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ণয় করা (ওয়াকফ বাই ইউজার)— যা পুরনো সম্পত্তির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্টের রায়ের মাধ্যমে স্বীকৃত পদ্ধতি— তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করা হয়েছে। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডগুলির সদস্যপদে নির্বাচিত সদস্যদের সরিয়ে তার জায়গায় সমস্ত পদকে মনোনীত করা হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিম সদস্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে, বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মুসলিম হওয়া আর বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ, ওয়াকফ বোর্ডের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হল। রাজ্যভিত্তিক ওয়াকফ ট্রাইবুনালের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক, ওয়াকফ সংশোধনী আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার একটি অনলাইন পোর্টাল এবং ডেটাবেস তৈরি করবে যেখানে আগামী ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি আপলোড করে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ওয়াকফ সম্পত্তির সমগ্র ব্যবস্থাপনাটাই কার্যত নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টালের নিয়মমাফিক কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির দলিল আপলোড না করতে পারলে সেই সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তির সূচি থেকে বাদ পড়ে যাবে।

আগের ওয়াকফ আইনে ‘ওয়াকফ’-এর সংজ্ঞা ছিল: “যে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত ধর্মীয়, পুণ্য বা দাতব্য উদ্দেশ্যে স্থায়ী ভাবে উৎসর্গ করা।” সংশোধনের পর এই সংজ্ঞাটি বদলে করা হয়েছে: “যে কোনও ব্যক্তি, যিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, তিনি অন্তত পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করছেন এবং যাঁর কোনও সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে এবং উৎসর্গের পিছনে কোনও ছলচাতুরি নেই, তিনি ওই স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি স্থায়ী ভাবে উৎসর্গ করলে তা হবে ওয়াকফ।” অর্থাৎ এক জন মুসলিম দাতাকে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দান করার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হবে। পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করার সার্টিফিকেট কে দেবে, বা সেটা যাচাই করবে কে? ছলচাতুরি না থাকাই বা প্রমাণ হবে কী ভাবে?

ভারতের অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দানের ক্ষেত্রে এ রকম কোনও শর্ত চাপানো নেই। ওয়াকফ সংশোধনী আইনে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দানের ক্ষেত্রে এ রকম শর্ত চাপিয়ে সংবিধানের ১৪ নম্বর (সমানাধিকার) এবং ১৫ নম্বর (বৈষম্যহীনতা) ধারাকে উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই শর্ত স্পষ্ট ভাবে ধর্মান্তর বিরোধী, যা বিবেকের ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার পরিপন্থী। যে সব অ-মুসলিম নিজেদের সম্পত্তি ওয়াকফ করাতে চান অথবা যাঁরা গত পাঁচ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মৌলিক অধিকারেও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

এক দিকে নতুন আইনে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে দান করা বন্ধ করা হয়েছে, অন্য দিকে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় অ-মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হয়েছে। এই দ্বিচারিতা সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ধর্ম পালনের স্বাধীনতার অধিকার এবং ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার অধিকারের পরিপন্থী। হিন্দু বা শিখদের ধর্মীয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বর্তমানে যা আইন আছে, সেখানে অ-হিন্দু বা অ-শিখদের সেই ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির কোনও শর্ত চাপানো নেই।

যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি পোর্টাল এবং ডেটাবেস বানিয়ে সব রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাও সংবিধানসম্মত নয়। সংবিধানের ২৪৬ ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় এবং দাতব্য সম্পত্তি সংবিধানের যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভা উভয়েই এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করার ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে চাইছে, তাতে রাজ্যগুলির অধিকার খর্ব হবে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অবাঞ্ছিত।

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন ২০২৫-এর বিরুদ্ধে শতাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্টে, ঠিক যেমন হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯-এর বিরুদ্ধে। সে সব মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কী করে, সেই দিকে সকলের নজর থাকবে।

আইন ভাঙাই যখন নিয়ম

জয়ন্ত বসু

ইয়ার্কি হচ্ছে? কে অ্যারেস্ট করবে?”— বলে বেআইনি বাজি ফাটানো আটকাতে আসা পুলিশ আধিকারিকদের দিকে যেখানে বছরখানেক আগে তেড়ে গিয়েছিলেন এক তৃণমূল বিধায়ক; সেই ভাঙড় থেকে ঘণ্টা-তিনেকের দূরত্বের পাথরপ্রতিমায় ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় ঘটল এক ভয়ানক বাজি বিস্ফোরণ। মারা গেলেন চার জন শিশু ও বালক সমেত আট জন।

পাথরপ্রতিমা ব্যতিক্রম নয়। ২০০৯ সাল থেকে রাজ্যে বাজি বিস্ফোরণের একচল্লিশটি ঘটনায় প্রায় একশো দশ জন মারা গিয়েছেন এবং এমন ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে। এ এক আশ্চর্য সমাপতন (না কি আইন ভাঙার সিলমোহর) যে, ২০১৫ সালের শেষ দিকে জাতীয় পরিবেশ আদালত রাজ্যের যাবতীয় বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করার রায় দিলেও তার পর থেকেই রাজ্যে একত্রিশটি বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায় মারা গিয়েছেন আশি জন! এখানে অবশ্য আইনি-বেআইনি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই; কেননা সরকারি তথ্যেই প্রকাশ যে, সেই সময় রাজ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আইনি পথে চলা বাজি কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র চার (এখন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র পাওয়া বাজি কারখানার সংখ্যা চার)। পরবর্তী সময় রাজ্যের মুখ্যসচিবের মিটিংয়ের ‘মিনিটস’ জানাচ্ছে যে, রাজ্যে রয়েছে ৫৫৫৬টি বাজি তৈরি, মজুত ও বিক্রির সংস্থা; অর্থাৎ সোজা কথায় ৯৯.৯%-ই বেআইনি।

এক সময় সারা দেশে শব্দদূষণ, বিশেষ করে বেআইনি বাজি নিয়ন্ত্রণে মডেল হওয়া পশ্চিমবঙ্গে কেন আজ এই উলটপুরাণ? বাম আমলের শেষের দিকে রাজ্যে শব্দ ও বাজি সংক্রান্ত আইন ভাঙার ঘটনা বাড়লেও, তা নিয়ম হয়ে গিয়েছে বর্তমান সরকারের সময়। সেই প্রবণতায় রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার আশায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কম-বেশি ইন্ধন জোগায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী। সেই কারণেই পাথরপ্রতিমার বিস্ফোরণে আট জন মারা যাওয়ার পরে সমাজমাধ্যমে সমালোচনা করে বা এনআইএ’র তদন্তের লোকদেখানো দাবি তুলেই ক্ষান্ত হন বিরোধীরা। আসলে, গত কয়েক বছর ধরেই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে প্রশাসন, বিরোধীরাও কখনও সে বিষয়ে রা-কাড়েননি। যেন পরিবেশের বিরুদ্ধে এ এক মহাজোট। কাকতালীয় নয় যে, বিজেপিশাসিত গুজরাতেও সম্প্রতি বেআইনি বাজি কারখানার বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন ২১ জন; আবার বাম ও কংগ্রেসশাসিত কেরলে বার বার বাজি বিস্ফোরণে বহু মানুষের জীবন গিয়েছে।

এ রাজ্যের ক্ষেত্রে এক-এক করে বেআইনি বাজির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক চাপ দুর্বল হয়েছে। প্রথমে, রাজ্যের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঐতিহাসিক ভাবে মূল কান্ডারি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হাত গুটিয়ে নিল, বা তাদের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য করা হল। পাশাপাশি আদালতেও বেআইনি বাজি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রাজ্যের আইনি ভূমিকা দুর্বল হল। যখন বোঝা গেল এই যুগলবন্দি যথেষ্ট নয়, তখন হঠাৎ সারা দেশের আইনের অন্য পথে হেঁটে বাজিশিল্পকে প্রায়-দূষণহীন তকমা দিয়ে ‘সাদা’ ক্যাটেগরিতে ফেলা হল, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্রই না লাগে! অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব পেল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতর, যাদের বাজিশিল্পে পরিবেশ রক্ষা নিয়ে মাথাব্যথা বা দক্ষতা; কোনওটাই নেই।

গোটা বিষয়টিতে তালে তাল মেলাল কেন্দ্রীয় সরকারের দফতর পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজ়েশন, সংক্ষেপে পেসো, এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ সংস্থা ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে নিরি। কালীপুজোর আগে বাজি মেলায় কার উপর বর্তাবে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত সবুজ বাজি পরীক্ষার দায়িত্ব, তা নিয়ে শাটলকক ছোড়াছুড়ি করল দায়িত্বে থাকা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দফতরগুলি। আর ফাঁকা মাঠে গোল করে গেল বেআইনি বাজি ব্যবসায়ীরা, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত শুধুমাত্র সবুজ বাজি ব্যবহারের নিয়ম আটকে রইল সরকারি নির্দেশিকা আর বিজ্ঞাপনে; মাত্র দু’ঘণ্টা বাজি ফাটানোর সময়সীমাও। সরকারি ভাবনায় গরিব মানুষের জীবনজীবিকা বাঁচানোর দাবির সামনে পরিবেশবিদদের করা সাবধানবাণী কল্কে পেল না।

বাজি নিয়ে সরকারি এই ডিগবাজির সঙ্গে যুক্ত হল বেআইনি বাজি ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের একাংশের তোলাবাজি। বেআইনি বাজি শিল্পের সঙ্গে জুড়ে থাকা সাধারণ, দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষরা যাতে নিশ্চিন্তে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য ‘রেন্ট সিকিং’ (ভাড়া নিয়ে ক্ষমতা ধার দেওয়া) মডেল অনুযায়ী প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন এই ব্যবসায়ীরা। শব্দ ও বায়ুদূষণ তো বাড়ছেই; পাশাপাশি একের পর এক বিস্ফোরণে প্রাণ হারাচ্ছেন গরিব মানুষরাই। ক্ষতিকর রাসায়নিক সামগ্রী নিয়ে কাজ করা এই ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘ সময় যুক্ত থাকার ফলে কর্মীদের, বিশেষ করে আশেপাশে থাকা শিশুদের শরীরের কী দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হচ্ছে, সে সব বিষয় নিয়ে পদক্ষেপ দূরে থাক, আলোচনাটুকুও নেই!

এই বেআইনি ব্যবস্থার জাল থেকে অসহায় মানুষদের আইনি পথে পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারেরই। আজ হয়তো আট জনের মৃত্যুকে সামলে নেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আগামী কাল যদি এই সংখ্যাটা আশি হয়, তা হলে তার থেকে রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। কেননা, সেটা ঘটবে মূলত রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে, যা এখনও অবধি শাসক দলের দুর্গ বলেই চিহ্নিত।

■ *দু’টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।*
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

ফ্যাসিবাদ ফিরছে

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যত বেশি জানে তত কম মানে’ (২৭-৩) প্রবন্ধটি আধিপত্যবাদের এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই ফ্যাসিবাদের এক ভয়াল ছায়া নেমে আসছে আমেরিকায়। ফ্যাসিবাদী শাসকরা সর্বপ্রথম শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চায়, কারণ শিক্ষা থাকলেই মানুষ প্রশ্ন করার সাহস পাবে। আমেরিকার সমাজে সাধারণ মানুষদের অধিকার সব দিক দিয়েই খর্ব করা হচ্ছে। অথচ এই সাধারণ মানুষরাই ট্রাম্পকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। বর্তমান বিশ্বে একটাই ধারা চলছে— আধিপত্যবাদ ও একনায়কতন্ত্রবাদ। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা কি পিছু হটছে?

মানুষ বিশ্বাস করছে যে, এক জন শক্তিশালী নেতা তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমেরিকার ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যা, অভিবাসী সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে। আর তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধেছেন ইলন মাস্ক। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে আমেরিকার সমগ্র সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের সর্বত্র এর প্রভাব পড়তে বাধ্য, কারণ আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ।

এই মুহূর্তে আমেরিকায় পুঁজিবাদের রুদ্ররূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুঁজিপতিরাই সব নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। এখন বিশ্বের কয়েকজন মাত্র পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত। আমেরিকা এক সময় পরিচিত ছিল উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে, আমেরিকান সংবিধান হল অন্যতম কঠিন সংবিধান যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ভারত-সহ বহু দেশের কাছে আমেরিকা একটি স্বপ্নের দেশ। কিন্তু সেই স্বপ্নের দেশ যদি কয়েকটা মানুষের স্বার্থের কারণে অন্ধকারের যুগে প্রবেশ করে তা হলে গোটা পৃথিবীর উদ্বেগ। লেখক একদম ঠিক কথা বলেছেন যে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মতো সরাসরি হত্যার ঘটনা হয়তো ঘটবে না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হবে। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটবে জলবায়ু বিপর্যয়ে, ভয়ঙ্কর রোগে আর অনাহারে।

ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, ভারতেও আধিপত্যবাদ সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। ধর্মীয় মেরুকরণ চরম রূপ ধারণ করছে, শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান যুগকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, মানুষের মগজধোলাই করার চেষ্টা চলছে সব দিক থেকে। একই সঙ্গে অল্প সংখ্যক কিছু পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ জমা হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে?

দেবযানী চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৮৬

শিয়রে দুর্দিন

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যত বেশি জানে তত কম মানে’ শীর্ষক প্রবন্ধে উঠে এসেছে রাষ্ট্রনায়কদের আমিত্ব, আস্ফালন আর দখলদারির স্পৃহা। সব দেশে সব যুগে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনায়কদের এটাই স্বরূপ। তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনে ধর্ম বা বিজ্ঞানকে চালিত করার চেষ্টা করেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে মিথ্যা ধর্মীয় পোশাক বা বিজ্ঞানের নামাবলি ধারণে কুণ্ঠিত নন। আর ক্ষমতাসীন হলেই বহুরূপীর মতো রং পাল্টান, জল্লাদের পোশাক গায়ে চাপান। হয়ে ওঠেন নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরা চান যুক্তি নয়, শিক্ষা নয়, প্রশ্ন নয়, শুধুই আনুগত্য। সকলকে আভূমি নত হয়ে বলতে বাধ্য করেন তিনিই ভগবান, তিনিই সর্বেসর্বা। এমন স্বৈরাচারী শাসকের কোপে পড়ে যান কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, সমাজ-সংস্কারক, বুদ্ধিজীবী ও বিরোধী রাজনীতিবিদরা। এর পরেও এমন শাসকদের কিছু উগ্র মৌলবাদীরা সমর্থন করে। তাদের সৌজন্যে বাকিরা আতঙ্কে শাসকের দাসরূপে নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হয়।

বর্তমানে এমনই এক বিপজ্জনক শক্তির প্রতিনিধি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর ঘোষিত ‘বাহুবল’ নীতিতে শঙ্কিত বিশ্ব। এই প্রতাপ অন্য কিছু রাষ্ট্রনেতা নতজানু হয়ে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি তাঁর নিজের দেশে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, সরকারি জাদুঘর একের পর এক বন্ধ হতে চলেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসংখ্য পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক, চাকরিজীবী রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়বে। আসলে ট্রাম্পের উগ্র ভক্ত ‘হোয়াইট খ্রিস্টান ন্যাশনালিস্ট’রা কলা, বিজ্ঞান কোনওটাতেই বিশ্বাসী নন। মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগের জন্য প্রতিষেধক বা প্রতিরোধের জন্য গবেষণার প্রয়োজনও মনে করছেন না।

এমন স্বৈরাচারীরাও বেঁচে থাকেন ইতিহাসে, তবে মানুষের হৃদয় জুড়ে নয়। যেমন বেঁচে আছেন মুসোলিনি, হিটলার। বিরোধী শক্তি বা জাতিকে হিটলার তো রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছেন। তবে আজ দিন বদলেছে, বদলেছে কৌশল। তাই অভিবাসীদের উপর নিষ্পেষণ, অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, জলবায়ুর কৃত্রিম বিপর্যয় ঘটিয়ে রোগে-দুর্ভিক্ষে দেশের পর দেশ সমূলে উজাড় করতে বদ্ধপরিকর এঁরা। তারই নমুনা রেখে চলেছেন ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, আমেরিকার ট্রাম্প, বাংলাদেশের সরকার আর আমার ভারতের গদিতে আসীন ট্রাম্পের বন্ধুবর। এঁরা চান প্রশ্নহীন আনুগত্য। তবুও আমরা তিমির হননের গানে বিশ্বাস রেখেছি।

সূর্যকান্ত মণ্ডল
কলকাতা-৮৪

সমস্যার মূলে

‘অর্থমনর্থম্’ (১১-৪) শীর্ষক সম্পাদকীয় পড়লাম। এটা নির্জলা সত্য যে, বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিতে গেলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বহু টাকা খরচ করতে হয়। দিন দিন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমার মতে সেটিই ফি বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়। মূল সমস্যা হল, এখনকার অধিকাংশ সরকারি স্কুলে তেমন ভাবে পড়াশোনা হয় না। অভিভাবকদের বক্তব্য একই, ওখানে প্রচুর ছুটি, পড়াশোনা হবে কোত্থেকে! অথচ গত শতকের শেষ দিকেও দেখেছি, পরিচিত ছেলেমেয়েরা নামী সরকারি স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। আবার নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি অবধি দেখেছি, বেসরকারি স্কুলে প্রাপ্ত নম্বরের ১০% কমিয়ে তবে সেখানকার শিক্ষার্থীদের কলেজে বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে যোগ্য বলে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারি স্কুলে যে ৫০% নম্বর পাবে তার সঙ্গে লড়তে গেলে বেসরকারি স্কুলে অন্তত পক্ষে ৬০% নম্বর পেতে হবে।

আর এখন সরকারি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা সমাজে কেমন অভ্যর্থনা পায়, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব সরকার যতই বেসরকারি স্কুলগুলিতে পড়ার খরচ বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, অন্য ভাবে তারা টাকা তুলবে, আর অভিভাবকরা দরকার হলে ঘটিবাটি বিক্রি করেও ছেলেমেয়েদের সেখানেই পড়াবেন।

বিকাশ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৫০

কাগজের টিকিট

মেট্রোয় কিউআর কোড দেওয়া কাগজের টিকিট ব্যবহার করার ফলে সমস্ত স্টেশন অত্যন্ত অপরিষ্কার ও নোংরা হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা মেট্রো সফরের পরে এই কাগজের টিকিটগুলি স্টেশনের যত্রতত্র ফেলে দিচ্ছেন, যার ফলে স্টেশনের সিঁড়ি ও প্রবেশপথ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। ‘কাগজবিহীন যুগে কেন মেট্রোয় কিউআর কোডের টিকিট, প্রশ্ন’ (১২-৪) প্রতিবেদনে এ বিষয়টির উল্লেখ পেলাম না।

এই সমস্যা এড়াতে কয়েকটি ব্যবস্থা করা যায়। যেমন, স্টেশনের স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলির পাশে ডাস্টবিন রাখা যায়। সেখানে সম্ভব হলে মেট্রো কর্মীকে মোতায়েন করা যায়, যাঁরা যাত্রীদের নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে টিকিটগুলি ফেলতে অনুরোধ করবেন। স্টেশনের টেলিভিশনে, নিয়মিত ভাবে মেট্রোর কামরাতে এ নিয়ে ঘোষণা করা হতে থাকলে মানুষ সচেতন হবেন। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর, স্টেশন চত্বর ও সিঁড়িগুলি সাফাই করা হোক।

অমিত দাস
কলকাতা-৪৫

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।

আনন্দবাজার পত্রিকা

মহাত্মা গান্ধী

মহাবালেশ্বরের ১৯শে তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের অনুরোধ ক্রমে মহাত্মা গান্ধী মে মাসের প্রথম ভাগে কৃষি সম্বন্ধীয় রয়েল কমিশন সম্পর্কে বোম্বাইয়ের গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। এই সম্পর্কে স্যর হেরোল্ডম্যান সত্বরই সবরমতী আশ্রমে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা বৃহস্পতিবার
৯ই বৈশাখ ১৩৩২
ইং ২২ এপ্রিল ১৯২৬
৫ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা

এক নজরে

প্রতিষেধকের ফলে

সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি কোভিড প্রতিষেধক নেওয়ার ফলে তাঁর পা কর্মক্ষমতা হারিয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। চিকিৎসার খরচ চেয়ে কেন্দ্র ও সিরামের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করার নির্দেশ দিল বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি এ জি মাসিহের বেঞ্চ। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, রিট আবেদনের নিষ্পত্তি হতে এক দশক সময় লেগে যেতে পারে। ক্ষতিপূরণের মামলায় আবেদনকারীর দাবির নিষ্পত্তি তাড়াতাড়ি হতে পারে। আবেদনকারীর আইনজীবী জানান, এই ধরনের দু'টি আবেদন শীর্ষ কোর্টে ঝুলে রয়েছে। বিচারপতি গাভাই বলেন, সেই দু'টি আবেদনের সঙ্গেই কোর্ট এই আর্জি শুনবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের মামলা করলে অন্তত আবেদনকারী ১০ বছরের জন্য কিছু স্বস্তি পাবেন।

কোর্টের নির্দেশ

রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাতের লেখা ও স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিল বিচার ভবনের সিবিআই বিশেষ আদালত। সোমবার সিবিআই কোর্টের নির্দেশ, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর এবং হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করতে পারবে ইডি। আদালতের খবর, কয়েক মাস আগেই জ্যোতিপ্রিয়ের হস্তাক্ষর এবং সইয়ের নমুনা সংগ্রহের আবেদন করেছিল ইডি। তারপর এ ব্যাপারে শুনানিও হয়। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে বিচারক আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

দিন বদল

এগিয়ে এল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই নির্ধারিত সূচি বদলে স্থির হয়েছে, আগামিকাল, বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। বৈঠকের নির্ধারিত দিন বদলের কারণ সরকারি ভাবে জানানো না হলেও সূত্রের অনুমান, চলতি সপ্তাহান্তে মুখ্যমন্ত্রীর বড় কর্মসূচি রয়েছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন কর্মসূচিতে শুরু থেকেই থাকবেন তিনি। তা ছাড়াও, তাঁর আরও কর্মসূচি থাকতে পারে। সম্ভবত, সেই কারণেই মন্ত্রিসভা বৈঠক এগিয়ে আনা হয়েছে।

বিষ থেকে অমৃত

বিষের থেকে যদি অমৃত বেরিয়ে আসে, মহারাষ্ট্রের সেটাই প্রয়োজন— ঠাকরে পরিবারের দুই তুতো ভাইয়ের মিলনের বার্তাকে এই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করেছে শিবসেনার মুখপাত্র 'সামনা'। উদ্ধব ও রাজ ঠাকরে নিজেদের বিরোধ মেটানোর ইঙ্গিত দেওয়ার পর সোমবার ওই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, 'রাজ যদি বিজেপি ও একনাথ শিন্দের শিবসেনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন, তাহলে আর কোনও লড়াইয়ের সম্ভাবনা নেই'। 'সামনা' আরও লিখেছে, 'যদি তর্ক করেই জীবন কেটে যায়, তাহলে মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের (রাজ ও উদ্ধব) ক্ষমা করবে না।'

বিচারপতির তোপ

সুপ্রিম কোর্টে সোমবার অন্য একটি মামলাতেও কড়া অবস্থান নেন বিচারপতি বি আর গাভাই। সেখানেও প্রশাসন এবং আদালতের সংঘাতের প্রশ্ন উঠে আসে। হায়দরাবাদে বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে একটি মামলায় বিচারপতি বলেন, ২০১৩-এ অন্ধ্র হাই কোর্ট নির্দেশ দেয় যে, হায়দরাবাদে বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না। সরকারি অফিসারকে বিচারপতি বলেন, "তার পরেও আপনারা কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ৮০ জন পুলিশ পাঠিয়ে বস্তি ভেঙেছেন? কেউ কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলে, তাকে আমরা গ্রেফতার করব।"

সংঘাত নিরসন নিয়ে কথা মোদী-ভান্সের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পরে এই প্রথম ভারত সফরে এসেছেন আমেরিকার শীর্ষ পর্যায়ের কোনও কর্তা। ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্সের নয়াদিল্লি সফরে তাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঝালিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানা গিয়েছে, কথা হয়েছে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংঘাত নিরসনের সূত্র নিয়ে। আজ সফরের প্রথম দিনে নয়াদিল্লিতে মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক এবং নৈশভোজ সারলেন ভান্স। সফরের আগামী দুদিন তাঁর সপরিবার কাটবে জয়পুর এবং আগরায়।

মোদী-ভান্সের সাক্ষাতের ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্টকে আলিঙ্গন করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তাঁর কোলে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে ভান্স দম্পতির দুই ছেলে ইয়ান ও বিবেককে। ইয়ান, বিবেক ও ভান্স দম্পতির মেয়ে মিরাবেলকে একটি করে ময়ূরের পালক উপহার দিয়েছেন মোদী।

আজ রাতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মোদী দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির অগ্রগতি ইতিবাচক ভাবে খতিয়ে দেখেছেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে যে আলোচনা চলছে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই নেতা। পাশাপাশি শক্তি, প্রতিরক্ষা, কৌশলগত প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে মোদী-ভান্সের। ট্রাম্পকে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে মোদী বলেছেন, তিনি বছরের শেষে আমেরিকা সফরে যাবেন।" চতুর্দেশীয় অক্ষ কোয়াড বৈঠকের তারিখ নিয়েও কথা শুরু হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওয়াশিংটন ডিসি সফরের কথা উঠে এসেছে আলোচনায়। ভারত এবং আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পথ নির্দেশিকা তৈরি হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সদর্থক আলোচনার ভিত্তিতে। মেক আমেরিকা গ্রেট এবং বিকশিত ভারত — এই দুইয়ের শক্তিকে পরস্পরের কাজে লাগানো নিয়েও কথা হয়েছিল তখন।" বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, "প্রধানমন্ত্রী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। দু'দেশেরই কাজে লাগে এমন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন নেতারা। এই চুক্তির ফলে ভারত এবং আমেরিকার মানুষের কল্যাণ হবে। একই ভাবে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, রণকৌশলগত প্রযুক্তি-সহ অন্য ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার দিকও খতিয়ে দেখেছেন মোদী ও ভান্স।"

সূত্রের খবর, ইউক্রেন-রাশিয়া ও ইজ়রায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাত এবং বাংলাদেশে চলতি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা উঠে এসেছে আমেরিকার নেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত আমেরিকাকে উদ্বেগ জানিয়েছে বলেই খবর। সম্প্রতি আমেরিকার পক্ষ থেকেও ঢাকায় সফর করার ব্যাপারে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তবে এ নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক তাদের বিবৃতিতে সরব হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, "দুই নেতা বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন যার সঙ্গে দু'দেশের স্বার্থই জড়িত। আলোচনা এবং কূটনীতিই যে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ সে ব্যাপারে একমত হয়েছেন দুই নেতা।"

আজ দিল্লি পৌঁছে পূর্ব দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে যান ভান্স, তাঁর ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী উষা এবং তিন ছেলেমেয়ে। মন্দিরে গিয়ে ভান্স লেখেন, "এই সুন্দর স্থানটিতে আমাকে এবং আমার পরিবারকে স্বাগত জানানোর জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। ভারতের এক বিরাট কৃতিত্ব যে এত যত্নে এমন সুন্দর মন্দির তারা নির্মাণ করেছে। বিশেষত আমাদের বাচ্চাদের এই মন্দির ভাল লেগেছে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন।" এর পরে জনপথের সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়ামে যান তাঁরা। ছিলেন পৌনে এক ঘণ্টা। কেনেন মধু, কাগজ মণ্ডের জিনিসপত্র, কাঠের খেলনা এবং মৃৎশিল্পের কিছু নিদর্শন।

ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী উষাকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স। সোমবার নয়াদিল্লিতে। *পিটিআই*

মুর্শিদাবাদ: মমতার পাশে অখিলেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: তেইশে যখন প্রথম বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' তৈরির সলতে পাকানো শুরু হয়, তখন থেকেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন এসপি নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ সিংহ যাদব। পরে তিনি বিজেপি-বিরোধী জোটের প্রধান মুখ হিসাবেও মমতাকে তুলে ধরেছিলেন অন্য বেশ কিছু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে হিংসার প্রসঙ্গেও তৃণমূল নেত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে আক্রমণ শানাতে দেখা গেল অখিলেশকে।

অখিলেশ বলেছেন, "বাংলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি যে ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি এই ঘটনায় ইন্ধন জুগিয়ে থাকে, তা হলে তারা বিজেপিরই লোক। মুর্শিদাবাদের মতোই উত্তরপ্রদেশের কনৌজে যে হিংসা ঘটেছে, তাতে পুরোপুরি ভাবে বিজেপি যুক্ত। তারা ষড়যন্ত্র করে একটি গরিব মানুষকে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়ে ধর্মস্থানে পশুর মাংস ছড়িয়েছে। আর তার পরেই আগুন লেগেছে।" অখিলেশের আরও বক্তব্য, "বিজেপি নেতারা চান, এই ধরনের ঘটনা সমাজে ঘটতে থাকুক। যাতে আসল সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘুরে যায়।"

মুর্শিদাবাদ নিয়ে অখিলেশ যাদবের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার চলছে, সেই সরকারের মুখপাত্রের মতো কথা বলছেন অখিলেশ। এ হল অখিলেশের তোষণের রাজনীতির অভ্যাস। তিনি বরাবর 'সব কা সাথ সব কা বিকাশের' পরিবর্তে কিছু লোকের উন্নতির নীতিতে বিশ্বাসী এবং গোড়া থেকেই দুষ্কৃতীদের মদত দিয়ে এসেছেন।"

১০ তৃণমূল নেতাকে সমন আদালতের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে করা মামলায় আজ তৃণমূলের দশ জন নেতার নামে সমন জারি করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ৩০ এপ্রিল ওই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

গত বছরের ৮ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের সামনে জারি থাকা ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে কমিশনের মূল প্রবেশপথের সামনে তৃণমূল নেতারা জড়ো হয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরে কমিশনের পক্ষ থেকে তৃণমূলের ওই অবৈধ সমাবেশের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই মামলায় আজ চার্জশিট দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। যার ভিত্তিতে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, নাদিমুল হক, দোলা সেন, সাকেত গোখেল, সাগরিকা ঘোষ ছাড়াও তৃণমূল নেতা বিবেক গুপ্ত, অর্পিতা ঘোষ, শান্তনু সেন, আবিররঞ্জন বিশ্বাস, সুদীপ রাহার বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আজ তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, "মোদী জমানায় সবই সম্ভব। সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। গত লোকসভা ভোটে বিজেপি তার ফলও পেয়েছে।" তাঁর কথায়, "গত লোকসভা ভোটের আগে ইডি, সিবিআই, এনআইএ, আয়কর দফতরের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার বন্ধ করার কথা বলতে গিয়েছিলাম। তাতে যদি জেলে ভরে, ভরবে।"

আপত্তিকর শব্দ, মামলা

পৃঃ ১-এর পর

মানুষকে বিচার দেওয়া জরুরি। কিন্তু এ ভাবে নয়।"

অন্য একটি মামলায় আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন আবেদন করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তিনি আগেই আবেদন জমা দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সেটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত ছিল। এ দিন বিষ্ণুশঙ্কর নতুন পিটিশন করে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিক এবং তিন জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে কমিটি গড়ে ঘটনার তদন্ত করতে বলুক। অর্থাৎ সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র দাখিলের অনুমতি চান তিনি। ঘরছাড়া সংখ্যাগুরুদের ব্যাপারেও রিপোর্ট চাওয়া হোক বলে আর্জি জানান বিষ্ণুশঙ্কর। তার উত্তরে বিচারপতি গাভাই বলেন, "আপনি কি এগুলো বলবৎ করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে রিট হুকুমনামা পাঠাতে বলছেন? এমনিতেই সরকারের কাজে নাক গলানোর অভিযোগ শুনতে হচ্ছে! প্লিজ়!" তবে তাঁরা বিষ্ণুনারায়ণকে আবেদন দাখিলের অনুমতি দেন।

'ইউসিসি লোডিং'.... দেওয়ানি বিধি নিয়ে জল্পনা শুরু

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: 'ওঁরা বলেছিলেন এই মোদী সরকার দুর্বল হবে, টিকবে না।" ভিডিয়োর শুরু এ ভাবেই। তার পরে রয়েছে মোদী সরকারের সাম্প্রতিক সাফল্যের তালিকা। শেষে সংসদের ছবির সঙ্গে লেখা 'ইউসিসি (অভিন্ন দেওয়ানি বিধি) লোডিং'। ফলে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে।

তৃতীয় মোদী সরকারের বর্ষপূর্তির আগে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে বিজেপি। তাতে প্রথমে দেখা যাচ্ছে মল্লিকার্জুন খড়্গে, সঞ্জয় রাউতের মতো নেতাদের। তৃতীয় মোদী সরকার দুর্বল হবে ও টিকবে না বলে মন্তব্য করতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের। এর পরেই তৃতীয় মোদী সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেছে বিজেপি। তার মধ্যে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সনিয়া ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ, মেহুল চোক্সীর গ্রেফতারি, মুম্বই হামলার চক্রী তাহাউর রানার আমেরিকা থেকে প্রত্যর্পণ, জমি কেলেঙ্কারিতে রবার্ট বঢরাকে জিজ্ঞাসাবাদ, সংশোধিত ওয়াকফ আইন পাশ, তিন রাজ্যে ভোটে জয়। এর পরেই সংসদের ছবির সঙ্গে দেখানো হয়েছে 'ইউসিসি লোডিং.....'।

রাজনীতিকদের মতে, বার্তা স্পষ্ট। এ বার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার দিকে এগোবে মোদী সরকার। ইতিমধ্যেই বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডে চালু হয়েছে ইউসিসি। কিন্তু এই আইনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে নানা শিবিরে। আবার রাজ্যগুলি এই ধরনের আইন তৈরি করতে পারে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা। উত্তরাখণ্ড হাই কোর্টে এই আইনের বিরুদ্ধে একাধিক আবেদনও পেশ হয়েছে।

হাই কোর্টে পাল্টা দেওয়া একটি হলফনামায় উত্তরাখণ্ড সরকার জানিয়েছে, জাতীয় সংহতি, লিঙ্গসাম্য, অপরাধ হওয়ার আগেই তা রোখার ব্যবস্থা ও একত্রবাস (লিভ-ইন) সম্পর্কের ফলে যাঁদের জন্ম তাঁদের সুরক্ষার জন্যই এই আইন প্রয়োজন।

সংবাদ সংস্থা

এসএসসি

পৃঃ ১-এর পর

হলেও আশা অবশিষ্ট ছিল যে, এ দিনই যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি। বিকেলে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মঞ্চের তরফে ১৩ জন প্রতিনিধি এসএসসি দফতরে কথা বলতে যান। সেই বৈঠক চলাকালীনই খবর ছড়ায়, যোগ্য-অযোগ্যদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে অপারগ এসএসসি। আরও রটে, ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষার পরে শুধুমাত্র তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত যোগ্য-অযোগ্য তালিকা এসএসসি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করবেন। এই খবর পেয়ে এসএসসি ভবনের বাইরে অবস্থানরতদের মধ্যে যেন আগুনে ঘি পড়ে। তাঁরা দাবি তোলেন, অন্তত সপ্তম কাউন্সিল পর্যন্ত যোগ্যদের তালিকা দিতে হবে। তাঁরা ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে কসবার ডিআই অফিসের মতোই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পুলিশ কোনওমতে তাঁদের আটকায়। সপ্তম কাউন্সেলিং পর্যন্ত যোগ্যদের তালিকা বার না-করলে 'এসএসসি অফিস ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান উঠতে থাকে।

চাকরিহারা এক শিক্ষিকা বিদিশা মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, "সুপ্রিম কোর্ট যে সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো অযোগ্যদের তালিকা সামনে এনেছিল, এসএসসি তথা রাজ্য সেই তালিকা উল্টে আরও বাড়াল কিংবা গুলিয়ে দিল বলা যায়।" অবস্থানরতদের একাংশের অভিযোগ, প্রথম তিনটি পর্যায়ের কাউন্সেলিংয়ে বেশি টাকা ঘুষ দেওয়া দুর্নীতির শরিক পরীক্ষার্থীরা কেউ কেউ চাকরি পেয়েছেন। এসএসসি ঘুরপথে তাঁদেরই চাকরিতে বহাল রাখার চেষ্টা করছে।

২০১৬-এর এসএসসি পরীক্ষায়, নবম-দশমের জন্য মোট ১৩টি কাউন্সেলিং হয়েছিল। প্রথমে আটটি এবং পরে আদালতের নির্দেশে আরও পাঁচটি কাউন্সেলিং হয়। এর মধ্যে তিনটি কাউন্সেলিং এক বছরের মধ্যে হয়। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে মোট সাতটি কাউন্সেলিং হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে হয় দু'টি কাউন্সেলিং। অবস্থানরত শিক্ষকদের দাবি, এসএসসি-র তরফে প্রথম এক বছরের মধ্যে হওয়া পাঁচটি কাউন্সেলিংকেই (নবম-দশমের তিনটি এবং একাদশ-দ্বাদশের দু'টি) মান্যতা দেওয়া হবে।

অর্ঘ্য পাল নামের এক চাকরিহারা শিক্ষক বলেন, "এসএসসি বলছে, গেজেট রুল অনুযায়ী, কোনও প্যানেলের বৈধতা এক বছর পর্যন্ত। এর মধ্যে যত জন যোগ্য শিক্ষক চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করে শংসাপত্র দেওয়া হবে। বাকিদের ওঁরা শংসাপত্র দিতে পারবেন না।"

সন্ধ্যায় আন্দোলনকারীরা দাবি তোলেন, কাউন্সেলিংয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকাই প্রকাশ করতে হবে। রাতে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আর জি করের আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। তাঁদেরও দাবি, "যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা সরকারকে প্রকাশ করতেই হবে।" একই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, "গরমে জল-খাবারহীন অবস্থায় আছেন আন্দোলনকারীরা। আমরা সে সবের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু পুলিশের জন্য তা আসতে পারছে না।"

নড্ডার কাছে দুর্নীতি-নালিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি 'দখল' করার অভিযোগ জমা পড়ল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে শাসক তৃণমূল। যদিও পুরো বিষয়টিকেই 'মিথ্যা এবং কাল্পনিক' বলে পাল্টা দাবি করেছেন জগন্নাথ।

বীরভূমের রামপুরহাটের জনৈক অজয় মুখোপাধ্যায় জগন্নাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডাকে মেল করেছেন। সেই সঙ্গে দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর ধরে কিছু সম্পত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ, ভুয়ো বুথের তালিকা দিয়ে দলীয় তহবিলের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। এ ছাড়া, তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শাসক দলকে সরবরাহ করার মতো অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, "অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। স্পষ্ট বেনামে সম্পত্তি তৈরির অভিযোগ রয়েছে। ইডি, সিবিআইয়ের উচিত তদন্ত করা। প্রয়োজনে আমি গিয়ে তথ্য দিয়ে আসব!" যদিও জগন্নাথের মন্তব্য, "পুরোপুরি মিথ্যা এবং কাল্পনিক অভিযোগ। কোনও প্রমাণ ছাড়াই যাঁরা আমার বিরুদ্ধে আজগুবি অভিযোগ তুলেছেন, তাঁদেরই তা প্রমাণ করতে হবে। না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেব।" বিজেপির একাংশের বক্তব্য, অভিযোগের পক্ষে তেমন তথ্য-প্রমাণ চিঠির সঙ্গে দেওয়া হয়নি। 'বেনামি সম্পত্তি' বলে দাবি করে যা আর্থিক মূল্য দেখানো হয়েছে, তারও কোনও ভিত্তি নেই। জগন্নাথের সংযোজন, "আমার বৃহত্তর পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব উপার্জনে কেনা সম্পত্তিও আমার 'বেনামি' বলে হাস্যকর ভাবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

মীনাক্ষীদের নিয়ে দলভারী বর্ধমানের

নিজস্ব সংবাদদাতা

কেন্দ্রীয় কমিটির পরে সিপিএমের নতুন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতেও জায়গা পেলেন যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ে রাজ্য সম্পাদক পদে থাকতে থাকতেই সিপিএমের কোনও তরুণ নেতা বা নেত্রীর দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বে জায়গা করে নেওয়ার নজির মনে করতে পারছেন না বাম শিবিরের বর্ষীয়ান নেতারা। রাজ্য নেতৃত্বে মীনাক্ষীর উঠে আসার ইঙ্গিত অবশ্য আগে থেকেই ছিল। তবে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে তাঁর সঙ্গেই অন্তর্ভুক্তি ঘটল পূর্ব বর্ধমানের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেনের। যে সিদ্ধান্তে চমক দেখছে বাম শিবিরের বড় অংশ।

চলতি মাসের গোড়ায় মাদুরাইয়ে পার্টি কংগ্রেসে বাংলা থেকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন সদস্য হয়ে গিয়েছেন মীনাক্ষী, সৈয়দ ও দার্জিলিঙের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তিন জনের মধ্যে মীনাক্ষী যুব সংগঠনের রাজ্য নেত্রী হলেও আদতে তিনি পশ্চিম বর্ধমানের ভূমিকন্যা। আর সৈয়দ পূর্ব বর্ধমানে কৃষক সংগঠন থেকে উঠে আসা। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে সিপিএমের নতুন যে ১৫ জনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি হল, তার মধ্যে নতুন দুই মুখই দুই বর্ধমানের। সিপিএমের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে বর্ধমানের গুরুত্ব এ ভাবে বেড়ে যাওয়ায় চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দর মহলে। সিপিএমের মধ্যে বহু দিন ধরেই দুই পরগনা এবং বর্ধমানের দুই শক্তিশালী 'কেন্দ্র' ছিল। দলের একাংশের মতে, এখন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে অভ্যন্তরীণ বিবাদ মাথা চাড়া দেওয়ায় বর্ধমানের 'কেন্দ্র'কে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট আবার চাঙ্গা করার বার্তা দিচ্ছে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক পুরনো সদস্যের অবশ্য ব্যাখ্যা, "সংগঠনে কাজের নিরিখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু জেলার প্রতিনিধিত্ব হিসেবে দেখা ঠিক নয়। তরুণ, সংখ্যালঘু, যুব, কৃষক— সব মিলিয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা হয়েছে।" দলেরই একটি অংশের আবার দাবি, পরবর্তী কালে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের ভার পাওয়ার দৌড়ে আছেন বর্ধমানের আভাস রায়চৌধুরী। মীনাক্ষী, সৈয়দদের নিয়ে সেই মতো ভবিষ্যতের দল ('টিম') সাজিয়ে রাখা হচ্ছে!

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির যে বৈঠকে ১৫ জনের নতুন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন এম এ বেবি। দলের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরে এটাই তাঁর প্রথম কলকাতা সফর এবং রাজ্যের বৈঠকে উপস্থিতি। সিপিএম সূত্রের খবর, রাজ্য কমিটির বৈঠকে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বেবি বলেছেন, ব্রিগেড সমাবেশে তিনি অভিভূত। তাঁর মতে, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দলের চার গণ-সংগঠনের ডাকে যে ভাবে রাজ্যের নানা জায়গা থেকে প্রান্তিক মানুষ ব্রিগেডে এসেছেন, তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আরও শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কলকাতায় এসে সংবাদমাধ্যমে ব্রিগেডের খবর দেখে তিনি সমাবেশের 'সাফল্য' বুঝতে পারছেন বলেও দলের নেতাদের বলেছেন তিনি। বেবি মনে করিয়েছেন, তিনি যখন ১৯৭৪ সালে ছাত্র-নেতা হিসেবে প্রথম বার কলকাতায় আসেন, তখন কল্পনাও করা যেত না যে, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠবে। তাঁর মতে, এখনও বাংলায় হিসেব উল্টে দেওয়ার সুযোগ বামেদের সামনে আছে!

অনুরাগের কটাক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাবা সাহেব ভীমরাও অম্বেডকরের জন্মদিবস উপলক্ষে ১৫ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আলোচনা সভা আয়োজনের কর্মসূচি নিয়েছিল রাজ্য বিজেপি। সেই মতো সোমবার দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগ দিতে কলকাতায় এসে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের অভিযোগ, অম্বেডকরকে রাজনৈতিক ভাবে কোণঠাসা করেছিল কংগ্রেস। দু'টি লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হারিয়ে দিয়েছিল। অনুরাগের মন্তব্য, "শুধু বিজেপি বাবা সাহেবের আদর্শ ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ করছে। তাঁর জন্মস্থানে মোদী সরকার স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলেছে।" যদিও প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ওঁর (অনুরাগ) মাথার ঠিক নেই। ভাল চিকিৎসকের প্রয়োজন।"

'রাক্ষসটাকে মেরেছি', বলেছিলেন পুলিশকর্তার স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

২১ এপ্রিল: রাক্ষসটাকে মেরে ফেলেছি— কর্নাটক পুলিশের প্রাক্তন শীর্ষকর্তা ওম প্রকাশকে হত্যার পর এক পড়শিকে ভিডিয়ো কলে এমনটাই নাকি বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী পল্লবী।

রবিবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ বেঙ্গালুরুর বাসভবনে খুন হন কর্নাটক পুলিশের প্রাক্তন ডিজি, ৬৮ বছর বয়সি ওম প্রকাশ। ডাইনিং টেবিলে বসে মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন তিনি। থালায় রাখা দু'টি মাছের পদ তখনও শেষ হয়নি। তার আগেই কাঁচের বোতল দিয়ে আঘাত আর বারবার ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তাঁকে। সূত্রকে উল্লেখ করে একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, ওম প্রকাশকে খুন করার পর, ৬৫ বছর বয়সি পল্লবী তাঁদের প্রতিবেশী, আর একজন পুলিশকর্তার স্ত্রী-কে ফোন করে জানিয়েছেন, তিনিই তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছেন। বলেছেন, "রাক্ষসটাকে মেরে ফেলেছি।" ওই প্রতিবেশী তাঁর স্বামীকে ঘটনাটা জানালে পুলিশ পৌঁছয় প্রাক্তন ডিজিপি-র বাসভবনে। নিহত পুলিশকর্তার দেহ উদ্ধার হয়। দেহপরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দু'টি ছুরি ব্যবহার করে খুন করা হয়েছে প্রাক্তন ডিজিকে। ফলে হত্যার সন্দেহে আটক করা হয়েছে ওম প্রকাশের স্ত্রী পল্লবী ও কন্যা কৃতিকে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ে ওম প্রকাশের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-র বিরোধ তৈরি হয়েছিল। ওম প্রকাশের পুত্র কার্তিকেয় পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, তাঁর মা আর বোন মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। বাবাকে খুন করার বিষয়ে আগে থেকেই হুমকি দিতেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে ওম প্রকাশ তাঁর বোনের বাড়িতে চলে যান। কিন্তু দু'দিন আগেই কৃতি তাঁর বাবাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন। কার্তিকেয় জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। প্রতিবেশীরাই তাঁকে খবর দেন। বাড়ি ফিরে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁর বাবা। বাড়ি পুলিশে ভর্তি। কার্তিকেয় জানিয়েছেন, মানসিক অবসাদগ্রস্ত পল্লবী ও কৃতি সব সময়েই তাঁর বাবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতেন। তাঁরাই ওম প্রকাশকে খুন করেছেন বলে সন্দেহ করছেন তিনি।

১৯৮১ ব্যাচের আইপিএস ওম প্রকাশ। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, গত কাল তাঁর স্ত্রী পল্লবী তাঁকে প্রথমে লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে আক্রমণ করেন। এরপর তাঁকে বেঁধে ফেলে কাঁচের বোতল দিয়ে মারা হয়। ছুরি দিয়ে বারবার কোপানো হয়। খুনের পর বিছানার চাদর দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হয় পুলিশকর্তার দেহ। তারপর পল্লবী ও কৃতি বাড়ির ভিতরেই একটি ঘরে ঢুকে নিজেদের আটকে রাখেন। পুলিশ এলে পল্লবী অপরাধের কথা স্বীকার করলেও কৃতি ঘর থেকে বার হতে চাননি। পুলিশ দরজা ভেঙে তাঁকে নিয়ে যায়।

নিশিকান্ত মামলার অনুমতি দিতে পারেন এজি: আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: বিচারব্যবস্থা ও প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ করে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবমাননার মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়েছিলেন এক আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চ নিজেদের পর্যবেক্ষণে আবেদনকারী আইনজীবীকে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে আবেদন জানানোর পরামর্শ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, নিশিকান্তের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করার প্রশ্নে অ্যাটর্নি জেনারেলই একমাত্র অনুমতি দিতে সক্ষম।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দেয়। যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার সমালোচনা করে বিচারব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও দীনেশ শর্মা। সুপ্রিম কোর্টের কারণে দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মন্তব্য করেন নিশিকান্ত। যা নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয় দেশ জুড়ে।

বাধ্য হয়ে ওই মন্তব্য নিশিকান্ত ও দীনেশের ব্যক্তিগত মত বলে দায় ঝেড়ে ফেলার কৌশল নেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনতে আজ বলেন, "নিশিকান্ত বলেছেন দেশে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রধান বিচারপতি দায়ী থাকবেন। এর থেকে ঘৃণ্য বক্তব্য কী হতে পারে! ওই মন্তব্য করা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার না করে বিভিন্ন বিজেপি নেতা নিশিকান্তকে সমর্থন করে চলেছেন।"

আজ সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বি আর গাভাই ও এ জি মাসিহের বেঞ্চে নিশিকান্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবমাননার মামলা দায়ের করার আবেদন জানান এক আইনজীবী। জবাবে বেঞ্চ ওই আইনজীবীকে জানায়, "আপনি ফৌজদারি অবমাননার মামলা দায়ের করতেই পারেন। ওই মামলা দায়ের করার জন্য আমাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আপনাকে কেবল অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছ থেকে অনুমোদন জোগাড় করতে হবে।" ইতিমধ্যেই অবশ্য নিশিকান্তের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের দ্বারস্থ হয়েছেন ওয়াকফ আইন মামলার অন্যতম মামলাকারী, আইনজীবী আনাস তানভীর।অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানিকে চিঠি লিখে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের বিরুদ্ধে 'চরম কলঙ্কজনক' মন্তব্যের জন্য আদালত অবমাননার মামলা শুরু করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। আইনজীবী আদীশ আগরওয়ালের মতে, সাংসদের এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

অনশন, অবরোধে গ্রুপ সি, ডি কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

তাঁদের দাবি পূরণ হয়নি। তাই চাকরিহারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীরা করুণাময়ীতে পথ অবরোধ করে বসে রয়েছেন। সেখানে ও মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে রাতভর চলেছে অবস্থান-বিক্ষোভ।

সোমবার গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীরা জানান, তাঁদের মধ্যে আট জনের একটি দল মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। জনৈক গ্রুপ সি কর্মী সত্যজিৎ ধর এ দিন বলেন, "মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি নিজেই আমাদের ডেকেছিলেন। আমাদের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের সবাইকেই এখন স্কুলে যেতে বারণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আমাদের জন্য আলাদা করে যোগ্য, অযোগ্য তালিকাও প্রকাশ করার কথা বলা হয়নি। এই বিষয়ে তাঁদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হবে কি না এবং যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা বের করা হবে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা পর্ষদ সভাপতির কাছে গিয়েছিলাম। উনি কোনও কিছুরই সদুত্তর দিতে পারেননি।"

এর পরেই ওই আট জনের প্রতিনিধি দলটি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অফিসের মধ্যেই ধর্নায় বসে পড়ে অনশন শুরু করে দেন বলে দাবি সত্যজিতের। এর পাশাপাশি করুণাময়ীতেও গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীরা অবরোধ শুরু করেন। সত্যজিৎ জানান, তাঁদের যোগ্য তালিকা বের হবে কি না জানার জন্য কয়েক জন প্রতিনিধি এসএসসি অফিসে যান। সেখানে তাঁদের ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীরা এখনও করুণাময়ীর একটি অংশ অবরোধ করে রয়েছেন।

এক নজরে

পরিবারের কাছে

মার্চ মাসে ইয়েমেনের উপরে আমেরিকা যে বিমান হানা চালিয়েছিল, সেই হামলার কথা নাকি আগেভাগেই পারিবারিক একটি 'চ্যাট গ্রুপ'-এ ভাগ করে নিয়েছিলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ। সোমবার আমেরিকান সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, জানুয়ারি মাসে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে সিগন্যাল অ্যাপে একটি চ্যাট গ্রুপ তৈরি করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানেই হেগসেথ হুথিদের ঘাঁটিতে হামলা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। পরে ব্যক্তিগত একটি গ্রুপেও সেই তথ্য ভাগ করে তিনি। একই ভাবে এই তথ্য আগাম জানতে পেরেছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদকও।

রাজি পুতিন

ইউক্রেনের সঙ্গে তাঁর দেশ সরাসরি শান্তি আলোচনায় বসতে রাজি বলে সোমবার জানালেন ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরে এই প্রথম বার আলোচনার কথা বললেন রুশ প্রেসিডেন্ট। সম্ভবত আমেরিকার চাপেই পুতিন ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত বলে মনে করা হচ্ছে। ইস্টার উপলক্ষে ৩০ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন পুতিন। তবে সময় পার হতেই ফের ইউক্রেনে হামলার অভিযোগ উঠেছে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে। যদিও পুতিন এ দিন জানিয়েছেন, চাইলে আরও বেশি সময়ের জন্যও যুদ্ধবিরতিতে রাজি তিনি।

হেরে গেলেই বিক্রি

তাঁর সংস্থা মেটা-র বিরুদ্ধে আমেরিকার ফেডেরাল ট্রেড কমিশনের করা মামলায় তিনি যদি হারেন, তবে ওয়টস্যাপ এবং ইনস্টাগ্রাম বিক্রি করে দিতে হবে মার্ক জ়াকারবার্গকে। কমিশনের দাবি, বাজার থেকে প্রতিযোগিতা কমাতেই ওয়টস্যাপ ও ইনস্টাগ্রামকে কিনে নেয় মেটা।

বিদেশে রাহুলের নিশানায় নির্বাচন কমিশন, বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: আমেরিকা সফরে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করলেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, যে ভাবে মহারাষ্ট্র নির্বাচনে শেষ দু'ঘণ্টায় ভোট পড়েছে, তা ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পাল্টা আক্রমণে বিজেপির বক্তব্য, এ নিয়ে দেশীয় আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে আমেরিকায় গিয়ে 'গণতন্ত্র বিপন্ন' বলে ধুয়ো তুলে কোনও লাভ নেই।

গত কয়েক বছরে যত বারই রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়েছেন, তত বারই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ খুলে বিতর্ক বাধিয়েছেন। এ বারও তার ব্যতিক্রম হল না। আমেরিকার বস্টনে একটি অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের উদাহরণ তুলে ধরে রাহুল দাবি করেছেন, নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাঁর অভিযোগ, মহারাষ্ট্র নির্বাচনে মোট ভোটারের চেয়ে বেশি লোক ভোট দিয়েছিলেন। যা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। রাহুলের কথায়, নির্বাচন কমিশন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ও সাড়ে সাতটায় মোট ভোট পড়ার যে সংখ্যা দিয়েছিল, তার মধ্যে পার্থক্য প্রায় ৬৫ লক্ষ। অর্থাৎ, একেবারে শেষ দু'ঘণ্টায় ওই বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দেন। রাহুলের মতে, "ওই সময়ে ওই ভোট পড়া অসম্ভব। কারণ এক জন ব্যক্তির ভোট দিতে গড়ে তিন মিনিট সময় লাগে। তাই ৬৫ লক্ষ মানুষ সাড়ে পাঁচটার পরে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলে তা শেষ হতে পরের দিন সকাল হয়ে যেত।'' তাঁর দাবি, "কমিশন আসলে আপস করে নিয়েছে। বিষয়টিতে গন্ডগোল আছে বুঝে ভোট চলাকালীন যে ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছিল, তার রেকর্ডিং চেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সেই দাবি খারিজ করার পাশাপাশি যাতে ভবিষ্যতে এমন দাবি না করা যায়, তার জন্যও আইন আনে কেন্দ্র।''

বিদেশের মাটিতে বসে রাহুলের মুখে ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার এই সমালোচনা আদৌ ভাল ভাবে নেয়নি শাসক শিবির। রাহুল গান্ধীর ভোটার তালিকায় যে অসামঞ্জস্যের অভিযোগ তুলেছেন তা নিয়ে সরাসরি না হলেও, ঘুরিয়ে মুখ খুলেছে নির্বাচন কমিশনও। আজ কমিশনের পক্ষ থেকে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালের অগস্ট মাস থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বুথ প্রতিনিধির সামনে সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়। পরিসংখ্যান বলছে, তাতে মহারাষ্ট্র ছাড়া কোনও রাজ্যের কোনও দলের বুথ এজেন্টের কাছ থেকে ভোটার তালিকায় অসামঞ্জস্যের কোনও আবেদন বা অভিযোগ জমা পড়েনি। মহারাষ্ট্রেও কেবল ৮৯টি অভিযোগ জমা পড়েছিল।

বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের কটাক্ষ, "যত রাহুল বিদেশের মাটিতে ভারতের অপমান করবেন, দেশের মানুষ তত কংগ্রেসকে ভোটের ময়দানে হারিয়ে যোগ্য জবাব দেবেন।'' বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের মতে, "ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় যে কোনও দিন জেলে যেতে পারেন রাহুল ও তাঁর মা সনিয়া গান্ধী। ওই আইনি জটিলতা থেকে নজর ঘোরাতেই এ ভাবে নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।'' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কথায়, "রাহুল বিদেশে গেলেই ভারত ও এ দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করতে ছাড়েন না। দুর্ভাগ্য যে, বিরোধী দলনেতা বিদেশের মাটিতে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।'' আরএসএস মতাদর্শী রতন সারদার মতে, "রাহুলকে এ দেশে কেউ মানে না। তাই তিনি হতাশা থেকেই পশ্চিমে গিয়ে মুখ খোলেন। নির্বাচন কমিশন নিয়ে অভিযোগ থাকলে আমেরিকা না গিয়ে রাহুলের উচিত এ দেশের আদালতের দ্বারস্থ হওয়া।''

রাহুলের সমর্থনে স্বাভাবিক ভাবেই মুখ খুলেছে তাঁর নিজের দল। কংগ্রেস নেত্রী কুমারী শৈলজা বলেন, "বিদেশে গিয়ে বিরোধী নেতাদের সমালোচনা করার প্রথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শুরু করেছিলেন। দেশ জুড়ে নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে, রাহুল সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।''

পোপ ফ্রান্সিস

১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ — ২১ এপ্রিল ২০২৫

ইস্টার রবিবারে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে। রয়টার্স

- নাম: হোর্হে মারিয়ো বের্গোলিয়ো
- লাতিন আমেরিকা থেকে প্রথম পোপ।
- ৭৪১ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার তৃতীয় গ্রেগরির মৃত্যুর প্রায় ১২০০ বছর পরে ইউরোপের বাইরে থেকে পোপ।
- আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেসের ইটালীয় পরিবারে জন্ম। ৫ ভাই-বোন। বাবা মারিয়ো হোসে বের্গোলিয়ো হিসাবরক্ষক। মা রেজিনা মারিয়া।
- ডিপ্লোমাধারী রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ। কাজ করেছেন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে। ঝাড়ুদার, পাহারাদার, নাইট ক্লাবের বাউন্সারের কাজও করেছেন।
- ২১ বছর বয়সে গুরুতর অসুখে বাদ পড়েছিল ফুসফুসের একাংশ। যার জের চলেছিল জীবনভর।
- জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল পাপস্বীকার করতে গিয়ে এক পাদ্রির সঙ্গে পরিচয়ের পরে।
- নম্র বলে পরিচিত। বলেছিলেন, 'আমি আপনাদেরই এক জন।'
- পোপের প্রাসাদ ছেড়ে পাশেই এক অতিথিশালায় থাকতেন।
- পোপ হওয়ার পরে লিমুজ়িন ছেড়ে অন্য যাজকদের সঙ্গে বাসে চড়তেন। বিমানে চড়তেন ইকনমি ক্লাসে।
- ট্যাঙ্গো নাচ, সঙ্গীত ও ফুটবলের ভক্ত।
- দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি, পুঁজিবাদের সমালোচনাও করেছেন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে সরব হয়েছেন বার বার।
- স্বীকার করেছিলেন, গির্জার নানেরা যাজকদের যৌন নিপীড়নের শিকার। বলেছিলেন, 'মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখার প্রবণতা গির্জার সমস্যা।'
- সমকামীদের পক্ষ নিয়ে বার্তা দিয়েছেন। তবে সমকামী বিবাহের পক্ষে ছিলেন না।
- গর্ভপাতের বিরোধী ছিলেন।
- বলেছিলেন, ইসলামিক হিংসার কথা বললে ক্যাথলিক হিংসার কথাও বলতে হয়। ইরাকে খ্রিস্টান-সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য করোনাকালে ঝুঁকি নিয়ে সে দেশে গিয়ে বৈঠক করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার সঙ্গে।
- ২০১৭ সালে দুর্দশাগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে।
- ইউক্রেনে 'যুক্তিহীন এবং নিষ্ঠুর' যুদ্ধ বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন।

প্রয়াত ফ্রান্সিস, এ বার পোপ কি এশিয়া থেকে

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল: ইস্টার রবিবারে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে সমবেত হাজার হাজার মানুষের সামনে অশক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছিল কয়েকটা কথা— 'শান্তির অস্ত্র হাতে তুলে নিন, দুর্বলের পাশে দাঁড়ান, ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।' যুদ্ধ, হিংসা ও অনাহারে দীর্ণ পৃথিবীর উদ্দেশে এটাই ছিল হোর্হে মারিয়ো বের্গোলিয়োর শেষ বার্তা। তখনও কেউ জানেন না, এর কয়েক ঘণ্টা পরেই, ইস্টার সোমবারের সকালে বেজে উঠবে রোমের সমস্ত গির্জার ঘণ্টা। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়বে সেই দুঃসংবাদ— দীর্ঘ রোগভোগের পরে প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। ইতিহাস যাঁকে মনে রাখবে 'ব্যতিক্রমী' ও 'বিপ্লবী' পোপ হিসেবে।

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। অল্প বয়সে একটি ফুসফুসের একাংশ বাদ গিয়েছিল। বয়সের সঙ্গে সেই সমস্যা আরও বাড়ে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ৩৮ দিন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ফেরার পরে আশায় বুক বেঁধেছিল ক্যাথলিক সমাজ। গত কাল সামনে থেকে ৮৮ বছর বয়সি পোপকে দেখে ভক্তদের সেই আশা আরও দৃঢ় হয়। যা মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হল কার্ডিনাল কেভিন ফ্যারেলের ঘোষণায়— "আজ সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে রোমের বিশপ ফ্রান্সিস পিতৃগৃহে ফিরে গিয়েছেন। আজীবন প্রভু ও গির্জার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি।" ভ্যাটিকানের তরফে এক বিবৃতিতে আজ জানানো হয়েছে, স্ট্রোক হয়েছিল পোপের। তার পরেই তিনি কোমায় চলে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি।

যে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে শেষ বার জনসমক্ষে দেখা গেল ফ্রান্সিসকে, এক যুগ আগে সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। শুধু প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ হিসেবেই নয়, ফুটবলপ্রেমী ও সঙ্গীতপ্রেমী পোপ হিসেবেও হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ রাতে জনসমক্ষে এসে বলেছিলেন 'বুয়োনোসেরা' (ইটালিয়ান ভাষায়, শুভ সন্ধ্যা)। সেই বর্ষার রাতের পরে গত ১২ বছরে দু'হাজার বছরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বহু পরিবর্তন এসেছিল। যার কান্ডারি ছিলেন ফ্রান্সিস। আর্জেন্টিনার ছেলে হোর্হে মারিয়ো-ই প্রথম পোপ, যিনি সরাসরি বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। কখনও শরণার্থী সমস্যা, কখনও যুদ্ধ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। প্রথা ভেঙে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন তিনি। তাঁর এই নরমপন্থায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন কট্টরপন্থীরা। তবে সে সবের পরোয়া করেননি। কোভিড অতিমারির সময়ে বলেছিলেন, "এখন অনুভব করতে পারছি, আমরা সবাই একই নৌকায়। আমরা সবাই দুর্বল ও দিশাহীন।''

রোমান ক্যাথলিক ইটালিতে আজ দিনভর পতাকা অর্ধনমিত ছিল। সমাজমাধ্যমে শোকবার্তা দিয়ে আজ সব সরকারি ও সামরিক ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার নির্দেশ দিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-ও। প্রসঙ্গত, গত কালই ভ্যাটিকানে এসে পোপের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স। সরকারি ভাবে তিন দিন শোক পালন করা হবে ভারতেও, কাল ও পরশু এবং যে দিন পোপের শেষকৃত্য হবে, সে দিন। এই তিন দিনই ভারতের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ। অনেক সময়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় নতুন পোপের নাম ঘোষণা করতে। পোপ নির্বাচনে ভ্যাটিকানে এসে ভোট দেবেন বিশ্বের ২৫৩ জন কার্ডিনাল। তাঁদের মধ্যে এই ভোটে দাঁড়াতে পারবেন ১৩৮ জন, কারণ তাঁদের বয়স ৮০-র নীচে। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছেন ইটালির কার্ডিনাল পিয়েত্রো প্যারোলিন। দৌড়ে রয়েছেন ফিলিপিন্সের লুই অ্যান্টিনিয়ো ট্যাগল-ও। তাঁকে 'এশিয়ার পোপ ফ্রান্সিস' বলা হয়। উদারমনা, সমকামী ও বিবাহবিচ্ছিন্নদের প্রতি সহমর্মিতার জন্য সুনাম রয়েছে লুইয়ের। জিতে ২৬৭তম পোপ হলে তিনিই হবেন এশিয়া থেকে আসা প্রথম ক্যাথলিক প্রধান।

সংবাদ সংস্থা

আজ সৌদি সফরে মোদী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দু'দিনের সৌদি আরব সফর। কূটনৈতিক শিবির অধীর আগ্রহে সে দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপরিশোধিত তেল এবং তৈল সংশোধনাগারে লগ্নির ব্যাপারে এই দু'দেশ মোদীর সফরের পর কতটা এগোতে পারে, সেটাই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

ভারতে সর্বোচ্চ অশোধিত তেল রফতানিকারী তিনটি দেশের মধ্যে একটি সৌদি আরব। মোদী জমানায় সৌদি তথা পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের কূটনীতি আরও পোক্ত হয়েছে বলেই দাবি করে সাউথ ব্লক। সূত্রের খবর, মোদীর সফরে রিয়াধ ভারতকে তেল রফতানিতে কিছুটা ছাড়ের কথা ঘোষণা করতে পারে, নিজেরা চাপে থাকার কারণে। রিয়াধের লক্ষ্য, এই ক্ষেত্রে ভারতের সামগ্রিক রফতানির সিংহভাগ দখল করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের অর্থনৈতিক মন্দা এবং বৈদ্যুতিন গাড়ির (ইভি)-র রমরমার কারণে সৌদির তেল রফতানি ধাক্কা খেয়েছে। চিনের বাজারের ক্ষতি পূরণ করতে তাই ভারতই রিয়াধের সামনে বিকল্প পথ। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের তিনটি তৈল শোধনাগারে বিনিয়োগ করবে সৌদি।

ভারত বিভিন্ন ধরনের সৌদি পণ্যও আমদানি করে, যার মধ্যে সিংহভাগই হল জৈব রাসায়নিক, সার, অজৈব রাসায়নিক এবং যৌগ। তবে ২০২৩-২৪ সালে সৌদি আরব থেকে ভারতের পণ্য আমদানি আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে ২৪.৩% হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাস মূলত খনিজ জ্বালানি এবং তেলের আমদানি কম হওয়ার কারণে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞার পরে কম দামে অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করে রাশিয়া ভারতের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী হিসাবে উঠে আসে, ইরাক এবং সৌদি আরবকে পিছনে ফেলে।

এক নজরে

নাবালকদের জন্য

এখন থেকে ১০ বছর বা তার বেশি বয়সি নাবালকেরাও স্বাধীন ভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং লেনদেন করতে পারবে। সোমবার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে এই সম্মতি দিয়েছে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। শীর্ষ ব্যাঙ্কের নতুন বিধি অনুযায়ী, স্থায়ী আমানতেও স্বাধীন ভাবে টাকা রাখতে পারবে ওই নাবালকেরা। ব্যাঙ্ক চাইলে আরও কিছু লেনদেনের অনুমতি দিতে পারে। এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের নীতি সংশোধন করতে হবে।

চাপে পরিকাঠামো

দেশের আটটি প্রধান পরিকাঠামো ক্ষেত্রের গতি গত মার্চে কমল। সোমবার কেন্দ্রের প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, আলোচ্য সময়ে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.৮%। এক বছর আগে তা ৬.৩% ছিল। অশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন সরাসরি সঙ্কুচিত হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে সিমেন্ট (১১.৬%) এবং সারের (৮.৮%) উৎপাদন।

মীমাংসা সূত্র

অ্যান্ড্রয়েড টিভি-র ব্যবসায় প্লেস্টোরকে অনৈতিক ভাবে কাজে লাগানো সংক্রান্ত তদন্তে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে মীমাংসা সূত্রে এল গুগ্‌ল। এর জন্য ২০.২৪ কোটি টাকা মিটিয়েছে আমেরিকার প্রযুক্তি সংস্থাটি। ২০২৩ সালে প্রতিযোগিতা বিধি সংশোধনের পরে এটি প্রথম মীমাংসা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৯৬,৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৯৭,৩০০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৯২,৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬,৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬,৪০০

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৮৪.৬৩	৮৫.৭২
১ পাউন্ড	১১২.৪৫	১১৫.৪৫
১ ইউরো	৯৬.৬৭	৯৯.৪৬

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স:	৭৯,৪০৮.৫০ (↑৮৫৫.৩০)
বিএসই ১০০:	২৫,২৫৮.৬৬ (↑৩২৩.৯৮)
নিফটি:	২৪,১২৫.৫৫ (↑২৭৩.৯০)

শিল্পায়নের সওয়াল

পৃঃ ১-এর পর

মেগাওয়াট করাই লক্ষ্য।

জিন্দলদের প্রকল্প সম্পর্কে মমতা বলেন, "ঘোষণার মাত্র দু'মাসের মধ্যে শিলান্যাস হল। সজ্জন কথা দিয়েছেন ৮০০ মেগাওয়াটের দু'টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির। ১৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।" তবে সজ্জনের দেওয়া হিসেব, সাকুল্যে কর্মসংস্থান হতে পারে ৫-৭ হাজার। তিনি বলেন, "২০০৮-এ স্বপ্নের ইস্পাত প্রকল্প শুরু হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জমি অধিগ্রহণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাঁচামালের সমস্যায় তা হয়নি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বেও আশঙ্কায় ছিলাম শালবনিতে কিছু সমস্যা না হয়। আমাদের সৌভাগ্য তেমন কিছু হয়নি। ১৬ বছর অপেক্ষার পরে এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস আনন্দের ঘটনা।"

অনিচ্ছুক জমিদাতাদের বিষয়ে কিছু বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে সজ্জন থেকে স্থানীয় সাংসদ দেব ও জুন মালিয়া কিংবা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রত্যেকের কথায় ওই অংশের উদ্দেশে বার্তা স্পষ্ট। তবে বাকিদের বক্তব্যে বার্তা স্পষ্ট। জিন্দলের মন্তব্য, "কারখানার জমি শালবনির স্থানীয় মানুষের। সকলের উপকার করতে বদ্ধপরিকর সংস্থা। কথা দিচ্ছি সকলে এখান থেকে লাভবান হবেন।" সৌরভ বলেন, "পাঁচ বছর বাদে এই জায়গার চেহারা বদলে যাবে।" সাংসদ দেব এবং জুন মালিয়ারও দাবি, এই প্রকল্পের হাত ধরে এলাকাবাসীর জীবন উন্নত হবে। প্রসঙ্গত, এখানে একাংশ জমি দিতে নারাজ ছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, নতুন করে আর জমি নেওয়ার প্রশ্ন নেই বলে বিষয়টি চাপা পড়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রায় ৩৫ মিনিটের বক্তব্যে এর উল্লেখ না থাকা তাৎপর্যপূর্ণ।

মমতার বার্তা, শুধু বিদ্যুৎ নয়, সার্বিক শিল্পেই রাজ্য অনেকটা এগিয়েছে। এ বার বিজিবিএসে আসা ৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নি প্রস্তাবের ১০০০ কোটির ক্ষেত্রে ১৫ দিনে ছাড়পত্র দিয়েছে নবগঠিত সিনার্জি কমিটি। দেবী শেঠির হাসপাতালের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য ছাড়পত্র দিলে অশোকনগরে ওএনজিসি কাজ শুরু করবে।" আগের শিল্প সম্মেলনগুলিতে আসা ১৯ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাবের ১৩ লক্ষ কোটি বাস্তবায়িত হয়েছে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে বলেন "সবাই সবাইকে ভালবাসুন। তাতে সকলে ভাল থাকবেন। ভারত বড় দেশ, আমাদের খাদ্য-ভাষা-সংস্কৃতি-পোশাক সবই ভিন্ন। কিন্তু তার পরেও আমরা এক। এই একতাই আমাদের শক্তি। সকলে একসঙ্গে থাকবেন। বিভেদ সৃষ্ট করবেন না।"

শালবনিতে জিন্দল গোষ্ঠীর শিল্পতালুকও

নিজস্ব সংবাদদাতা

শালবনি: প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছেই একটি শিল্পতালুক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক) তৈরি করবে জিন্দল গোষ্ঠী। সংস্থা সূত্রের খবর, প্রধানত বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিক কেন্দ্র বা 'হাব' তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। সোমবার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটির পাশাপাশি এই তালুকেরও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দল জানান, ২০০০ একর জমিতে গড়া হবে এটি। অত্যাধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের হবে এই শিল্পতালুক। জাপান, কোরিয়া-সহ একাধিক দেশের নামী সংস্থাগুলিকে এখানে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রের প্রথম সারির বিভিন্ন সংস্থা থাকবে সেই তালিকায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জিন্দল গোষ্ঠীর অন্যতম বড় সাফল্য এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বা শিল্পতালুক তৈরির সিদ্ধান্ত। এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার শুধু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেই ৯টি এ রকম পার্ক তৈরি করেছে। যেখানে বহু ছোট-বড় সংস্থা লগ্নি করেছে।

সজ্জন শালবনির এই শিল্পতালুককে তাঁর 'স্বপ্নের প্রকল্প' আখ্যা দিয়েছেন। জানিয়েছেন, এখানে যে সব সংস্থা আসবে, তারা কম দামে বিদ্যুৎ, জল-সহ সব রকম পরিকাঠামোগত সুবিধা পাবে। ব্যবস্থা থাকবে সড়ক ও রেল যোগাযোগেরও। তিনি বলেন, "আমেরিকা শুল্ক যুদ্ধ শুরুর পরে এমন বহু জাপানি ও কোরীয় সংস্থার চাহিদা বেড়েছে, যারা আইফোন কিংবা অন্য মোবাইলের চিপ তৈরি করে। তাদের আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সংস্থা যাতে আসে, ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে তা নিয়েও।" সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, আলাদা ভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রাসায়নিক সংস্থাকেও শিল্পতালুকে টেনে আনায়।

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন জানান, এই শিল্পতালুক শালবনি-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্প মানচিত্রকে অনেকটা বদলে দেবে। জিন্দলের কথায়, "যে শিল্প পার্ক গড়ে উঠবে, তা পূর্ব ভারতে কোথাও নেই। অত্যাধুনিক শহরের মতো করেই এর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তৈরি হয়ে গেলে তা শুধু বাংলা নয়, গোটা পূর্বাঞ্চলের শিল্পের ছবিটাই বদলে যাবে।"

এ দিন সজ্জনের আরও দাবি, এই সব প্রকল্প তৈরি হলেও গোষ্ঠীর হাতে প্রায় ৮০০ একরের মতো জমি থাকবে। সেখানে পরে আরও কিছু করার পরিকল্পনা আছে। রাজ্যের গাড়ি শিল্পে কিছু লগ্নির সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে জিন্দল বলেন, "এ ক্ষেত্রে অনুসারি শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সে দিক থেকে সমস্যা আছে। তবে আসব কি আসব না, তা নিয়ে নিশ্চিত করে এখনই কিছু বলছি না।" সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, তাঁর এই মন্তব্যে ধোঁয়াশা আছে বটে। ধন্দও স্পষ্ট। তবে সেই সঙ্গে রাজ্যে লগ্নির ক্ষেত্রে আরও একটু আশার আলোও দেখা যাচ্ছে।

কর নিয়ে লক্ষ টাকা ছাড়াল সোনা কেনার খরচ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নজিরবিহীন ভাবে এই প্রথম কর-সহ ১০ গ্রাম খুচরো সোনা (২৪ ক্যারাট) ছাড়াল লাখ টাকার গণ্ডি। বিশেষজ্ঞদের দাবি, দাম কোথায় উঠবে বোঝা যাচ্ছে না। এমন চললে তা দ্রুত জিএসটি ছাড়াই হবে লক্ষাধিক। সোমবার কলকাতায় খুচরো সোনা হয় ৯৭,৩০০ টাকা। জিএসটি নিয়ে ১,০০,২১৯ টাকা। এক দিনেই চড়েছে ১০০০ টাকা, গত এক সপ্তাহে ৩০০০, এক মাসে ৮৪৫০ টাকা। আর এক বছরে বৃদ্ধির অঙ্ক ২৩,৪০০ টাকা। চড়ছে গয়নার সোনাও। কর ছাড়া তা ৯২,৪৫০ টাকা, ধরে ৯৫,২২৩.৫০ টাকা।

সামনেই ইছাপুরের অনিমেশ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ের বিয়ে। বলছেন, "যতটুকু গয়না না দিলে নয়, দিচ্ছি। কষ্ট করেই।" বেলেঘাটার পূজা তালুকদার মেয়ের অন্নপ্রাশনের বরাদ্দ ছেঁটে শুধু আংটি রেখেছেন। তাঁর দাবি, ৫ গ্রাম ওজনেই প্রায় ৬০,০০০ টাকা। গয়নার কারিগর সুদর্শন ঘোষের আক্ষেপ, "পয়লা বৈশাখ মার খেয়েছে। অক্ষয় তৃতীয়াও খাবে। এখনও পর্যন্ত গয়না তৈরির বরাত পাইনি।" গয়নার ছোট ব্যবসায়ীদের সংগঠন বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক টগর পোদ্দার বলেন, "ক্রেতারা গয়নার বরাত দিয়ে কিছু টাকা আগাম দেন। পুরো দেন তৈরির পরে হাতে নেওয়ার সময়। বরাত নেওয়ার পরেই দ্রুত দাম বৃদ্ধি ব্যবসাকে লোকসানে ঠেলেছে। বহু ছোট দোকান উঠে যেতে পারে।" পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের এমডি উদয় চন্দ্রও বলছেন, "ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সুরাহা দিতে দাম কমা জরুরি।"

ব্যবসায়ীরা ফের গয়না কিনতে ক্রেতাকে ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা দেওয়ার দাবি করেছেন। এআইজেজিডিসি-র ডিরেক্টর সমর দে বলেন, "ক্রেতাকে সুরাহা দিতে এবং শিল্পের খাতিরে কেন্দ্রের উচিত অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মতো মাসিক কিস্তি (ইএমআই)তে দাম মেটানোর সুযোগ করে দিতে গয়না কেনার জন্যও ব্যাঙ্ক ঋণ চালু করা।"

বেকারত্বের তথ্য মাসে

মুম্বই, ২১ এপ্রিল: এখন প্রতি ত্রৈমাসিকে বেকারত্বের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে কেন্দ্র। তা-ও শুধু শহরাঞ্চলের। পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রক সূত্রের খবর, ১৫ মে থেকে তা মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হতে চলেছে। সে দিন জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের পরিসংখ্যান প্রকাশ করবে সরকার। তার পর থেকে প্রত্যেক মাসের। মন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেন, "আগামী ১৫ মে প্রথম তিন মাসের তথ্য প্রকাশ হবে। এই প্রথম তা করতে চলেছি আমরা।"

এখন বেকারত্বের সরকারি পরিসংখ্যান নিয়মিত প্রকাশ হয় না। শহর এবং গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে সারা দেশের রিপোর্টে বছরে এক বার প্রকাশ হয়। সে ব্যাপারে সমালোচনাও কম হয় না। বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ অর্থনীতি তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন বেসরকারি উপদেষ্টা সংস্থাও নিয়মিত বেকারত্বের রিপোর্ট প্রকাশ করে। কিন্তু এত দিন সরকারের হাতে তথ্য সংগ্রহের সেই পরিকাঠামো ছিল না। সেই ফাঁক অনেকটাই ভরাট করা গিয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রের।

সংবাদ সংস্থা

ইস্পাতে শুল্ক এ বার ভারতের

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ২১ এপ্রিল: আমেরিকা আমদানিকৃত সমস্ত ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপরে ২৫% শুল্ক বসিয়েছে। তখন থেকেই বাণিজ্য মহলের আশঙ্কা ছিল, চিন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনামের মতো বিভিন্ন দেশ থেকে সরবরাহ করা ওই দুই ধাতু পথ বদল করে ঢুকতে পারে ভারতে। আর সস্তার ধাতু দেশের বাজারে ঢুকে পড়লে দেশীয় সংস্থার সমস্যা। সরকারি সূত্রের বক্তব্য, ঘটনাচক্রে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ইস্পাত পণ্যের আমদানি বেড়েছে। আজ কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতর জানাল, ইস্পাতের চাদর, পাত-সহ পাঁচ শ্রেণির ইস্পাত পণ্যের উপরে ১২% 'সুরক্ষা শুল্ক' বসিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রক। ওই মন্ত্রকের তদন্তকারী শাখা ডিজিটিআর-এর সুপারিশের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ। ২০০ দিনের জন্য এই শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে।

আজ এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, টন প্রতি ৬৭৫ ডলার থেকে ৯৬৪ ডলার দামের ইস্পাত পণ্যের আমদানিতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। দাম তার চেয়ে কম হলেই শুল্ক চাপানো হবে।

আজ আমেরিকা সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করার জন্য ভারত সক্রিয় ভাবে আমেরিকার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছে। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে বলে তাঁর আশা।

অন্য দিকে চিনের অভিযোগ, হুমকির মাধ্যমে বৈঠকে টেনে এনে বিভিন্ন দেশকে চিনের সঙ্গে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ তৈরি করার জন্য চাপ দিচ্ছে ওয়াশিংটন। এ ব্যাপারে বেজিংয়েরও কড়া বার্তা, তাদের স্বার্থের বিনিময়ে কোনও দেশ আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করার চেষ্টা করলে তা তারা মেনে নেবে না। সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যাখ্যা, দুই মহাশক্তিধর অর্থনীতির শুল্ক যুদ্ধের মাঝে পড়ে নাকাল হতে হবে ছোট দেশগুলিকে।

সংবাদ সংস্থা

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রস্তুতি
'QR কোড স্ক্যান' করলেই আবার আগের মতো পড়তে পারবেন 'প্রস্তুতি' বিভাগ।

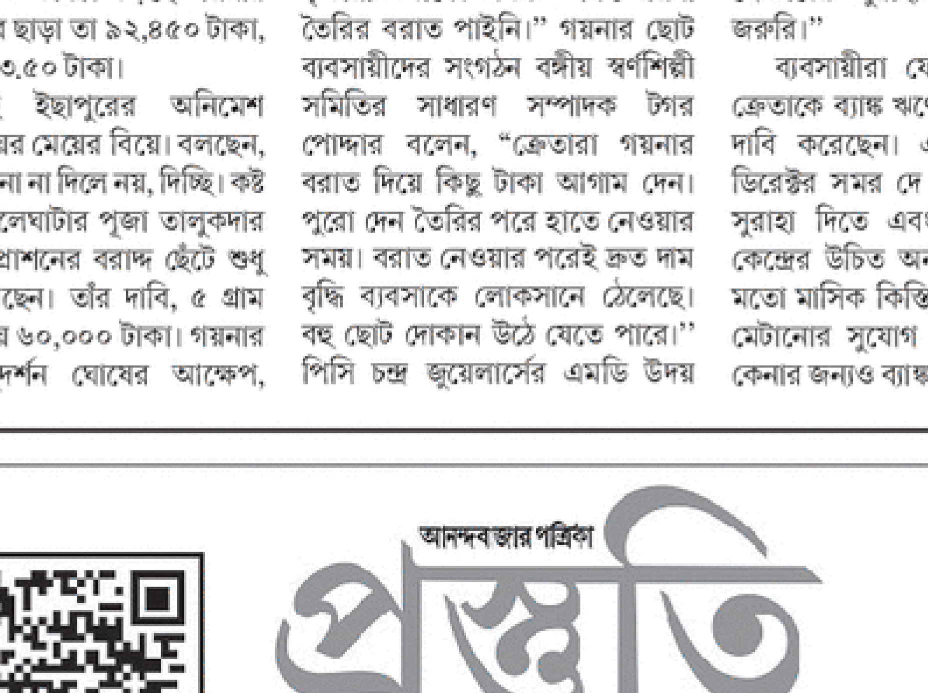

৪৪ বছর ধরে চাকরির হাজার হদিশ নিয়ে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত কর্মক্ষেত্র

আর্মিতে ৪০০ মেডিক্যাল অফিসার • নর্দার্ন কোলফিল্ডসে ২০০ আই টি আই ট্রেনি • চণ্ডীগড়ে ২১২ নার্সিং অফিসার • ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসে ১২৫ • মিনারেল ডেভেলপমেন্টে ১৭৯ তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং • হিন্দুস্তান উর্বরক ও রসায়নে চাকরি • ইউজিসি নেট পরীক্ষা ২১-৩০ জুন টি সি এসে এন্ট্রি লেভেলে চাকরি • লিসিয়াসে চাকরি

স্বনির্ভরতার পাঠ: সুতোর রিল তৈরির ব্যবসা

কোর্স: মাধ্যমিকের পর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স

প্রশিক্ষণ: শূকর পালনের সরকারি প্রশিক্ষণ, রামকৃষ্ণ মিশনে নিখরচায় একগুচ্ছ হাতের কাজের প্রশিক্ষণ

এ ছাড়াও চাকরির পরীক্ষায় কর্মক্ষেত্র কোচিং, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও আরও অনেক কিছু

এ সপ্তাহের কর্মক্ষেত্র আজই সংগ্রহ করুন

কর্মক্ষেত্র বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

German-engineered for unparalleled performance

Avail exciting benefits on Taigun and Virtus

7-speed DSG and 6-speed manual transmission | Acclaimed 1.0 TSI and 1.5 TSI engine options | Segment-first twin front electric seats

Exceptional sound with in-built amplifier and sub-woofer | Superior build quality with 4-year warranty | 6 Airbags as standard

4 EVER CARE**
4 year Standard Warranty
4 year Road Side Assistance
3 Free Services

GLOBAL NCAP

Exchange through **Certified Pre-Owned**

Available across **GeM,** CSD & KPKB

Call 1800 102 0909

volkswagen.co.in

Images are for representation purpose. The dark shade on the glass is due to lighting effect. Features and accessories shown may not be a part of standard equipment and are subject to change without prior notice. The actual car colour may vary. ^^ Total benefits up to ₹ 2 50 000 applicable on Taigun GT Plus DSG Chrome (VIN24), inclusive of all benefits, including dealer benefits. #Price mentioned is a special offer price for Virtus, Comfortline inclusive of all benefits. 1% cess extra for Kerala. ** Labour charges free for services applicable on mileage of 1 000, 7 500 and 15 000 kilometers.

Authorised Dealers: Volkswagen Kolkata Central: 8929223483; **Volkswagen Kolkata South:** 8929223483; **Volkswagen Howrah:** 8929223483; **Volkswagen Kolkata Salt Lake Sec 5:** 8929223483.

ভিতরে: অন্তঃসত্ত্বা নাতনি ও তার ভাইকে খুন, ধৃত দাদু ৯ ডাক্তারদের প্রতিবাদ মিছিল, স্মারকলিপি নিল না স্বাস্থ্যভবন ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা

কলকাতা মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫

২২.০৪.১৯৩৯
অসুস্থতা থেকে সেরে উঠে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের একটি জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু।

গুদাম থেকে আগুন, বেরোতে না পেরে মৃত্যু দুই পুরোহিতের

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে একটি চারতলা বাড়িতে আগুন লাগায় ঝলসে ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম কিষণলাল উপাধ্যায় (৫৮) ও সুনীলকুমার শর্মা (৪৮)। তাঁদের আদি বাড়ি রাজস্থানে। পেশায় পুরোহিত কিষণলাল ও সুনীলকুমার কর্মসূত্রে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই বাড়ির তেতলায় একটি কাপড়ের গুদামে আগুন লাগে। ধীরে ধীরে তা বাড়ির অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। ওই বাড়ির একতলায় সপরিবার থাকেন মদন সিংহ। তিনি বলেন, "বাইরে থেকে 'আগুন আগুন' চিৎকার শুনে আমরা প্রথমে কেয়ারটেকারকে মেন গেট খুলতে বলি। ভয় পেয়ে আমরা সকলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসি।'' মদনের স্ত্রী গায়ত্রী সিংহ বলেন, "সবে রাতের খাবার খেতে বসেছিলাম। আগুনের আতঙ্কে সব ফেলে রেখে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাই।'' একতলায় তখন ঘুমোচ্ছিলেন মন্দিরের মহারাজ মোহন যাদব। মোহনের কথায়, "চার দিকের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখি, কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে চার দিক। চার পাশে পোড়া গন্ধ।''

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তেতলায় কাপড়ের গুদামে তিন জন কর্মী ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁরা তড়িঘড়ি নীচে নেমে আসেন। কিন্তু চারতলায় থাকা দু'জন পুরোহিত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় নীচে নামতে পারেননি। ছাদের দরজাও ছিল বন্ধ। তাই আগুনে ঝলসে ও ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়েই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান পুলিশের। একতলার বাসিন্দা মদন সিংহের ছেলে রোহিত বলেন, "আগুনের তেজ কমার পরে চারতলায় গিয়ে দুই পুরোহিতকে পুরোপুরি ঝলসানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁদের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।''

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ দমকলের দশটি ইঞ্জিন আগুন পুরোপুরি নেভাতে সক্ষম হয়। এ দিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, এলাকার ওই রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। রাতভর দমকল জল দেওয়ায় চারতলা বাড়ির একতলা জলে ভরে গিয়েছে। স্থানীয়েরা জানান, রবিবার রাতে যে সময়ে আগুন লেগেছিল, তখন অনেকেই জেগে ছিলেন। তাই অনেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরোতে পেরেছেন। আগুন শেষ রাতে লাগলে আরও বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারত।

পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের চারতলা ওই বাড়িটি অতীতে বসত বাড়ি ছিল। বছর চারেক আগে কী ভাবে রাতারাতি সেটি বাণিজ্যিক ভবনে পরিণত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা। এ দিন তিনি বলেন, "আমার ওয়ার্ডে এমন একাধিক বসত বাড়ি বাণিজ্যিক বাড়িতে পরিণত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে প্রশ্নও তুলেছিলাম। এই প্রবণতা বাড়তে থাকায় এক দিকে যেমন পুরসভা রাজস্ব হারাচ্ছে, তেমনই নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করায় বিপদ বাড়ছে।'' এ দিন দুপুরে ঘটনাস্থলে আসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, পুরো বিষয়টির তদন্ত চলছে। পুলিশের পাশাপাশি পুরসভা, দমকলও তদন্ত করছে। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, তেতলার কাপড়ের গুদামে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে।

ওই চারতলা বাড়ির উপরের অংশে নির্মাণ করা হয়েছে। যা শুনে মেয়র উপস্থিত ডিজি (বিল্ডিং)-কে তদন্ত করতে বলেন এবং নির্মাণ বেআইনি হলে ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। ওই চারতলা বাড়ির ভিতরে অনেক শাটার বসানো হয়েছে। মেয়র জানান, নিয়ম না মেনে বাড়ির ভিতরের অংশে পরিবর্তন করা হলে শাটার ভেঙে ফেলা হবে। সব কিছুরই তদন্ত হবে।

■ লেলিহান: মধ্যরাতের আগুন গ্রাস করেছে বাড়ির তেতলা ও চারতলাকে। রবিবার, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে। *নিজস্ব চিত্র*

চারতলায় দু'জন আটকে রয়েছেন, প্রথমে খেয়াল করেননি কেউ

রোহিত সিংহ (প্রত্যক্ষদর্শী)

রাত তখন সাড়ে ১২টা। রাতের খাওয়া সেরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলাম। পাড়ার মোড়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম। হঠাৎ শুনি 'আগুন, আগুন' চিৎকার। তখনই মায়ের ফোন পেয়ে বাড়ির দিকে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, তেতলা থেকে গল গল করে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা। আগুন যেন চারপাশ গ্রাস করে নিয়েছিল। কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সবার আগে ১০০ ডায়ালে ফোন করি। আগুনের খবর জানানোর কিছু ক্ষণের মধ্যেই দমকলের দু'টি গাড়ি আসে। পর পর আরও গাড়ি ঢুকতে থাকে। তেতলায় কাপড়ের গুদাম ছিল। সেই গুদামে থাকা তিন জন কর্মী বেরোতে পেরেছিলেন। কিন্তু চারতলার দু'জন পুরোহিত তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ওঁরা রাত ১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন। আগুন তেতলা থেকে চারতলার দিকে ছড়াতে থাকে। ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরে আমি চারতলায় উঠেছিলাম। এক জনের হাত কেটে রক্ত বেরোচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, আগুন থেকে বাঁচতে ওঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কাচের জানলা ভাঙা ছিল। মানে যাঁর হাত কাটা ছিল, তিনি হয়তো জানলা ভেঙে বেরোতে চেষ্টা করেছিলেন।

আগুন লাগার সময়ে কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উপরে কেউ আছেন কিনা। উনি জানিয়েছিলেন, গুদামের তিন জন বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু চারতলায় যে দু'জন আটকে রয়েছেন, প্রথমে খেয়াল করেননি কেউ। জানলে আমি নিজে উপরে ওঠার চেষ্টা করতাম। আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার পরে যখন দমকলকর্মীদের সঙ্গে চারতলায় উঠি, তত ক্ষণে সব শেষ। ঝলসে গিয়েছিলেন ওই দু'জন। পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্স এসে দু'জনকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওখানেই তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। আগুন উপরের দিকে ছড়িয়েছিল, তাই একতলায় আমাদের ঘর কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আগুন ভোরের দিকে লাগলে বিপদ হয়তো আরও বাড়ত। কারণ সাড়ে ১২টা নাগাদ আমরা অনেকেই জেগেছিলাম। আগুনের খবর দ্রুত দমকলকে জানানো সম্ভব হয়েছিল। দমকল সময়ে এসে আগুন নেভানোর কাজও শুরু করেছিল। খুব কষ্ট হচ্ছে যে, দু'জনকে বাঁচানো গেল না। ছাদের দরজায় তালা ঝোলানো ছিল। ছাদে পৌঁছতে পারলেও হয়তো ওঁরা বেঁচে যেতেন।

■ **একসঙ্গে:** সোমবার বারাসত-শিয়ালদহ মাতৃভূমি লোকাল ট্রেনের চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর কামরায় পুরুষ এবং মহিলা যাত্রীরা একত্রে সফর করছেন। এ দিন থেকেই শিয়ালদহ ডিভিশনের মাতৃভূমি লোকালের তিনটি করে কামরায় পুরুষ যাত্রীদের সফরের অনুমতি দিয়েছে রেল। এই ব্যবস্থার প্রথম দিনে গোলমাল এড়াতে রেলের পক্ষ থেকে কামরায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন রেলরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। মঙ্গলবারও একই ব্যবস্থা থাকবে বলে রেল সূত্রের খবর। *ছবি: সুদীপ ঘোষ*

ভিআইপি রোডে বাসে পিষ্ট বাইক-ট্যাক্সি চালক

■ দেবরাজ দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা

মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় সরকারি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বাইক-ট্যাক্সি চালকের। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভিআইপি রোডে। বিধাননগরের পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম দেবরাজ দাস (৩১)। তাঁর বাড়ি উল্টোডাঙা মেন রোডে। বাইকের হাতলে ঝোলানো হেলমেট কোনও ভাবে পেট্রল ট্যাঙ্ক ও হাতলের মাঝে আটকে যাওয়ার ফলেই ওই বিপত্তি ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যার জেরে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই চালক ছিটকে পড়েন।

পুলিশ জানায়, এ দিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ভিআইপি রোডের উল্টোডাঙামুখী রাস্তার উপরে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এক যাত্রীকে গন্তব্যে নামিয়ে উল্টোডাঙামুখী রাস্তা, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি ধরে বাড়িতে ফিরছিলেন দেবরাজ। নিজে হেলমেট পরে ছিলেন। আর যাত্রীর হেলমেটটি বাইকের হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। দমদম পার্ক এবং বাঙুরের মাঝে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। যে কোনও কারণেই হোক, হেলমেটটি বাইকের হাতল এবং পেট্রল ট্যাঙ্কের মধ্যবর্তী অংশে আটকে গিয়েছিল। সেই সময়ে একটি সাইকেল ওই বাইকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দেবরাজ সেটিকে কাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। রাস্তায় ছিটকে পড়ার পরে তিনি আর সরে যাওয়ার সময় পাননি। পিছন থেকে একটি সরকারি বাস এসে তাঁকে পিষে দেয়। পুলিশ দেবরাজকে উদ্ধার করে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাসের চালকের খোঁজ করছে পুলিশ।

আকস্মিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ দেবরাজের পরিবার। তাঁর কাকা ব্রজগোপাল দাস জানান, গত পাঁচ বছর ধরে বাইক-ট্যাক্সি চালাচ্ছিলেন দেবরাজ। এ দিন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। খানিক পরে বেলার দিকে যাত্রী নামিয়ে বাড়িতেই ফেরার কথা ছিল তাঁর। দেবরাজই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। তাঁর একটি আড়াই বছরের সন্তান রয়েছে। এমন ঘটনায় গোটা পরিবার বিপর্যস্ত বলে জানান ব্রজগোপাল।

পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনা আদতে কারও দোষে ঘটেনি। দেবরাজের হেলমেটটি আটকে যাওয়ার ফলেই বিপত্তি ঘটে। অন্য দিকে, পিছন থেকে আসা বাসটির চালকেরও সেই সময়ে আচমকা ব্রেক কষার উপায় ছিল না। তবে স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, ভিআইপি রোডে হামেশাই বেপরোয়া গতিতে যানবাহন ও গণ পরিবহণ চলাচল করে। পুলিশের দাবি, ওই রাস্তায় যানবাহনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুলিশ ও বিধাননগর পুরসভা যৌথ ভাবে নানা পরিকল্পনা করছে।

দূষণ পরীক্ষায় ফেল করবে জেনেও কেন পুরনো গাড়ির স্বাস্থ্যে ছাড়

নীলোৎপল বিশ্বাস

চলার যোগ্য এবং স্বাস্থ্যও ভাল বলে শংসাপত্র (ফিট সার্টিফিকেট) পেয়ে গিয়েছে যে গাড়ি, সেই গাড়িই ফেল করছে দূষণের পরীক্ষায়! এর পরে মোটা টাকা জরিমানার সঙ্গেই মালিকের নামে রুজু হয়ে যাচ্ছে এফআইআর! পরিস্থিতি এমন যে, মামলা-মুক্ত করে সাধের গাড়ি রাখাটাই কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শহরে ব্যক্তিগত পুরনো গাড়ির মালিকদের অনেকেরই এখন এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাঁরা বলছেন, দূষণ বেশি হতে পারে জেনেও তা হলে কেন পুরনো ব্যক্তিগত গাড়িকে 'ফিট সার্টিফিকেট' দেওয়া হচ্ছে? যদি এই ভাবে মামলাই করা হবে, তা হলে পথে নামার ছাড়পত্র দেওয়ার বদলে কেন বাতিল করা হচ্ছে না?

এমনই সমস্যায় পড়া এক ব্যক্তি সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ২২ বছরের পুরনো তাঁর একটি 'ভারত স্টেজ-২' বা 'বিএস-২' (ভারতে গাড়ির ধোঁয়া থেকে বায়ুদূষণ মাপার মাপকাঠি হল ভারত স্টেজ বা বিএস) গাড়ি রয়েছে। পারিবারিক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বলে তিনি গাড়িটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি লক্ষ করেন, গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে গাড়িটির 'রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট' (আরসি) 'ব্লক' করে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'রিমোট সেন্সিং ডিভাইস'-এ গাড়িটি দূষণ-বিধি লঙ্ঘন করেছে। এ জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং এফআইআর করা হয়েছে। অনেকেরই দাবি, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে অনেক পুরনো গাড়ির মালিকেরই। কিন্তু কোনও গাড়ি দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই ফিট শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই ধরনের গাড়ি যে এখনকার বিএস-৬ গাড়ির চেয়ে বেশি দূষণ ছড়ায়, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা হলে প্রথমেই কেন শংসাপত্র বাতিল করা হচ্ছে না? প্রশ্ন উঠছে, দূষণ পরীক্ষা ছাড়াই কি তবে ফিট থাকার শংসাপত্র পেয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলি? পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া এমন গাড়িই কি পথে নেমে বিপদ ঘটাচ্ছে?

পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশের ১৩টি শহরে বিএস-৪ বিধি চালু হয়। ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে দেশে সব ধরনের গাড়ির জন্যই তা চালু হয়েছে। বায়ুদূষণের মাপকাঠিতে দেশের যে ১২২টি শহর (নন অ্যাটেনমেন্ট সিটিজ়) রয়েছে, তার মধ্যে কলকাতা এবং হাওড়া রয়েছে। এই দুই শহরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার (পিএম ১০) ও অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার (পিএম ২.৫) অন্যতম প্রধান উৎসই হল যানবাহনের ধোঁয়া (২২ শতাংশ)। এই পরিস্থিতিতে শুধু পুরনো বাণিজ্যিক গাড়িই নয়, ভারত স্টেজ-৪ দূষণ মাপকাঠি মেনে তৈরি হওয়া যাবতীয় বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়িই ধাপে ধাপে বাতিলের জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কারণ, কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, দেশের মোট যানবাহনের তুলনায় পুরনো গাড়ির হার মাত্র পাঁচ শতাংশ হলেও মোট দূষণের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশের নেপথ্যে রয়েছে পুরনো গাড়ি। কোনও বিএস-১ ভারী ডিজ়েল-চালিত গাড়ি বিএস-৬ গাড়ির থেকে প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি দূষণ ছড়ায়।

সরকার এ জন্য একটি রিমোট সেন্সিং ডিভাইস ব্যবহার করে। এমন একটিই যন্ত্র রয়েছে বলে খবর। এই যন্ত্র ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শহরের নানা রাস্তায় বসিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। ওই যন্ত্রের কাছ দিয়ে যে সমস্ত গাড়ি যায়, সেগুলির ধোঁয়া পরীক্ষা করে পদক্ষেপ করা হয়। সাত দিনের মধ্যে দূষণ পরীক্ষা করিয়ে বিধি মেনে চলার প্রমাণপত্র জমা করতে পারলে বহু ক্ষেত্রে জরিমানা মকুবও হয়। কিন্তু পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বললেন, "এ আসলে বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো। যদি এ ভাবে জরিমানা এবং মামলাই করা হবে, তা হলে আদালতের নির্দেশ উড়িয়ে এমন গাড়ি পথে নামতে দেওয়া হচ্ছে কেন?''

পরিবহণ দফতরের এক কর্তা যদিও বললেন, "অনেকেরই পুরনো গাড়ির সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে থাকে। সেই আবেগের কারণেই মানবিক ভাবে দেখা হয়। তা ছাড়া, সাত দিনের মধ্যে দূষণ পরীক্ষায় পাশ করে ছাড় পাওয়ার রাস্তাও তো খোলা থাকছে।'' পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও একাধিক দফায় জানিয়েছেন, অনেকেই কষ্ট করে গাড়ি কেনেন। বার বার গাড়ি কেনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই মানবিক ভাবেই ব্যক্তিগত গাড়ির এই বিষয়টি দেখা হয়।

ছুটির পরে রোগীকে ছাড়তে বিলম্ব নয়, বৈঠকে নির্দেশ স্বাস্থ্য কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিমা সংস্থার ছাড়পত্র আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় না রোগীকে। কোনও ভাবেই আর এমনটা করা যাবে না বলে বিমা সংস্থার কর্তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিল স্বাস্থ্য কমিশন। জানানো হয়েছে, চিকিৎসক ছুটি লিখে দেওয়ার পরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রোগীকে আটকে রাখা যাবে না। পাশাপাশি, বিমা সংস্থা সংক্রান্ত সমস্যার জট কাটাতে শীঘ্রই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেরও ডাক দিয়েছে কমিশন। যেখানে বিমা সংস্থা, বেসরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি রোগীদের তরফে থাকবে স্বাস্থ্য কমিশন।

বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে রোগীদের। কোনও কোনও সময়ে হাসপাতালও অভিযোগের আঙুল তোলে বিমা সংস্থা বা টিপিএ (থার্ড পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)-এর দিকে। তবে মাস পাঁচ-ছয় আগে একটি বিমা সংস্থা কমিশনের কাছে অভিযোগ করে, বিল অডিট করতে গিয়ে তারা বেশ কিছু ভুয়ো বিল এবং অনিয়ম পেয়েছে। যা জানার পরেই সমস্ত বিমা সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসার জন্য বলে কমিশন। সেই মতো সোমবার আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ১১টি বিমা সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসে স্বাস্থ্য কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সদর্থক আলোচনা হয়েছে। তার সূত্রে শীঘ্রই বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে আলোচনা করব। তার পরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।''

সূত্রের খবর, বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে, চিকিৎসক ছুটি লেখার পরেও বিমা সংস্থার বিল মেটাতে দেরি হওয়ায় রোগীকে আটকে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল দাবি করে, টিপিএ-র তরফে বিলের অনুমোদন মিলছে না। এই প্রসঙ্গে এ দিন বিমা সংস্থা এবং টিপিএ-র আধিকারিকেরা দাবি করেছেন, বিল ও নথি পাওয়ার আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালগুলি নথি ঠিক মতো আপলোড করে না। চেয়ারম্যান বলেন, "উভয় তরফের অভিযোগের মাঝে রোগীদের ভোগান্তি না হয়, সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'' পাশাপাশি, বিমার টাকা পাওয়ার জন্য চিকিৎসার আসল নথির বদলে এ বার থেকে প্রত্যয়িত কপি জমা দিলেও চলবে বলে এ দিন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমা সংস্থাগুলি।

আবার, একই চিকিৎসায় বেসরকারি হাসপাতালের একাংশ দু'-তিন রকম বিল করে বলেও কমিশনের নজরে এনেছে বিমা সংস্থাগুলি। ডে-কেয়ার চিকিৎসা পরিষেবাতেও যাতে বিমার সুবিধা মেলে, সে দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এ দিনের আলোচনার ভিত্তিতে একটি নির্যাস তৈরি করে কমিশনকে দেওয়ার জন্য এবং আগামী দিনেও যোগাযোগ রাখার জন্য বৈঠকে উপস্থিত বিমা সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে ছ'জনকে নিয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈঠকে বিভিন্ন চিকিৎসার খরচের বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা আনার উপরেও জোর দিয়েছে কমিশন।

নির্মাণ-বর্জ্যের তদারকিতে প্রতি বরোয় নতুন পুর দল

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা শহরে নির্মাণ ও ভাঙাচোরার কাজের বর্জ্য যাতে যত্রতত্র না ফেলা হয়, সে জন্য কিছু দিন আগে নতুন নিয়ম জারি করেছে কলকাতা পুরসভা। সেই নিয়ম মেনে শহরের সমস্ত নির্মাণ-বর্জ্য পাথরঘাটার প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে যাচ্ছে কিনা, তা দেখাশোনার জন্য প্রতি বরোয় একটি করে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। ওই দলই পুরো প্রক্রিয়া দেখবে।

যদিও তাতে কাজ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, এর আগে একাধিক বার নির্মাণ-বর্জ্য সংক্রান্ত নিয়মবিধি চালু করেছিল পুরসভা, যা সিংহভাগ ক্ষেত্রেই মানা হয়নি। শুরুর দিকে তবু কিছুটা কড়াকড়ি থাকলেও পরে আবার যে-কে সেই। এ ক্ষেত্রেও এমন পুনরাবৃত্তি হওয়ার তাই আশঙ্কা করছেন অনেকে।

পুরসভা সূত্রের খবর, নির্মাণ-বর্জ্য দেখাশোনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলে রয়েছেন পুর বিল্ডিং, আবর্জনা সাফাই দফতরের প্রতিনিধি, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। নির্মাণ-বর্জ্য ওই প্লান্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যানবাহনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। নির্মাণ বর্জ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, সে সব অন্য বর্জ্যের থেকে আলাদা ভাবে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা, নির্মাতা ও ঠিকাদারদের সাহায্যে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কিনা, সেগুলির তদারকি করা ওই দলের দায়িত্ব। কোনও বরোয় যদি এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, সেটাও রিপোর্ট আকারে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা বরোভিত্তিক ওই বিশেষ দলেরই দায়িত্ব।

ওই পুর নির্দেশিকায় প্রত্যেক বরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নাম ও ফোন নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে নাগরিকেরা প্রয়োজন হলে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। পুর সিভিল দফতরের একাধিক ইঞ্জিনিয়ারকে সমন্বয়কারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পুরসভা জানিয়েছে, বর্জ্য সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু হবে। পাশাপাশি, এই কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, তা ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃত্বে ত্রৈমাসিকভিত্তিক পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

বন্ধুত্বের ফাঁদে প্রতারণা

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রথমে সমাজমাধ্যমে এক মহিলার ছবি দিয়ে বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠানো। সেই সূত্রে কথা চালাচালি। বিষয়টি গড়ায় বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত। অভিযোগ, এমনই কৌশলে নিমতা থানা এলাকার এক বাসিন্দার কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রবিবার শিলিগুড়ি থানা এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নিমতা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শুভদীপ রাহা। সোমবার তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে আট দিনের পুলিশি হেফাজত হয়। তদন্তকারীরা জেনেছেন, অভিযুক্ত প্রথমে মহিলাদের ছবি ব্যবহার করে বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠাত। এর পরে মহিলা কণ্ঠে কথা বলে সম্পর্ক তৈরি করত। শেষে নানা অজুহাতে টাকা আদায় করত। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, কখনও মহিলার মা, কখনও মেয়ের দাদা, কখনও আবার তাঁদের আত্মীয় বলে পরিচয় দিত শুভদীপ। শেষে সে মায়ের শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে টাকা আদায় করে।

স্থায়ী স্বাস্থ্য-অধিকর্তা পদে অবশেষে নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রায় আট মাস পরে রাজ্যের স্থায়ী স্বাস্থ্য-অধিকর্তা পদে নিয়োগ করা হল। আর জি কর-কাণ্ডের আবহে গত বছর কার্যনির্বাহী স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হয়েছিলেন স্বপন সোরেন। সোমবার নির্দেশিকা জারি করে তাঁকেই ওই পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করল স্বাস্থ্য দফতর।

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ চলার সময়ে কলকাতার নগরপাল, স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার অপসারণ দাবি করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। গত ১৬ সেপ্টেম্বর কালীঘাটে তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পরে স্বাস্থ্যসচিব বাদে বাকিদের পদ থেকে অপসারিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরে মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্কের অধিকর্তা স্বপনকে কার্যনির্বাহী স্বাস্থ্য-অধিকর্তা পদে বদলি করা হয়। গত মার্চ মাসে ওই পদে স্থায়ী নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ হয়। তাতে স্বপন-সহ ৮-৯ জন ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই স্বপনকে স্থায়ী স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর। তবে স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা পদে স্থায়ী নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ হলেও তার ফলাফল এখনও ঘোষণা হয়নি।

এক নজরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ঘেরাও

▸▸ ক্যাম্পাসে বহিরাগত তৃণমূল সমর্থকদের আনাগোনা। ছাত্র সংসদের ঘরে তাঁদের মদ্যপান। সেই সঙ্গে বর্তমান ছাত্রদের নিয়ে এসএফআইয়ের পোস্টার ছেঁড়া, এমনকি, পড়ুয়াদের খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ক্যাম্পাসে তাঁরা ঘটাচ্ছেন— এই অভিযোগে সোমবার রাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সচিব অমিত রায়কে ঘেরাও করলেন এসএফআই সমর্থক পড়ুয়ারা। বেশি রাত পর্যন্ত রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ঘেরাও চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই নেতা মাল্যবান গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "অবিলম্বে বহিরাগত তৃণমূলীদের ক্যাম্পাসে ঢোকা বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় হতে হবে। বহু বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। তাই ছাত্র সংসদের ঘর বন্ধ করে রাখতে হবে। অবিলম্বে ছাত্রভোট করতে হবে।'' যাঁর বিরুদ্ধে এসএফআইয়ের মূল অভিযোগ, সেই গৌরব দত্ত মুস্তাফি সব অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন, তিনি এখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি করছেন। গৌরব বলেন, "এসএফআইয়ের অধিকাংশই তো বহিরাগত।'' রাতে বিজ্ঞান সচিব ও ঘেরাওকারীদের সঙ্গে কথা বলেন অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে। তিনি জানান, সব দাবির যৌক্তিকতা বিচার করে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।

চার্জ গঠন কাল

▸▸ ২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভার ভোট-পরবর্তী হিংসায় কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা, বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের খুনের মামলায় সম্প্রতি সুখদেব পোদ্দার এবং অমিত দাস নামে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সোমবার এই মামলার শুনানিতে কলকাতা নগর দায়রা আদালত জানিয়েছে, কাল, বুধবার এই দুই ধৃতের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হবে। এই মামলায় ২০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। আগেই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। নতুন ধৃত সুখদেব এবং অমিতের বিরুদ্ধে তাই চার্জ গঠন করা হবে।

পুরসভায় উত্তেজনা

▸▸ কলকাতা পুরসভার কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র তোলা ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল। বামেদের সংগঠন 'জয়েন্ট ফোরাম অব ট্রেড ইউনিয়নস'-এর আহ্বায়ক রতন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, "আগামী ১৮ মে সোসাইটির নির্বাচন। আমাদের সদস্যেরা এ দিন মনোনয়নপত্র তুলতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। ধাক্কাধাক্কি করা হয়।'' যদিও শাসকদলের সংগঠন 'কলকাতা কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ় অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'-এর চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ওঁরা আজ ১০টি মনোনয়নপত্র তুলেছেন। আসলে ওঁরা প্রার্থীই খুঁজে পাচ্ছেন না।'' বাম সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন অনিয়ম ও বাধাদানের কথা জানিয়ে তারা আদালতে মামলা করেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

▸▸ গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মোটরবাইক চালকের। সোমবার, প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ই এম বাইপাসে। মৃতের নাম অনুপ ভৌমিক (৫৩)। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায়। পেশায় গাড়িচালক অনুপ এ দিন ব্যক্তিগত কাজে বাইক চালিয়ে চিংড়িঘাটা যাচ্ছিলেন। অনুপকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানান।

আজ

বিবিধ

গ্যালারি চিত্রলেখা: ৩-৮টা। সোমনাথ হোরের কাজের প্রদর্শনী। **যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি:** ৫-৩০। বৈশাখী আড্ডা 'নব রবি কিরণে'। আয়োজনে ভৈরবী। সহযোগিতায় কে-আর-কে প্রোডাকশন। **গ্যালারি গোল্ড:** ৫টা। 'এসেন্স আনবাউন্ড'। বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার:** ৬টা। 'অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন' প্রসঙ্গে মণি দ্রাবিড় শাস্ত্রী। **বিআইটিএম:** ১১-৩০। 'আর্থ ডে' উপলক্ষে বক্তৃতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ় ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

এক নজরে

ভাঙড়ে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার, ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর থানার ঘুনিমেঘি সাঁইতলা এলাকায়। মৃতের নাম ভাস্কর মণ্ডল (২২)। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, সাঁইতলা এলাকায় একটি মাছের ভেড়ি আছে ভাস্করের। রবিবার তিনি দুই বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপান করার পরে ভেড়িতে স্নান করতে নেমেছিলেন। তখনই কোনও ভাবে ডুবে যান। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আহত আরোহী

বেপরোয়া মোটরবাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক সাইকেল আরোহী। রবিবার, ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর থানার পদ্মপুকুর এলাকায়। আহতের নাম ইব্রাহিম মল্লিক। বাড়ি নারায়ণপুরে। রবিবার ইব্রাহিম সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে দ্রুত গতিতে থাকা বাইকটি তাঁকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে প্রথমে ভাঙড়ের নলমুড়ি ব্লক হাসপাতালে ও পরে কলকাতার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জালিয়াতি, ধৃত

বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তিন জনকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে একটি ভ্রমণ সংস্থার মালিককে গ্রেফতার করল বৌবাজার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখর সাহা। সোমবার কলকাতার এসিজেএম (২) আদালত তাকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে। আদালত সূত্রের খবর, তাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তিন প্রতারিতের কাছ থেকে শেখর যথাক্রমে এক লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং পাঁচ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের অনুমান, একই কায়দায় আরও অনেককে ঠকিয়েছে অভিযুক্ত।

নয়া আট জাহাজ

জার্মানির একটি সংস্থার জন্য বহুমুখী বহুবিধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আটটি জাহাজ তৈরি করছে গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। প্রায় ১২০ মিটার লম্বা এবং ১৭ মিটার চওড়া ওই সব জাহাজ সর্বাধিক ৭৫০০ টন পর্যন্ত পণ্য বহন করা ছাড়াও বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত কাজে লাগবে। এই জাহাজ চলার জন্য ৫.৮৫ মিটার নাব্যতার প্রয়োজন হবে। কন্টেনার ছাড়াও নানা ধরনের ভারী পণ্য জাহাজের মাধ্যমে বহন করা যাবে। এ জন্য সেখানে প্রশস্ত কার্গো হোল্ড থাকবে। গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক ভাবে ওই কাজ শুরু হয়েছে।

টোটো চুরি, ধৃত

টোটো চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত ১৮ এপ্রিল হাবড়া বাজার থেকে নির্মল বৈদ্য নামে এক ব্যক্তির টোটো চুরি যায়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরে রবিবার হাবড়া থানায় অভিযোগ করেন নির্মল। তদন্তে নেমে রাতেই বনবনিয়া এলাকা থেকে রাজা নাজির ওরফে বুড়ো নামে এক যুবককে ধরে পুলিশ। উদ্ধার হয় টোটোটি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বাড়ি অশোকনগরের বনবনিয়া শ্মশান মোড়ে।

বোমাতঙ্ক এলাকায়

বোমা-সদৃশ একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে সোমবার আতঙ্ক ছড়াল বনগাঁর কমলাপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত হালদার এ দিন তাঁর জমিতে মাটি ফেলছিলেন। তখন চাকার কাছে বোমার মতো একটি বস্তু দেখতে পান। পুলিশ গিয়ে সেটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, বস্তুটি আসলে কী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উদ্ধার বোমা

উদ্ধার হল সাতটি তাজা বোমা। সোমবার বাসন্তীর মহেশপুর গ্রামের একটি বাড়ির পিছনের ফাঁকা জায়গায় ওই বোমাগুলি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়েরা। পুলিশ এসে বোমা উদ্ধার করে।

ধৃত প্রেমিক

শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল এক তরুণীর। মৃতার নাম শোভা সরকার (২২)। রবিবার রাতে, স্বরূপনগরের হরিশপুর গ্রামে। শোভাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে পুলিশ তাঁর প্রেমিক, ওই গ্রামের বাসিন্দা সুমন সরকারকে গ্রেফতার করেছে।

অন্তঃসত্ত্বা নাতনি ও তাঁর ভাইকে খুন, ধৃত মামাদাদু

নিজস্ব সংবাদদাতা

অন্তঃসত্ত্বা নাতনি এবং তাঁর সাত বছরের ভাইকে খুনের অভিযোগে তাদের মামাদাদুকে (মায়ের মামা) গ্রেফতার করেছে নেতাজিনগর থানার পুলিশ। গত ১০ এপ্রিল ঘটনাটি ঘটেছে নেতাজিনগর থানা এলাকার শ্রীকলোনিতে। ধৃতের নাম স্বপন বসাক। তাকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পেশায় গড়িয়া-গড়িয়াহাট রুটের অটোচালক স্বপন বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতেরা হলেন নমিতা বসাক (১৯) এবং তাঁর ভাই শিবা বসাক (৭)। দেড় বছর আগে বিয়ে হয়েছিল নমিতার। ঘটনার সময়ে তিনি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণে এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার পরদিন, অর্থাৎ ১১ এপ্রিল ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেয়ে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, নমিতার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। পাশাপাশি, তাঁর শ্বাসরোধও করা হয়েছিল। যা থেকে তাঁদের ধারণা, নমিতাকে খুন করার পরে তাঁর গায়ে আগুন ধরানো হয়। শিবারও মৃত্যু হয়েছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে। এর পরেই নমিতার স্বামী শচীনকুমার দাস নেতাজিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যার ভিত্তিতে পুলিশ স্বপনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে।

ঠিক কী ঘটেছিল? পুলিশ সূত্রের খবর, নমিতার মা বিবাহ-বিচ্ছিন্না। তাঁর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। বড় মেয়ে নমিতার বিয়ে হয়েছিল দেড় বছর আগে। ছোট মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে নমিতার মা তাঁর মামা স্বপনের সঙ্গে নেতাজিনগর থানা এলাকার বিদ্যাসাগর কলোনিতে ভাড়া থাকতেন। অভিযোগ, দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি স্বপন জানতে পারে, তাঁর ভাগ্নি অর্থাৎ নমিতার মা অন্য এক জনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়। এরই মধ্যে নমিতার মা তাঁর ছোট মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে শ্রীকলোনিতে বড় মেয়ের ভাড়া বাড়িতে চলে আসেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ এপ্রিল সকালে শ্রীকলোনির ওই বাড়িতে হাজির হয় স্বপন। সেখানে তার সঙ্গে নমিতার মায়ের তীব্র বাদানুবাদ হয়। এর পরে নমিতার মা তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যান। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে স্বপনও। পুলিশ জেনেছে, এর পরে অভিযুক্ত কোথাও থেকে পেট্রল জোগাড় করে। রাস্তার উপরেই নমিতার মায়ের গায়ে সেই পেট্রল ঢেলে তাঁকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে স্বপন। কিন্তু, স্থানীয় লোকজনের বাধায় তা সম্ভব হয়নি।

অভিযোগ, এর পরেই স্বপন সোজা নমিতাদের বাড়িতে এসে তাঁকে মারধর করে তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। দিদিকে বাঁচাতে এসে অগ্নিদগ্ধ হয় সাত বছরের ভাই শিবাও। ঘটনার পরে চম্পট দেয় স্বপন। স্থানীয় বাসিন্দারা নমিতাকে বাঘা যতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানান। শিবাকে ভর্তি করা হয়েছিল এম আর বাঙুর হাসপাতালে। সেখানে কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পরে সে-ও মারা যায়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, নমিতা ও তাঁর ভাই তাঁদের মা এবং মামাদাদুর মধ্যে সম্পর্কের কথা জেনে ফেলায় এবং বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করাতেই তাদের খুন হতে হয়েছে।

সাফাই: বামেদের সমাবেশের পরে ব্রিগেডের মাঠ পরিষ্কারের কাজ চলছে। সোমবার। ছবি: সুমন বল্লভ

চার মাসেও শুরু করা গেল না বাস স্টপ 'স্মার্ট' করার পাইলট প্রকল্প

ফিরোজ ইসলাম
মেহবুব কাদের চৌধুরী

শহরের বাস পরিষেবাকে যাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় করতে এবং একই সঙ্গে কার্যকর হিসাবে তুলে ধরতে গত জানুয়ারি মাসে বাস স্টপগুলি আধুনিক করার পাশাপাশি, বাসের আসা-যাওয়ার হদিস মোবাইলের মাধ্যমে যাত্রীদের জানাতে বিশেষ অ্যাপ তৈরি করার পরিকল্পনা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে বৈঠকও হয়েছিল কলকাতা পুরসভায়। শুরুতে এই কাজ পাইলট প্রকল্প হিসাবে করার পরিকল্পনা হয়। তবে, নানা জটিলতায় বৈঠকের চার মাস পরেও পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরুই করা যায়নি বলে অভিযোগ। পরিবহণ দফতর অবশ্য জানিয়েছে, মে মাসে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার ব্যাপারে তারা আশাবাদী।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাছাই করা কিছু বাস স্টপকে সাজিয়ে তোলা হবে। সেখানে যাত্রীদের বসার জন্য আরামপ্রদ পরিসর তৈরি করা ছাড়াও লাগানো হবে এলসিডি মনিটর। সেই মনিটর থেকে যাত্রীরা বিভিন্ন রুটের বাসের সময় জানতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, কলকাতা লাগোয়া উপনগরী নিউ টাউনে এমন ব্যবস্থা আগেই চালু হয়েছে। এর পাশাপাশি, নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা নির্দিষ্ট বাসের রুট, অবস্থান, আসার সময়ের ব্যবধান-সহ বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। বাস স্টপগুলি আধুনিক বা স্মার্ট করে তোলার কাজ কলকাতা পুরসভার তরফে করার কথা। অ্যাপ-সহ বাসের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য জানাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো পরিবহণ দফতরের তত্ত্বাবধানে তৈরি করার কথা তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের।

পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য কলকাতা মিলিয়ে বেশ কিছু বাস স্টপ বেছে নিয়ে পুরো কাজটি করা হবে বলে খবর। বাসের ক্ষেত্রে ই এম বাইপাস ও বিমানবন্দর কেন্দ্রিক ১২টি সরকারি এবং বেশ কিছু বেসরকারি রুট বেছে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে বাস চালায়, এমন একাধিক মালিক সংগঠনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাসের প্রতি মুহূর্তের অবস্থান জানতে সেখানে মোবাইল থাকা জরুরি। বেসরকারি এবং সরকারি বাসগুলিকে কী ভাবে মোবাইল অ্যাপের আওতায় আনা যায়, তা চূড়ান্ত করতে সময় লাগছে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর। বেসরকারি বাসমালিকদের একাধিক সংগঠন নতুন করে স্মার্টফোন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কেনার জন্য বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানিয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে প্রতিটি বাসের জন্য স্মার্টফোনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করতে হচ্ছে সরকারকে।

এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অ্যাপের রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল খরচ মিটিয়ে কী ভাবে সেটি সফল ভাবে চালানো যাবে, ছকতে হচ্ছে তারও পরিকল্পনা। পুরসভার উপরে বাস স্টপগুলি সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও থাকবে। সেখান থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুর প্রশাসন আয় করতে পারে। পুরসভা সূত্রের খবর, এ নিয়ে প্রয়োজনীয় বরাত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে গিয়ে দেরি হচ্ছে।

গোটা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "প্রস্তুতি চলছে। আপাতত পাইলট প্রকল্পের আওতায় ১২টি বাস স্টপ সাজিয়ে তোলা হবে। পরে ধাপে ধাপে অন্য বাসস্টপ এবং বাস স্ট্যান্ডকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।" পরিবহণসচিব সৌমিত্র মোহনের কথায়, "প্রকল্পের কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী মাসে পাইলট প্রকল্পটি শুরু করে দেওয়া যাবে।"

সজোরে: বিকল বাসকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোমবার, ধর্মতলায়। ছবি: বিশ্বনাথ বণিক

আবাসিক বাড়ির বাণিজ্যিক ব্যবহার, ফাঁকি পুর রাজস্বে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আবাসিক বাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে বাণিজ্যিক কাজে। এ দিকে, সেই বাড়ির সম্পত্তিকর নির্ধারিত হচ্ছে আবাসিক খাতেই। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে দক্ষিণ দমদমে। কোথাও রেস্তরাঁ, কোথাও মেস, কোথাও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য বাড়ি ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু, সে সব থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আসার কথা, ততটা পুর কোষাগারে জমা পড়ছে না। কারণ, কর নির্ধারণ হচ্ছে আবাসিক বাড়ি হিসাবেই।

আয় বৃদ্ধি করতে এমন সিদ্ধান্ত কেন কার্যকর করতে পারছে না দক্ষিণ দমদম পুরসভা? সূত্রের খবর, কতগুলি আবাসিক বাড়ি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে, তা ঠিক করতে সমীক্ষা চালানো এবং সে সব ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের সিদ্ধান্তও নিয়েছিল পুরসভা। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে আজও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি।

পুরসভার একাংশের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্তে কোনও কোনও অংশের আপত্তি রয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে পুরসভার বাজেটে সম্পত্তিকর থেকে আয় ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। গত বছর সম্পত্তিকর বাবদ আদায় হয়েছিল ২০ কোটি টাকা। স্থানীয়দের একাংশের কথায়, আবাসিক বাড়ি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে কেউ আয় করতেই পারেন। অথচ, সেই সব বাড়ির কর নির্ধারিত হচ্ছে আবাসিক বাড়ি হিসাবেই। এ দিকে, আর্থিক ক্ষতিতে পুরসভা জেরবার বলে অহরহ শোনা যায়।

প্রশ্ন উঠেছে, সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও কেন পুরসভা তা কার্যকর করতে পারছে না? দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুরসভার আয় যেখানে বাড়বে, সেখানে কোনও পুরপ্রতিনিধি আপত্তি করেছেন বলে জানা নেই। সকলেই একমত এবং সহযোগিতা করতে চান। পুরসভার আয় বাড়ানো প্রয়োজন।

যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরপ্রতিনিধিদের একাংশের দাবি, আপত্তি উঠেছিল। পাশাপাশি, ছোট ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। যদিও চেয়ারম্যান পারিষদ পার্থ বর্মা জানান, আবাসিক জায়গাকে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে সেই মতো কর নির্ধারণের একটি পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু তাতে অনেকের আপত্তি রয়েছে। তাঁদের বুঝিয়ে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা চলছে।

ডাক্তারদের প্রতিবাদ মিছিল, স্মারকলিপি নিল না স্বাস্থ্য ভবন

নিজস্ব সংবাদদাতা

অভিযোগ আগেও ছিল। আর জি কর-কাণ্ডের সময় থেকে তা আরও বেড়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে হুমকি-প্রথার অন্যতম মুখ হিসাবেও উঠে এসেছিল দুই জুনিয়র চিকিৎসকের নাম। স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তে বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা মেলার পরেও সেই অভীক দে ও বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে 'ক্লিনচিট' দেওয়ার চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য প্রশাসন। এমনই অভিযোগ তুলে সোমবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করল 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স' এবং 'অভয়া মঞ্চ'। যদিও শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে তারা স্মারকলিপি জমা দিতে পারেনি।

আর জি করের সেমিনার-কক্ষে উপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিতে অভিযোগের আঙুল ওঠে ওই দু'জনের বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্য দফতরও তাঁদের সাসপেন্ড করে তদন্ত কমিটি গঠন করে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে। এ দিন চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চের তরফে মানস গুমটা বলেন, "অভীক ও বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ। ছ'মাস পার হলেও তদন্ত কমিটির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে ওঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা অজানা। সেটা প্রকাশ্যে আনারও দাবি জানাচ্ছি।" কেন তাঁদের ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও ওঠে এ দিনের প্রতিবাদ মিছিল থেকে।

এ দিন বিকেলে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান-প্রতিবাদ শুরু করেন চিকিৎসক ও অভয়া মঞ্চের সদস্যেরা। অভিযোগ, স্মারকলিপি দিতে যাওয়ায় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। তাতে পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের সঙ্গে চিকিৎসকদের বচসায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। চিকিৎসকেরা দাবি করেন, পুলিশ দুর্ব্যবহার করেছে। অন্য দিকে, পুলিশও চিকিৎসকদের একাংশের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছে। পুলিশ দাবি করে, এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে এবং স্বাস্থ্য দফতর থেকে স্মারকলিপি গ্রহণের কোনও খবর মেলেনি। এর পরেই চিকিৎসক এবং অন্যেরা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি। চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক, চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে ইমেল করা হয়েছে, যার প্রতিলিপি মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দফতরে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "তার পরেও স্বাস্থ্য দফতরের এই ভূমিকা সমর্থনযোগ্য নয়। ওই দু'জনকে ফের ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে।" এ বিষয়ে জানতে ফোন ও মেসেজ করা হলেও অভীক বা বিরূপাক্ষের তরফে কোনও উত্তর মেলেনি।

এ দিন তাঁদের সাধারণ স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিকে ঘিরে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিশাল পুলিশি ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করেছেন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গোস্বামীরা। তাঁদের কথায়, "ভয় পেয়ে স্মারকলিপি নিল না স্বাস্থ্য ভবন।" যদিও স্মারকলিপি না নেওয়ার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি স্বাস্থ্যকর্তারা।

দু'মাস বেতনহীন বালির সাফাই কর্মীরা, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

আচমকাই বন্ধ হয়েছে বেতন। কেন এমনটা করা হল, তার কোনও সদুত্তর অবশ্য নেই। এমনই অভিযোগে এবং দু'মাস বেতন বকেয়া থাকার প্রতিবাদে সোমবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন বালি পুরসভার চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। তাঁদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারির জেরে বালির জঞ্জাল অপসারণ ও নিকাশির সংস্কারের মতো পরিষেবার হাল কী হবে, তার ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হল।

জানা যাচ্ছে, চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী মিলিয়ে বালি পুরসভায় প্রায় ৪০০ সাফাইকর্মী আছেন। দীর্ঘ দিন ধরে কর্মরত ওই কর্মীদের অভিযোগ, মার্চ থেকে আচমকাই বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বালি পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন নিয়ে জটিলতা দীর্ঘদিনের। অন্য দিকে, গত এক বছর ধরে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরসভারই অর্থ দফতরের এক আধিকারিকের বিরোধে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়েছে। অর্থ দফতরের আধিকারিক ওই সমস্ত কর্মীর নথিতে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলেছেন।

বিক্ষোভকারী কর্মীদের প্রশ্ন, নথিতে অসঙ্গতি থাকলে সে বিষয়ে আগে নোটিস না দিয়ে আচমকা বেতন কেন বন্ধ করা হল? এ দিন সেই প্রশ্ন তো বটেই, অবিলম্বে বকেয়া বেতন দেওয়ার দাবিতে পুরসভার মূল গেট আটকে জিটি রোডের উপরে বিক্ষোভ শুরু করেন কর্মীরা। পরে বালি থানার পুলিশ এসে পুরসভার মূল প্রবেশপথ ফাঁকা করলেও জিটি রোডে বিক্ষোভ চলে দীর্ঘক্ষণ। সূত্রের খবর, মাসকয়েক আগে বকেয়া প্রদানের দাবিতে কাজ বন্ধ করেছিলেন ঠিকাদারেরাও।

তবে বেতন বন্ধের বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা কাজ বন্ধ করে রাখলে বালির নিকাশি ও জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়বে বলে ঘনিষ্ঠ মহলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পুরকর্তাদের একাংশ। যদিও এই সমস্ত অচলাবস্থার নেপথ্যে দীর্ঘ বছর ধরে বালিতে নির্বাচিত কোনও পুর বোর্ড বা মনোনীত প্রশাসকমণ্ডলী না থাকাই প্রধান কারণ বলে দাবি করছেন বালি পুর এলাকার স্থানীয় লোকজন।

বেতন বন্ধের প্রতিবাদে বালি পুরসভার সামনে বিক্ষোভ ঠিকা সাফাইকর্মীদের। সোমবার। ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

শ্মশান থেকে প্রৌঢ়ের দেহ তুলে ময়না তদন্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা

'স্বাভাবিক মৃত্যু' লেখা শংসাপত্র নিয়ে বনগাঁর ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশ্মশানে রবিবার বিকেলে এক প্রৌঢ়ের দেহ দাহ করতে এসেছিলেন বাড়ির লোকজন। কিন্তু সৎকারের সময়ে পুরোহিতের নজরে পড়ে, মৃতের গলায় ফাঁসের দাগ। তার পরেই খবর যায় পুলিশে। এর পরে শ্মশান থেকে দেহ তুলে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ধ্রুব কুণ্ডু (৬৫)। তিনি বনগাঁর গাঁড়াপোতার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে ধ্রুবর ছেলে পলাশের দাবি, বাড়িতেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কী ভাবে? এই প্রশ্নে পলাশ দু'বার দু'রকম দাবি করেছেন। প্রথমে তিনি জানান, মশারির দড়িতে গলায় টান লেগে মৃত্যু হয় বাবার। পরে আবার দাবি করেন, "বাবা আত্মহত্যা করেছেন।" অবশ্য একই সঙ্গে পলাশ স্বীকার করেছেন, "হাসপাতালে নিয়ে আসা উচিত ছিল। বন্ধুরাই এক হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসকের কাছ থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে এসেছিল। এই কাজ ঠিক হয়নি।"

পুলিশ ও পুরসভা সূত্রের খবর, বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে প্রবেশ করানোর আগে মৃতদেহ স্নান করানো হয়। সে সময়েই শ্মশানে পুরোহিতের নজরে আসে যে, মৃতদেহের গলায় ফাঁসের দাগ। তিনি শ্মশানে কর্মরত পুরকর্মীদের খবর দেন। খবর পৌঁছয় বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠের কাছে। তার পরে তিনিই পুলিশকে খবর দেন।

গ্রামবাসীদের একাংশ জানান, গ্রামাঞ্চলে কারও মৃত্যু হলে পরিবারের লোকজন পরিচিতদের মাধ্যমে চিকিৎসকদের থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র সংগ্রহ করে নেন। অভিযোগ, অনেক চিকিৎসক মৃতদেহ পরীক্ষা না করেই ওই শংসাপত্র দিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খালে দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

খাল থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধার দেহ। সোমবার, দক্ষিণ বন্দর থানা এলাকার ঘটনা। মৃতার নাম আম্বিয়া বিবি (৭৯)। তাঁর বাড়ি মোমিনপুরে। এ দিন খালে আম্বিয়ার দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। লালবাজার জানিয়েছে, আম্বিয়ার দুই ছেলে। এ দিন সকালে বৃদ্ধা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তার পরেই ওই ঘটনা।

ধৃত আরও এক

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাঙড়ে রাস্তা অবরোধ, পুলিশকে লক্ষ্য ইট ছোড়া-সহ একাধিক অভিযোগে আরও এক জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার রাতে, ক্যানিং থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে। ধৃতের নাম ইউনুস আলি মোল্লা। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সরবেড়িয়ায়। আটক করা হয়েছে একটি পিক আপ ভ্যান।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
(পোর্টস, শিপিং ও ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রক, ভারত সরকার)
পো:অ: গুলজারবাগ, গাইঘাট, পটনা - ৮০০০০৭, ফোন: ০৬১২-২৩১০০২৬
ওয়েবসাইট: http://iwai.nic.in
ই মেল: iwaiptn@rediffmail.com, dirpat@iwai.gov.in

SAGARMALA

টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিস

টেন্ডার নং ১২-আইডব্লুএআই/ইএনজিজি/পি(২০২)/২০২৪-২৫

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইডব্লুএআই), গাইঘাট, গুলজারবাগ কর্তৃক ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বৎসরের জন্য "বাল্ক কার্গো ভেসেল এমভি এএআই-রেজ.-এর পোর্ট ও এসটিবিডি রাডার অ্যাসেম্বলির ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংস্থাপন কাজ"-এর নিমিত্ত প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে অনলাইন ডক/টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

১। ডাউনলোড শুরুর তারিখ ও সময়: ১৭.০৪.২০২৫ বিকাল ৫.৩০টা
২। দখিল শুরুর তারিখ ও সময়: ১৭.০৪.২০২৫ বিকাল ৫.৩০টা
৩। অফ বক্স/কাগজপত্র ডাউনলোডের শেষ তারিখ ও সময়: ০৫.০৫.২০২৫ বেলা ৩.০০টা
৪। অফ খোলার তারিখ ও সময়: ০৬.০৫.২০২৫ বেলা ৩.৩০টা

টেন্ডার কাগজপত্র ডাউনলোড করা যাইবে এইখানে www.iwai.nic.in ও www.eprocure.gov.in অরও ব্যাখ্যা/সংশোধনী/সংযোজনী (যদি থাকে) কেবল সিপিপি পোর্টাল/আইডব্লুএআই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে।

ডিরেক্টর
ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
রিজিওনাল অফিস, পটনা

पत्रांक–05/उप०फो० /CPA-2019/03/2020/खा०आ०–1024, दिनांक 21.04.2025

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

नियुक्ति विज्ञापन के क्रम में शुद्धि–पत्र

Advt. PR. No. 350423, दिनांक 15.04.2025 द्वारा दिनांक 16.04.2025 को प्रकाशित विज्ञापन द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झारखण्ड के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के कार्यरत/सेवानिवृत्त न्यायाधीशवृंद से विहित प्रपत्र में आवेदन विज्ञापन संख्या–01/2025 द्वारा माँगा गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका–(5) एवं (9) में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है–

कंडिका (5) – राज्य आयोग के अध्यक्ष 4 (चार) वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे।

कंडिका (9) – दिनांक 06.05.2025 के अपराह्न 06:00 बजे तक डाक द्वारा अथवा सीधे हाथो–हाथ आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी जिसे विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in Department Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department Recruitment पर देखा जा सकता है।

ह0/– (सुशील कुमार), सरकार के उप सचिव।

PR.NO.350710 Food Public Distribution and Consumer Affairs(25-26):D

আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দ প্লাস
কলকাতা মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫

অরিন্দমের বিরুদ্ধে সরব শিল্পীরা

আর জি কর আন্দোলন নিয়ে অরিন্দম শীলের করা মন্তব্যের বিরোধিতায় তাঁরই সহকর্মীরা

অরিন্দম

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দিয়েছিলেন শহরবাসী। প্রতিবাদ মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভে যেমন আমজনতা শামিল হয়েছিলেন, তেমনই ছিলেন বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির শিল্পীরা। সম্প্রতি এক ইউটিউব চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে অরিন্দম মন্তব্য করেন, প্রতিবাদে শামিল হওয়ার জন্য টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির কিছু শিল্পী নাকি অ্যাপিয়ারেন্স ফি, ফোন ইত্যাদি নিয়েছেন! অরিন্দমের ইঙ্গিত মহিলা শিল্পীদের দিকেই ছিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। ওই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন বা সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কড়া ভাষায় অরিন্দমের নিন্দা করেছেন।

সমাজমাধ্যমে সুদীপ্তা চক্রবর্তী লিখেছেন, "আমিও টালিগঞ্জের শিল্পী, আমিও মহিলা এবং ওই আন্দোলনে আমিও রাস্তায় হেঁটেছি। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক লাগছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে।" সুদীপ্তা দাবি জানিয়েছেন, অরিন্দম যেন সেই সব শিল্পীর নাম প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। আর না আনতে পারলে, যেন অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

আর জি করের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। তিনি বলছেন, "আমি ওঁর মন্তব্যে আর অবাক হই না। ওঁর কি এখন এতটাই খারাপ অবস্থা যে, এ সব বলে প্রচারে থাকতে হচ্ছে? নাকি এই নোংরা অভিযোগ তোলার জন্য উনি টাকা পেয়েছেন?" কটাক্ষ সেন, বিদীপ্তা চক্রবর্তীর মত, প্রচারে থাকার জন্যই অরিন্দম এমন সব মন্তব্য করছেন। সমাজমাধ্যমে স্বস্তিকা ব্যঙ্গোক্তি, "অরিন্দম ইন্!" আনন্দ প্লাসকে অভিনেতা বললেন, "প্রচার পাওয়ার জন্য একটা মানুষ কত কী করতে পারে, তা উনি দেখিয়ে দিলেন। এমন একটা মন্তব্য করলেন যেটির কোনও যৌক্তিকতা নেই।"

আর জি করের আন্দোলনে প্রথম দিকে শামিল হয়েছিলেন অরিন্দম নিজেও। রাজ্য দলের প্রতিবাদ মিছিলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার জন্য সমালোচিত হন পরিচালক। সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গত, এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে মিটু এবং মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। ফলে তিনি এই আন্দোলনের শরিক হওয়ায় বিরোধিতা এসেছিল ইন্ডাস্ট্রির ভিতর থেকেই। এই সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অরিন্দমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁর কথায়, "আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমি সকলের উদ্দেশে একথাটা বলিনি। কয়েক জন ওই কাজ করেছেন এবং সেটা আমি শুনেছি আন্দোলনে শামিল হওয়া কিছু মানুষের কাছ থেকে। বিষয়টি শুনে আমার খারাপ লেগেছে, সেটাই সাক্ষাৎকারে বলেছি।"

দেবলীনা, বিদীপ্তা-সহ অনেকেই দাবি জানিয়েছেন কারা অ্যাপিয়ারেন্স ফি নিয়েছেন, সেই নাম যেন অরিন্দম প্রকাশ করেন। এর জবাবে অরিন্দমের মন্তব্য, "যাঁরা আমাকে বিশ্বাস করে কিছু কথা বলেছেন, তাঁদের নাম আমি এ ভাবে প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে পারি না।" এটি শুনে দেবলীনার মন্তব্য, "যারা একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এমন নোংরা মন্তব্য করতে পারে, তারা সব ওঁর কাছের মানুষ। এতেই বোঝা গেল উনি কাদের সঙ্গে মেশেন এবং উনি নিজে কেমন।" গোড়া থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিদীপ্তা। এখনও তাঁর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের নিয়মিত কথোপকথন হয়। "আমরা পরিশ্রম করে সৎ ভাবে কাজটা করি, তাই গায়ে লাগছে। উনি কী এবং কেমন, তা এত দিনে সকলে জেনে গিয়েছেন। তাই ওঁর কথায় গুরুত্ব দেওয়া মানে ওঁকে বাড়তি প্রচার দেওয়া। তবে উনি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, যার প্রতিবাদ না করে পারলাম না," বিদীপ্তার কণ্ঠে ক্ষোভ স্পষ্ট।

এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মন্তব্য করার আগে অরিন্দমের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল বলেই মত ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশের।

বিদীপ্তা দেবলীনা সুদীপ্তা

বিয়ে করলেন

দীর্ঘ দিনের পার্টনার ডিলান মেয়ারকে বিয়ে করলেন ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট। 'টোয়াইলাইট'-খ্যাত অভিনেত্রীর লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে বসেছিল তাঁদের বিয়ের আসর। স্ক্রিনরাইটার ও অভিনেত্রী ডিলানের সঙ্গে ক্রিস্টেনের আলাপ ২০১৩ সালে, একটি ছবির সেটে। সেই বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণতি পায় ২০১৯ সালে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে ক্রিস্টেন জানান, তিনি আর ডিলান সম্পর্কে রয়েছেন। এর পরে ২০২১ সালে একটি রেডিয়ো শোয়ে এসে ক্রিস্টেন ঘোষণা করেন, দু'জনের বাগদানও সারা হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই সমস্পর্ক পরিণতি পেল বিয়েতে। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দু'জনের কাছের বন্ধু ও পরিজনেরা। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাশলে বেনসন ও তাঁর স্বামী ব্রেন্ডন জ্যাক জেমস।

ডিলান ও ক্রিস্টেন

নৈশভোজে...

অভিষেক ও ঐশ্বর্যর সঙ্গে আরাধ্যা

রবিবার ছিল অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ১৮তম বিবাহবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে অভিষেক ও আরাধ্যার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন ঐশ্বর্য। এই বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করতে মেয়েকে নিয়ে রবিবার নৈশভোজে গিয়েছিলেন এই তারকাদম্পতি। এই দিন মুম্বইয়ের একটি নামী রেস্তরাঁয় ডিনার সারেন তাঁরা। রেস্তরাঁয় ঢোকার সময়ে আলোকচিত্রীদের মুখোমুখি হন তিনজনেই। স্ত্রী ও মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ক্যামেরার সামনে এই দিন পোজ়ও দেন অভিষেক।

বছর দুয়েক ধরে ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরে গুঞ্জন বিয়ে ভাঙছেন এই তারকাদম্পতি। পারিবারিক অশান্তিতে নাকি জলসা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন ঐশ্বর্য। শোনা যাচ্ছিল, আরাধ্যাকে নিয়ে নিজের মায়ের সঙ্গেই থাকছেন তিনি। তবে সম্প্রতি বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে অভিষেক-ঐশ্বর্যকে। আরাধ্যার স্কুলের অনুষ্ঠান হোক বা ইন্ডাস্ট্রির কোনও পার্টিতে একসঙ্গে গিয়েছেন অভিষেক-ঐশ্বর্য। সম্প্রতি আশুতোষ গোয়ারিকরের ছেলের বিয়েতেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। আপাতত আগামী ছবি 'হাউসফুল ফাইভ'-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত অভিষেক। মে মাস থেকে সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় 'কিং'-এর কাজ শুরু করবেন অভিনেতা। এই ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে দ্বৈরথে দেখা যাবে অভিষেককে।

বাড়ি বদল করলেন কেন আমির?

সম্প্রতি বান্দ্রার পালি হিলের দীর্ঘ দিনের বাসস্থান ছেড়ে নতুন অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে চলেছেন আমির। তাঁর পালি হিলের বাড়ির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে আর কিছু দিনের মধ্যেই। তা শেষ হতে বছরখানেক সময় লাগবে। আপাতত পালি হিলের কাছেই ৯ কোটি টাকা দিয়ে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন আমির। সেখানেই থাকবেন এখন অভিনেতা। আগের পালি হিলের বিল্ডিংয়ে প্রায় ১২টি ফ্ল্যাট রয়েছে অভিনেতার। এই বাড়ির পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হলে, তাঁর প্রেমিকা গৌরী স্প্রাটকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির জানিয়েছেন যে, তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্নের প্রজেক্ট 'মহাভারত' নিয়ে এ বছর থেকে কাজ শুরু করবেন তিনি। বড় বাজেটের এই প্রজেক্টের জন্য অন্য প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেও তিনি হাত মেলাতে পারেন বলে খবর। আপাতত অভিনেতাদের সন্ধানে রয়েছেন আমির। এ দিকে সামনেই মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর 'সিতারে জ়মিন পর'। এই ছবিতে গুলশন নামে এক বদমেজাজি বাস্কেটবল কোচের চরিত্রে দেখা যাবে আমিরকে।

আমির

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৫/২৮, তারিখ ২১.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি নিম্নরূপ :- টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৫.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) : (১) ১০২৪১০৩৬, ডিস্ক ভাল্ভ অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ১,৪৯,৪৯০/-. (২) ১৫২৩৫১২২বি, রিমোট ভিউয়িং ও প্রিন্টিং সফ্টওয়্যার সহ ভারতীয় রেলের জন্য হুইল সেট মেজারমেন্ট স্টেশনের প্রাপ্যতা, ₹ ৬,১৯,৫০০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং ৩-এর জন্য): (৩) ১০২৪৫০৩৫, ওয়াটারলেস ইউরিনাল সিস্টেম ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ, ₹ ৭,১৭,৪৪০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং ৪-এর জন্য) : (৪) ১০২৫৫০১২, বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ₹ ১,২৮,৫০০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং ৫-এর জন্য) : (৫) ০১২৫১৪৩৫৫এ, ভিনাইল কোটেড আপহোলস্ট্রি ফেব্রিক ইত্যাদি, ₹ ৩,৮৬,৯২০/-. টেন্ডার মূল্য : প্রতিটির জন্য ₹ ০/. দ্রষ্টব্য : উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-05/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: লিজ-কেজিপি-২৫-০৬ তারিখ : ২১.০৪.২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ০২ (দুই) বছরের জন্য এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজের জন্য https://www.ireps.gov.in/ ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ট্রেনগুলিতে পার্সেল পরিবহনের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ই-নিলামের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ: **ক্রম. নং. :** (১), **ক্যাটাগরি:** পার্সেল, **ক্যাটালগ নং. :** লিজ-কেজিপি-২৫-০৬, **ই-নিলামের তারিখ :** ০২.০৫.২০২৫, **নিলাম শুরুর সময় :** ১১:০০ টায়, **নিলাম বন্ধের সময়:** ১৫:১০ টায়। আগ্রহী পক্ষ এবং কন্ট্রাক্টরদের এটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ট্রেনের বিস্তারিত তথ্য ও ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-65) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়্গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রণদীপ

প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতে

তাঁর সাম্প্রতিক ছবিকে ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত। এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছে তাঁর নামে। এর মধ্যেই অভিনেতা রণদীপ হুডা দেখা করে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। সমাজমাধ্যমে সেই সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করে অভিনেতা লিখেছেন, "ওঁর সঙ্গে দেখা করা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের।" সৌজন্যমূলক সেই সাক্ষাতে তাঁরা হিন্দি সিনেমার উত্থান ও বিশ্ব সিনেমায় এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মে মাসের শুরুতেই মুম্বইয়ে আয়োজিত হতে চলেছে ওয়ার্ল্ড অডিয়ো ভিসুয়াল এন্টারটেনমেন্ট সামিট। তা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন রণদীপ।

'জাট'-এ রণদীপ অভিনীত চরিত্রটি একটি গির্জায় ঢুকে অত্যাচার চালায়। এর পরেই পঞ্জাব-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয় রণদীপ ও ছবির নায়ক সানি দেওলের বিরুদ্ধে। যদিও পরিচালক গোপীচন্দ মালিনেনী এই প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "ছবিটি সেন্সর বোর্ড পাশ করেছিল। তার পরেও আপত্তি ওঠায় নির্দিষ্ট অংশগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" এই বিতর্কের আবহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রণদীপের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

বিশ্নোইদের নজরে

লরেন্স বিশ্নোই ও তার গ্যাংয়ের তরফে এ বার প্রাণনাশের হুমকি পেলেন হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনব শুক্ল। দিনকয়েক আগে 'ব্যাটলগ্রাউন্ড' নামে এক রিয়্যালিটি শোয়ের মঞ্চে প্রতিযোগী অসীম রিয়াজ়ের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন অভিনেতার স্ত্রী রুবিনা দিলায়েক। শোয়ে বিচারকের আসনে ছিলেন রুবিনা। বিচারকের সঙ্গে বিবাদ ও অভব্য আচরণের জন্য শো ছাড়তে হয় অসীমকে। ব্যাপারের সেই ব্যবহারের সমালোচনা করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন অভিনব।

এর পরেই অঙ্কুশ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে হুমকি পান অভিনব। নিজেকে লরেন্স বিশ্নোইয়ের দলের সদস্য বলে দাবি করে অঙ্কুশ। অসীমের বিরুদ্ধে আর কোনও কথা বললে, সলমনের খানের বাড়িতে যেমন গুলি চলেছিল, তেমনই অভিনবের বাড়িতেও চলবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। সঙ্গে লেখে, "ঠিকানা বিশ্নোই দলের জানা। বিশ্নোইদের তরফে এটাই শেষ সতর্কবার্তা।"

অভিনব

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

সিনিয়র ডিইই (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিশন ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিচে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে খোলা টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: ক্রম. নং. : ১; **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৫-২৬-টিএল০৪; কাজের নাম :** তিন বছরের জন্য সাঁতরাগাছি, শালিমার ও পদ্মপুকুর কোচিং ডিপোতে নন-এসি কোচের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এসজি নন-এলএইচবি টাইপ এবং ইওজি এলএইচবি টাইপ)। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৯,৫৭,৮৩,৫১৯.৩৬; **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি :** ₹ ৬,২৮,৯০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১২-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা; যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের শুধুমাত্র অনলাইনে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। (PR-60)

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সরকারি সংস্থা/সংস্থার অধীনস্থ সংস্থায় যথাযথ তালিকাভুক্ত এবং রেলওয়ের নামী, অনুমোদিত এবং যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ইএনজিজি/ডব্লুটিপি-ইটিপি/২৪-২৫/এলএলএইচ। কাজের নাম: সিডব্লুএম/পূর্ব রেলওয়ে/লিলুয়ার অধিকারক্ষেত্রে তিন বছরের জন্য (i) তাৎক্ষণাৎ কাম অপারেটর সহ ১.৪ এমজিডি (২ x ০.৭ এমজিডি) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং (ii) ২.৪ এমএলডি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৩,৬৩,৯৬,৫৬১.০৫ টাকা। বায়নামূল্য : ৩,৩২,০০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ : ৩৬ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৩.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ তৎসহ সংশোধনী (যদি থাকে) https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। (MISC-23/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)

স্পেশাল প্যাথলজিকাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য টাই-আপ

নং. এমইডি/পাথ-ইনভেস-টাই-আপ/বিআরএসএইচ/ইওআই/২০২৫ তারিখঃ ২১.০৪.২০২৫
বি.আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের স্পেশাল প্যাথলজিকাল ইনভেস্টিগেশন, যা বি.আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহে হয় না, তা সিজিএইচএস/ভারত সরকার-এর দরে করার জন্যে, প্রকৃত বিল পেমেন্ট সিস্টেমে এমওইউ (মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং)-এর মাধ্যমে দুই (০২) বছরের টাই-আপ করতে কলকাতার বেসরকারি/সরকারি কেন্দ্র/হাসপাতালদের থেকে আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করা হচ্ছে। ইওআইটি ১৭.০৪.২০২৫ তারিখে পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে শিয়ালদহ ডিভিশনের মেডিকেল বিভাগের অধীনে আপলোড করা হয়েছে। ইচ্ছুক ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাব পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ শর্তাবলী সহ অ্যানেক্সার - এ থেকে ডি অনুসারে উক্ত টাই-আপে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির লিঙ্কটি নীচে দেওয়া হল : **https://er.indianrailways.gov.in/cris//webadmin/section/ section_edit.jsp?path=0,6,442,462,467,2223&id=2223&msg=Section%20Updated%20Successfully**

চিফ স্পেশালিস্ট-I, বি আর সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ে হাই স্কুল, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ

সংশোধনী

বিজ্ঞপ্তি নং. ইআরএইচএস/এসবিজি/কন্ট্রাক্ট/টিচার/২০২৫ তারিখ ০৪.০৪.২০২৫ অনুসারে রেলওয়ে হাইস্কুল, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছেঃ **আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল ২০২৫। ইন্টারভিউ-এর দিনে যে সকল ব্যক্তি তাঁদের সকল শিক্ষাগত শংসাপত্র ও ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ-এর জন্য আবেদনপত্র সহ আসবেন, তাঁরা যে পদের জন্য আবেদন করেছেন সেই পদানুযায়ী তাঁদের যোগ্যতা থাকলে, তাঁদেরও উক্ত ইন্টারভিউ দিতে দেওয়া হবে বলে জানানো হচ্ছে। রেলওয়ের ওয়েবসাইট** www.er.indianrailways.gov.in (division>Malda>recruitment - দেখুন) **এবং স্কুলের ওয়েবসাইট** (www.easternrailwayhighschoolsahibganj.com)-এ **ইন্টারভিউ-এর তারিখ আপলোড করা হবে।** উক্ত বিজ্ঞপ্তির বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান- এর একজন বাসিন্দা তাপস সাহা-কে 17.01.2025 তারিখের ড্র-তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84E 44788 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন, "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি আমায় প্রচুর আনন্দিত করেছে যা আমি আমার পরিবারের সকলের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। আমার পরিবারের সদস্যরা জেনে খুশি হয়েছেন যে আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

*বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস ও হেড অফিস:
২৪এ ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০৬৯

দখলের নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারার সহিত পঠিত পরিশিষ্ট-IV এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির জন্য।

যেহেতু, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সহিত পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) অধীনে নোটিস পাওয়ার তারিখ/নোটিসের তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পার্শ্বে উল্লেখিতমতো অর্থ পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানাইয়া প্রতিটি অ্যাকাউন্ট মূলে বর্ণিত তারিখে ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে অপারগ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র তাহাদের নামের পাশে বর্ণিত তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সহিত পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) উপ-ধারা অধীনে তাহার (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদের দখল লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সম্পত্তি লইয়া কোনওরূপ কাজকারবার না করিতে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হইতেছে এবং সম্পত্তি লইয়া কোনওরূপ কাজকারবার করিলে তাহা উক্ত পরিমাণ অর্থ এবং উহার উপর বর্ণিত সুদ বাবদ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর চার্জ সাপেক্ষ হইবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ গ্যারেন্টরের নাম ও ঠিকানা তৎসহ এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	(১) ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (২) দখলের নোটিসের তারিখ (৩) বকেয়া অর্থের পরিমাণ (টাঃ)
শ্রী শুভেন্দু রায় চৌধুরি, ঠিকানা ১৩৪, বামা চরণ রায় রোড, কলকাতা – ৭০০ ০৩৪ **এ/সি নং ১১৯৩১১০৩৪৭১৭**	(১) ইকুইটেবল মর্টগেজ, নিম্নোক্ত মারফত জমা দেওয়া, স্বত্বের দলিল নং I-০১৪৮৯১০৯ তারিখ ২৬.০৫.২০০৯ রেজিস্টার্ড: ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-II, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত – বহি নং I, সি.ডি. ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা ৩৪১০ হইতে ৩৪৩১, নিম্নোক্ত সম্পর্কে, নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, তৃতীয় তলে, এল-১, পূর্বদিক, আয়তন ন্যূনাধিক ৭৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যাহার মধ্যে রহিয়াছে ২টি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডব্লুসি ও একটি বারান্দা এবং ওপেন কার পার্কিং স্পেস আয়তন ১৩৫ বর্গফুট একতলায় উক্ত জি+৩ তলা বিল্ডিং-এর, যাহা "নবদয়" নামে পরিচিত এবং ইহা ছাড়াও নিম্নোক্তের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, বাস্তু জমি আয়তন ৩ কাঠা ২ ছটাক ৩১ বর্গফুট, পড়িয়া রহিয়াছে ও অবস্থান: মৌজা- মণ্ডলপাড়া, জেএল নং ৬, কালেক্টরেট তৌজি নং টি৫০৮ অধীন, সি.এস. দাগ নং ৪৪৮ এবং এএমপি; ৪৪৯ নিম্নোক্ত সম্পর্কিত সি.এস. খতিয়ান নং ২২৯ এবং এএমপি; ২৩০ স্কিম প্লট নং ৭, ব্লক 'ডি', বর্তমানে সাউথ সাবার্বান ইউনিটের সীমার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ১১১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, অ্যাসেসি নং ৪১১১১০১০১৪৯৮ এবং প্রেমিসেস নং ১৩৪, বামাচরণ রায় রোড এবং উহার ডাকের ঠিকানা: ডি-৭, জয়শ্রী পার্ক, ওয়ার্ড নং ১১১, থানা বেহালা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- এডিএসআর, বেহালা, কলকাতা – ৭০০ ০৩৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কমন এরিয়া সুবিধাদি তৎসহ হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল সাপোর্ট এবং স্টেয়ারকেস এবং প্রবেশাধিকার, প্যাসেজের উপর, উক্ত ফ্ল্যাটের মেন রোড হইতে, সেইসঙ্গে কমন রুফের অধিকার। (২) পার্সোনাল গ্যারেন্টি – শ্রী শুভেন্দু রায় চৌধুরি। জয়েন্ট/সেভারেল গ্যারেন্টি – শ্রী অমিত রঞ্জন ঘটক, পিতা বিশ্ব রঞ্জন ঘটক, প্যান নং AHBPG3278L, ১৭ লালগড় কলোনি, দমদম, কলকাতা – ৭০০ ০৩০ এবং জাকির হুসেন, পিতা কাশিম হুসেন, প্যান নং ADOPH3188H, ৯ বিএল নং ১৫.১৪, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, উত্তর ২৪ পঃ, পিন নং ৭৪৩১২৬।	(১) ২৮.১০.২০২৪, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹১৮,৮৭,২৩৩/- (আঠারো লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত তেত্রিশ টাকা) – **২২ অক্টোবর ২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ।
শ্রীমতী চৈতালি সরকার, ঠিকানা: ৫০, পূর্বপাড়া রোড, বীণা অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থ তল, পোঃঅঃ ঠাকুরপুকুর, হরিদেবপুর, কলকাতা – ৭০০০০৮, ইহা ছাড়াও ঠিকানা: ১০, পঙ্কজিনী চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০৩৩ এবং ইহা ছাড়াও ৩১, নতুন পল্লী, কলকাতা-৭০০ ০০৮। **এ/সি নং ১১৯৩১১০৩৪৭০৬**	(১) বন্ধকের মেমোর‍্যান্ডাম, নিম্নোক্তের মারফত জমা: স্বত্বের দলিল নং ০৩০৫৮, বর্ষ ২০০৯ রেজিস্টার্ড: এডিএসআর, আলিপুর, নথিভুক্ত: বহি নং ১, সি.ডি. ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা ২০৯ হইতে ২৩০, নিম্নোক্ত সম্পর্কে: নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, আয়তন ন্যূনাধিক ৫৫০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, নিম্নোক্ত সম্বলিত: ২টি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি কিচেন, দুইটি টয়লেট, চতুর্থ তল, জি+৩ তলা বিল্ডিং এবং তৎসহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং প্রেমিসেস, দাগ নং ৫০১ এর অংশ, খতিয়ান নং ১৭১ অধীন, স্থান মৌজা কাকুলিয়া, মোল্লাহাট হিসাবে অভিহিত, পরগনা ডিহি ৫৫ গ্রাম, তৌজি নং ১১৯৮/২৮৩৩, ডিভিশন-৬, সাব-ডিভিশন "এম", এডিএসআর অফিস – আলিপুর, থানা টালিগঞ্জ, কেএমসি-এর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ৮৯, নিম্নোক্ত স্বরূপ: প্রেমিসেস নং ১০, পঙ্কজিনী চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০ ০৩৩, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কমন এরিয়া সুবিধাদি তৎসহ হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল সাপোর্ট এবং স্টেয়ারকেস এবং প্রবেশাধিকার, প্যাসেজের উপর, উক্ত ফ্ল্যাটের মেন রোড হইতে, সেইসঙ্গে কমন রুফের অধিকার। (২) পার্সোনাল গ্যারেন্টি – শ্রীমতী চৈতালি সরকার। (৩) জয়েন্ট/সেভারেল গ্যারেন্টি – শ্রী অসীম কুমার রায়, পিতা প্রয়াত অমিত রায়, ৮৫১/এন/১, অতুল দত্তের বাগান, ওয়ার্ড নং ১১৯, বেহালা, কলকাতা – ৭০০ ০৬০।	(১) ২৮.১০.২০২৪, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹২৬,৯৬,৮৯৯/- (ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা) – **২২.১০.২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ
মনোজ কুমার বাগচী (এক্ষণে মৃত), ঠিকানা গ্রাম – দুর্গাপুর, পোঃঅঃ বগুলা, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০৫, (অতঃপর ঋণগ্রহীতা হিসেবে অভিহিত), তাহার বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী বিনতা বাগচী (বিশ্বাস) এবং কন্যা শ্রীমতী মহেশ্বেতা বাগচী **এ/সি নং ১০১০০২৪৬৬৯৫০**	(১) ইকুইটেবল মর্টগেজ, নিম্নোক্ত মারফত জমা, স্বত্বের দলিল নং I-০৪৪৭৭ বর্ষ ২০১১, যথাযথভাবে রেজিস্টার্ড: ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার – কৃষ্ণনগর, এডিএসআর – হাঁসখালি, মৌজা- বগুলা, নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমির আয়তন ০.৫ শতক, মোট জমি ৪ শতক, প্রায় একই বা ন্যূনাধিক, আরও বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে অত্র সংযোজিত শিডিউল এ-তে, নিম্নোক্তের অংশ হইতে উদ্ভূত, জেএল নং ৬৯, আরএস খতিয়ান নং ১১৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৪০২৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬৬২, এলআর খতিয়ান নং ৪০২৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬৬২, নিম্নোক্ত অধীন বগুলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর ২৪ পঃ এবং যথেষ্টভাবে সিজ করা ও দখল লওয়া এবং/বা যথেষ্টভাবে উপযুক্ত, উক্ত সম্পত্তিতে সেইসঙ্গে যাবতীয় প্রবেশাধিকার, কমন প্যাসেজ এবং অন্যান্য অধিকার এবং অত্র সংযোজিত অঙ্কিত মানচিত্রে প্রদর্শিতমতো উক্ত রেজিস্টার্ড কনভেয়েন্স অনুসারে বিবাদ। (২ পার্সোনাল গ্যারেন্টি মনোজ কুমার।)	(১) ১৮.১১.২০২৪, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹১২,৭৯,৯১১/- (বারো লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত এগারো টাকা) – **১০.১১.২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ
শ্রী পার্থ সরকার ঠিকানা: মৌলানা আজাদ রোড (এল.আই.সি পাড়া), পোঃঅঃ নবপল্লী, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা – ৭০০ ১২৬, ইহা ছাড়াও গ্রাম: রামকৃষ্ণপুর (পূর্ব), পোঃঅঃ ও থানা বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪ **এ/সি নং ১১৯৩১৮১১১২৮৭**	১। ইকুইটেবল মর্টগেজ, দলিল নং ০১৬৮৭ তারিখ ১০.০২.২০১১ দ্বারা, রেজিস্টার্ড- ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-II, উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বহি নং ১, সিডি ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা ১৫৩৯ হইতে ১৫৫৩, নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একতলা আবাসিক বিল্ডিং, ৪০৫ বর্গফুট, নিম্নোক্ত সম্বলিত দুইটি বেডরুম, একটি কিচেন ও একটি বাথরুম তৎসহ তাহার নিচে বাস্তু জমি আয়তন ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩২ বর্গফুট, পড়িয়া রহিয়াছে ও অবস্থান: পরগনা আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, মৌজা পশ্চিম ইছাপুর গ্রাম, জে.এল. নং ২৯, রে. সা. নং ২০২, খতিয়ান আর.এস. নং ১৪৩ ও আর.এস. দাগ নং ১৫৪০-তে; বর্তমানে সেটেলমেন্ট অফিস কর্তৃক এল.আর. দাগ নং ১৬১২-তে রূপান্তরিত, থানা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং এএমপি; অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস বারাসাত, এক্ষণে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস কদম্বগাছি, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে: অন্যান্যের প্লট, দক্ষিণে: শ্রী পি. সরকার ও অন্যান্যের জমি, পূর্বে: শ্রী এস. দাস ও অন্যান্যের জমি এবং এএমপি, পশ্চিমে: ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি ড্রেন। (২) পার্সোনাল গ্যারেন্টি: শ্রী পার্থ সরকার। (৩) জয়েন্ট/সেভারেল গ্যারেন্টি: (৪) (১) বনমালীপুর সন্তোষ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল হাই স্কুল ইসিসিএস লিঃ, বনমালীপুর, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৪। (২) শ্রী খোকন বিশ্বাস, গ্রাম - বিজয়পুর, পোঃঅঃ - নীলগঞ্জ বাজার, থানা - আমডাঙা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১২১। (৩) শ্রী সুরজিৎ বসু, ই-৭/২০, ইন্দ্রলোক এস্টেট-বি, কলকাতা – ৭০০ ০০২, ইহা ছাড়াও নোয়াপাড়া (মাঝগোলা, পোঃঅঃ নোয়াপাড়া (বারাসাত), জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন-৭০০১২৫।	(১) ২৮.১০.২০২৪, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹৯,১৫,৪৩৭/- (নয় লক্ষ পনেরো হাজার চারশত সাঁইত্রিশ টাকা) – **২২.১০.২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ।
মেঃ রিলায়েবল ডেকরেটর্স রেজিস্টার্ড ঠিকানা: ২৯-৪-১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড (মণি সান্যাল সরণি), কলকাতা-৭০০ ০২৭, (অতঃপর ঋণগ্রহীতা হিসেবে অভিহিত), সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, ব্রততী পাল, সোমদত্তা রায় চৌধুরি, ঐন্দ্রিলা রায় চৌধুরি এবং শ্রীমতী দেবযানী মিত্র (রায় চৌধুরি), **এ/সি নং ১১৯৩১১০৭৫৫৩৯**	(১) ইকুইটেবল মর্টগেজ, নিম্নোক্ত মারফত জমা, স্বত্বের দলিল নং ১৬০২০২৯১৯/২০০০ তারিখ ১০.০৩.২০০০ রেজিস্টার্ড: ডিএসআর-II আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পঃ, নিম্নোক্ত সম্পর্কে: ১(এক) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক জমি তৎসহ দুইতলা বিল্ডিং-এর স্ট্রাকচার, স্থান জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), থানা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১১৮, প্রেমিসেস নং ৩৪, বাশতলা লেন, কলকাতা – ৭০০০৩৮ (ডাকের ঠিকানা: ১৮এ, এন.এন. রায় রোড), তৌজি নং ১৫৯, ২০৬ ও ২১০, জে.এল. নং ৯, মৌজা- পুজ সাহাপুর গ্রাম এবং পূর্বতন সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা অনুসারে খতিয়ান নং ৫৩৫, দাগ নং ২৬১ ও ২৬২/১১৬৯, চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া বাশতলা লেন, দক্ষিণে: শীতলামাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বে: গৌতম পাত্র এবং পশ্চিমে: শ্রী কাশীনাথ সরকার। (২) ক্যাশ সার্টিফিকেটের লিয়েন: `৫০,০০০/-; (৩) পার্সোনাল গ্যারেন্টি সুকান্ত রায় চৌধুরি, পিতা প্রয়াত অসীম কুমার রায় চৌধুরি, স্বত্বাধিকারী মেঃ রিলায়েবল ডেকরেটর্স, ঠিকানা: ১৮এ, এস.এন. রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪ এবং রানু রায় চৌধুরি, প্রয়াত অসীম কুমার রায় চৌধুরি-এর বিধবা স্ত্রী, স্বত্বাধিকারী মেঃ রিলায়েবল ডেকরেটর্স, ঠিকানা: ১৮এ, এস.এন. রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪।	(১) ১৮.১১.২০২৪, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹১২,৭৯,৯১১/- (বারো লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত এগারো টাকা) – **১১.১১.২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ।
মেঃ অপ্টিমা প্রিন্টিং হাব রেজিস্টার্ড অফিস: ৫৩জি/১, চাউল পট্টি রোড, কলকাতা-৭০০০১০ [এমটি লোন এ/সি নং ১০১০০৯০৮৪২৫৯ এবং ক্যাশ ক্রেডিট **এ/সি নং ১০১০১০২৩০২৮৭]**	(১) নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি ফ্ল্যাট, নিম্নোক্ত স্বরূপ: ফ্ল্যাট নং ৫সি, পঞ্চম তলে, উত্তর পূর্ব দিকে, আয়তন সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৭৫ বর্গফুট ন্যূনাধিক, নিম্নোক্ত সম্বলিত: দুইটি বেডরুম, একটি ওপেন কিচেন, একটি ডাইনিং, দুইটি টয়লেট ও একটি ব্যালকনি, জি+IV তলা বিল্ডিং-এর, জমির আয়তন ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ১৪ বর্গফুট ন্যূনাধিক, স্থান মৌজা- সুলতানপুর, থানা- দমদম, দাগ নং ২৭৫, খতিয়ান নং ২৮৬, নূতন খতিয়ান নং ৩৬১২ (সংশোধিত), জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, হোল্ডিং নং ১২০, নব মহজাতি রোড, কলকাতা-৭০০০২৮, ওয়ার্ড নং ৭, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমার অন্তর্গত তৎসহ আনুপাতিক অংশ ও স্বার্থ, প্রথম শিডিউলে বর্ণিত জমিতে তৎসহ কমন পার্ট ও পোর্শন সেইসঙ্গে যাবতীয় প্রবেশাধিকার, (২) পার্সোনাল গ্যারেন্টি: মেঃ অপ্টিমা প্রিন্টিং হাব-এর স্বত্বাধিকারী।	(১) ০৬.০১.২০২৫, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹৬২,৬০,৩৯২/- (বাষট্টি লক্ষ ষাট হাজার তিনশত বিরানব্বই টাকা) – **২৪.১২.২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ।
মেঃ আর্জেন ট্রেডার্স রেজিস্টার্ড অফিস: ১২১-বি, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, বর্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, থানা- ফুলবাগান, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ **এ/সি নং ১১৯৩০৬০৯৭৯৩৪**	(১) নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি ফ্ল্যাট, আয়তন প্রায় ৬৬৮ বর্গফুট আচ্ছাদিত এরিয়া সম্বলিত, ৩ (তিন)টি বেডরুম, একটি অ্যাটাচড বাথ, প্রিভি ও কিচেন, একতলায়, স্থান প্রেমিসেস নং ১২১-বি, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, বর্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, থানা- ফুলবাগান, কলকাতা-৭০০ ০৫৪, নিম্নোক্ত অধীন: কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৩০, চৌহদ্দি নিম্নরূপ: পূর্বে: ১২১-এ, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, পশ্চিমে: ১২৬, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, উত্তরে: ১২০-সি, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড এবং দক্ষিণে: ১২২-বি, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড। (২) পার্সোনাল গ্যারেন্টি: মেঃ আর্জেন ট্রেডার্স-এর স্বত্বাধিকারী।	(১) ০৬.০১.২০২৫, (২) ০৩.০৪.২০২৫ (৩) ₹৩৪,২৭,৫৪১/- (চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা) – **৩০.১২.২০২৪** তারিখমতো, উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এবং উহার উপর সুদ।

তারিখ: ২২.০৪.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ/- অনুমোদিত অফিসার
দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

রাহুলের পরীক্ষা
পুরনো দল এলএসজি-র বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নামছেন দিল্লির তারকা। ১২

আনন্দবাজার পত্রিকা
খেলা
কলকাতা মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫

এক নজরে

চিরাগ-সাত্বিক সরে গেলেন অসুস্থতায়

সুদিরমান কাপ শুরু হওয়ার আগেই ধাক্কা ভারতীয় ব্যাডমিন্টন শিবিরে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাদ পড়ল সাত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টির ডাবলস জুটি। প্রতিযোগিতা চলবে ২৭ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত। তাঁদের জায়গায় দলে এসেছেন হরিহরণ আমসাকরুণান ও রুবান রেথিনাসাভাপতি। মহিলা ও পুরুষ সিঙ্গলসে ভারতের ভরসা যথাক্রমে পি ভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেন।

রাজ্য টেবল টেনিস

ডলি সেন স্মৃতি টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ অনূর্ধ্ব-১১ বালক ও বালিকা বিভাগে জয়ী যথাক্রমে আবির ঘোষ ও আরিত্রী পাল। অনূর্ধ্ব-১৩ বালক ও বালিকা বিভাগে জিতেছে যথাক্রমে রায়ান দাস ও পরিধি রায়। অনূর্ধ্ব-১৫ পুরুষদের বিভাগে রুদ্রাক্ষ দাস এবং মহিলাদের বিভাগে জয়ী মৌপিয়া দাস।

ধাক্কা রাজস্থানের

চোটের জন্য বৃহস্পতিবার আরসিবি-র বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। সোমবার জানানো হয় রাজস্থান রয়্যালসের তরফে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এলএসজি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ম্যাচেও খেলতে পারেননি তিনি।

সেরা সচিন

ফেডারেশন কাপ ২০২৫-এ জ্যাভলিন থ্রো বিভাগে সেরা হলেন উত্তর প্রদেশের সচিন যাদব। তিনি ৮৩.৮৬ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জেতেন। এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী কিশোর জেনা পান চতুর্থ স্থান।

বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ, প্লে-অফ আকাশে মেঘ

সুমিত ঘোষ

যদি কেউ ২২ মার্চ ইডেনে গিয়ে থাকেন আর ২১ এপ্রিলেও উপস্থিত ছিলেন, তার কী মনে হবে?

একটা যদি নতুন স্বপ্ন দেখার আশার রাত হয়, অন্যটা সেই স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়ে যাওয়া কালরাত্রি। একটা বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণ, অন্যটা সমাপ্তি ঘনিয়ে আসার আতঙ্ক জাগানো রাত। উদ্বোধনী ম্যাচেও হয়তো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হার দিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সে দিন অন্তত লড়াই করেছিল কেকেআর। শাহরুখ খান নিজে ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন। শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানিদের বিনোদন ছিল। বিরাট কোহলির ব্যাট ছিল। তুলনায় ২১ এপ্রিল অনেক নিষ্প্রভ। শাহরুখ আসেননি। গ্যালারির অনেক জায়গা ফাঁকা। তার উপর মাত্র এক মাসের মধ্যে আইপিএলের প্লে-অফ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া।

গুজরাত টাইটানসের শুধু হারালই না, চাবুক মেরে হারাল। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩৯ রানে হার মানে টেস্ট ক্রিকেটে ইনিংসে হারের মতো বড় ব্যবধান। তাতে পয়েন্ট টেবলে শুধু সাত নম্বরে নেমে যেতে হল না, নেট রানরেটও খারাপ হয়ে থাকল। মোটামুটি হিসাব হচ্ছে, প্লে-অফে যেতে গেলে ১৪ ম্যাচে অন্তত ৮টা জিততে হবে। তার মানে নাইটদের এখন বাকি ছয় ম্যাচে পাঁচটা জয় চাই। ক্রিকেটে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। অতীতে অনেক দল প্রথম পর্বে পর-পর হেরে দ্বিতীয় পর্বে টানা ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন পর্যন্ত হয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স করে দেখিয়েছে। কেকেআর-ও জিতেছে। কিন্তু সোমবারের ইডেনে দাঁড়িয়ে এমন আশাবাদীর খোঁজ সত্যিই পাওয়া গেল না, যিনি এখনও স্বপ্ন দেখতে রাজি।

উল্টে সকলের মুখে একটাই প্রশ্ন। এটা কী খেলার ছিরি? এ কেমন দল? জেতার ইচ্ছেই নেই, জিতবে কী করে? কে দেখাবে প্লে-অফের হাইওয়ে? বরং আতঙ্ক বাড়ছে যে, সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে নেওয়ার সময় হল কি না। টেস্ট ক্রিকেটের কথা যে তুললাম, সেটাও বিচিত্র কিছু নয়। কেকেআর ব্যাটসম্যানেরা তো টি-টোয়েন্টির জার্সি গায়ে টেস্ট ব্যাটিংই করে গেলেন। না হলে ১৯৯ তাড়া করতে নেমে এমন ঠুকঠুক শুরু করেছিলেন যে, মনে হচ্ছিল মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য বোধ হয় বোনাস পয়েন্ট চালু হয়েছে আইপিএলে। পাওয়ার-প্লে অর্থাৎ প্রথম ছয় ওভারে কেকেআর ঘষটে ঘষটে তুলল ৪৫-২। তার পরে যে তেড়েফুঁড়ে ঝাঁপাবে, সেই সদিচ্ছাও বিন্দুমাত্র দেখা গেল না। ৯ ওভার শেষে যখন স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট হচ্ছে, কেকেআর ৬১-২। দাঁড়ান, আরও আছে। ৩৪ বল পরে একটা বাউন্ডারি হল। ক্লাব হাউজের আপার টিয়ারে গিয়ে দেখলাম, জনতা রীতিমতো ক্ষুব্ধ বেঙ্কটেশ আয়ারকে নিয়ে। এঁকে কে ২৩.৭৫ কোটি দিয়ে কিনল বলুন তো? অনেকেই তিতিবিরক্ত হয়ে জানতে চাইছেন। মৃদু ধিক্কার ধ্বনিও বোধ হয় উঠল। ১৯৯ কী, তখন শুধু ৯৯ উঠতে কত ওভার লেগে যায়, সেই চিন্তা গ্রাস করেছে। বেঙ্কটেশ একটু পরে আউট হলেন। বাঁচা গেল। অবদান? ১৯ বলে ১৫। ইডেনের গ্যালারিকে কারও প্রস্থান নিয়ে কখনও এত উল্লাস করতে দেখিনি। মনে হল, প্রতিপক্ষের উইকেট পড়েছে। অজিঙ্ক রাহানে একা সামলাচ্ছিলেন। ৫০ করলেন ৩৬ বলে। কিন্তু তার পরে এমন আউট হলেন, পাড়া ক্রিকেটেও কেউ হবে না। স্পিনার বল ছাড়ার আগে স্টেপ আউট করব না, এটা কোচিং ক্যাম্পে কোচেরা প্রথম শেখান। এ-বি-সি-ডি পড়ানোর মতো। রাহানে ক্রিকেট জীবনের শেষ বেলায় এসে সেই ভুল কী করে করলেন?

■ **ব্যর্থ:** দলকে জয়ে ফেরাতে পারলেন না রাহানে। ছবি: *সুদীপ্ত ভৌমিক*

ইডেন, পুরো ভর্তি না হয়েও এর পর হঠাৎ চনমনে হয়ে উঠল। কী ব্যাপার? না, আন্দ্রে রাসেল নামছেন। বোঝা গেল, তিনি রাসেল এখনও ইডেন গ্যালারির সব চেয়ে প্রিয়। কিন্তু রাসেলের সামনেও যে প্রায় অসম্ভব সমীকরণ। ৪৫ বলে চাই ১০৮ রান। পুরনো 'দ্রে রাস' হলে আশা দেখাই যেত। কিন্তু ইনি তো ফুরিয়ে আসা রাসেল। বুড়িয়ে আসা রাসেল। পারবেন পুরনো জাদু দেখাতে? শুরুতেই একটা চার আর ছয় মেরে দেওয়ার পরে ইডেনে এমন গর্জন উঠল যে, মনে হল ম্যাচ পকেটে এসে গিয়েছে। কিন্তু হায়, রাসেল নিয়ে বাস্তবের জমিতে আছড়ে পড়ার রাতটাও আজই আসার ছিল। রশিদ খান এ বারের আইপিএলে সুপারফ্লপ ছিলেন এত দিন। সোমবারের আগে পেয়েছিলেন মাত্র চার উইকেট। গড় ছিল ৬৩.২৫। সেই রশিদই ফেরালেন রাসেলকে। আগেও বহুবার রাসেল-শিকারের রেকর্ড রয়েছে যাঁর ঝুলিতে।

উল্টো দিকে ছিলেন রিঙ্কু সিংহ। মনে পড়ে গেল, এই গুজরাতের বিরুদ্ধেই তো শেষ ওভারে শেষ পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা মেরে জেতানোর সেই অমর মহাকাব্য রচনা করেছিলেন রিঙ্কু। আজ কি সে রকম কিছুর পুনরাবৃত্তি হতে পারে না? কিন্তু সেই রিঙ্কুও বোধ হয় অন্য কোথাও ঘুরতে চলে গিয়েছেন। কেকেআরের হয়ে আর তাঁকে দেখা যায় না। ইডেনে যে রিঙ্কু নামলেন, কোনও রকমে করলেন ১৪ বলে ১৭। রাসেল ১৫ বলে ২১। বাকিদের কথা আর কী বলব? ক্রমশ মিটার চড়ছে। শেষ পাঁচ ওভারে চাই ৮৫। রাসেল-রিঙ্কুই যদি না পারেন, কে পারবেন? আবার মনে পড়ে গেল, শ্রেয়স আয়ার, ফিল সল্টকে ছেড়ে দিলে, মিচেল স্টার্কের চেয়ে স্পেনসার জনসনকে বড় বোলার মনে হলে এমন সব কালরাত তো দেখতেই হবে!

রাহানেই বা কী সিদ্ধান্ত নিলেন? টসে জিতে ফিল্ডিং কেন? ইডেনের পিচ নিয়ে যত কথাই উঠুক, না হয় মানাই গেল প্রধান পিচ প্রস্তুতকারক বিরূপ, তাঁদের কথা শোনেন না। কিন্তু তিনি অজিঙ্ক রাহানেই বা কী করছেন? ওয়াংখেড়ে, যেখানে ছোটবেলা থেকে এত ক্রিকেট খেলেছেন, সেখানে গিয়ে বললেন পিচ বুঝতে পারছি না। টস হেরে নাকি ভালই হয়েছে। সবাই দেখতে পাচ্ছে বোলাররা তাদের অস্ত্র। জেতালে বরুণ, নারাইন জেতাবেন। ব্যাটিং চাপ নিতে পারছে না। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১১২ তাড়া করতে নেমেও মুখ থুবড়ে পড়েছে। তা হলে আগে ব্যাট করে নেব না কেন? ম্যাচের পরে প্রেস বক্স থেকে নীচে নেমে খোঁজ নিয়ে জানলাম, শিশিরও ছিল না। গত চার দিন ধরেই নাকি কোনও শিশির পড়েনি। রাহানে বা নাইট রাইডার্স টিম ম্যানেজমেন্ট এই ন্যূনতম খোঁজটুকুও রাখেনি। তিনি চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতই বা কী পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন, কে জানে! অধিনায়ককে জোর দিয়ে বলতে পারলেন না, ফিল্ডিং করবে কেন? যাও, বুক চিতিয়ে ব্যাট করো। ১৮০ তোলো, তা হলেই বোলাররা জিতিয়ে দেবে।

গুজরাত টাইটানসের দুই ওপেনার শুভমন গিল ও সাই সুদর্শন গড়বড়ে পিচ দেখে ধীরেসুস্থে শুরু করেছিলেন। প্রথম ছয় ওভারে তোলেন ৪৫। কিন্তু তফাতটা হচ্ছে, কেকেআরের মতো উইকেট হারায়নি তারা। একটু পর থেকেই যার ফলে গিল-সুদর্শন হাত খুলতে শুরু করলেন। ডিজে তখন বাজাচ্ছেন 'কাঁটা লাগা'। শুনে মনে হবে, ঠিক সময়ে ঠিক গান। এই গিলকে ছেড়ে দিয়েছিল কেকেআর। কাঁটা ফিরে এসে গলায় বিঁধলেন। ৫৫ বলে ৯০। কেকেআর ছাড়ে যে, কেকেআর-কে হারায় সে। জনপ্রিয় ক্রিকেট প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও কিছুটা নুন ছিটিয়ে দিয়ে গেলেন গিল। গুজরাতের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান এ বারে দুর্ধর্ষ ছন্দে রয়েছেন। শুভমন গিল, সাই সুদর্শন, জস বাটলার। তিন জনে মিলে হাজারের কাছাকাছি রান করে ফেলেছেন চলতি আইপিএলে। মিলিত গড় প্রায় ৫০। একমাত্র টেক্কা দিচ্ছে লখনউ সুপার জায়ান্টসের প্রথম তিন। মিচেল মার্শ, এডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরান। সোমবারও গিল করলেন ৫৫ বলে ৯০। সুদর্শন ৩৬ বলে ৫২। বাটলার ২৩ বলে ৪১। শুরুতেই বাটলারের সহজ ক্যাচ ফেললেন বৈভব অরোরা। ময়দানের ভাষায় যাকে বলে গজা ক্যাচ। তখন বাটলারকে ফিরিয়ে দিতে পারলে অন্তত কিছু রান কম হতে পারত।

■ **দুরন্ত:** ৫৫ বলে ৯০ রান। ম্যাচের সেরা শুভমন। *নিজস্ব চিত্র*

আবার মনে হচ্ছে, কতই বা কম হত? কেকেআর যা ব্যাটিং করল, দেড়শো তুললেও তো জিতে যেত গুজরাত। এটা যে শাহরুখ খানের দল, সেটাই বিশ্বাস হচ্ছিল না। যে লোকটার জীবন এত রক্ত জল করা পরিশ্রম আর লড়াইয়ের মন্ত্রে গাঁথা, তাঁর দল এতটা মেরুদণ্ডহীন! যিনি পর্দার কবির খান হয়ে শত শত খেলোয়াড়ের সামনে উদাহরণ, তাঁর দলকে এমন রক্তশূন্য দেখাবে? যিনি হারতে এত অপছন্দ করেন, তাঁর দল এত সহজে পরাজয়কে গ্রহণ করে নিতে পারে? যাঁর মুখে 'হারকে জিতনেওয়ালোকো বাজিগর কহতে হ্যায়' শুনে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও উঠে দাঁড়িয়ে ছোটার শক্তি পাওয়া যায়, তাঁর দল সামান্য ঘুষিতে এমন ভাবে নক-আউট হয়ে যাবে?

পরের ম্যাচ ২৬ এপ্রিল পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। মানে আর এক পুরনো নাইট টস করতে আসবেন প্রতিপক্ষ হিসেবে। তিনি শ্রেয়স আয়ার— গত বারের ট্রফিজয়ী অধিনায়ক। ওই দিন হারলে বিদায়ের ঘণ্টা পুরোপুরিই বেজে গেল। তা-ও আবার কী, ফাইনাল এ বার ইডেনে। দ্রুত দারুণ ভাবে ঘুরে না দাঁড়াতে পারলে ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল থাকবে। কিন্তু কেকেআর থাকবে না।

বোধনের মাত্র এক মাসের মধ্যে এমন বিসর্জনের বাজনা বাজতে শুরু করবে, কে ভেবেছিল! কে জানত কেকেআর হয়ে দাঁড়াবে কেকে-হার আর হাহাকার!

ইডেনের গর্জন থামিয়ে দিয়ে গিল: এটাই চেয়েছিলাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

শুভমন গিলকে নিয়ে এক সময় পোস্টারে ভরে যেত ইডেনের গ্যালারি। ২০১৯-'২০ সালে শুভমন ছিলেন কেকেআরের তরুণ ওপেনার। তাঁর ব্যাটিং দেখার জন্য গ্যালারি উপচে পড়ত। সোমবার সেই শুভমন গিলের ৯০ রানের ইনিংস কাঁটা হয়ে দাঁড়াল নাইট সমর্থকদের।

শুভমন যখন একের পর এক বল বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছিলেন, ততই গর্জন কমছিল ইডেনের গ্যালারির। অধিনায়ক হিসেবেও তাঁর কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত এগিয়ে দিল গুজরাত টাইটানসকে।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে শুভমন বলছিলেন, "ইডেনে এসে কেকেআরকে হারানোর জন্য মরিয়া ছিল দল। আমরা জানতাম এই ম্যাচের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রথম দুই স্থানের মধ্যে থাকতে গেলে কেকেআরকে হারাতেই হত।"

রশিদ খানও ছন্দে ফিরে এলেন সোমবার। এত দিন সাত ম্যাচে মাত্র চার উইকেট পেয়েছিলেন। এ দিন চার ওভারে মাত্র ২৫ রান দিয়ে তুলে নেন দুই উইকেট। ফিরিয়ে দেন আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারাইনকে। সেখানেই মেরুদণ্ড ভেঙে যায় নাইটদের। শুভমন বলেছেন, "রশিদকে এই ভাবে দেখেই সকলে অভ্যস্ত। যে কোনও ক্রিকেটারের খারাপ সময় যেতে পারে। কিন্তু তাঁর পাশে থাকতে হয়। আত্মবিশ্বাস ফেরাতে হয়। আমরা সেটাই করেছি।"

ইডেনে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও দেওয়া হয় শুভমনকে। সাই সুদর্শনের সঙ্গে ১১২ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন তিনি। কী পরিকল্পনা ছিল? শুভমনের উত্তর, "আমি ও সাই ঠিক করেছিলাম, যে কোনও এক জন ১৫ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করব। তা হলে ফিনিশাররা আদর্শ জায়গা পাবে বড় শট খেলার।"

রাসেলকে বাদ দেওয়ার ইঙ্গিত মেন্টর ব্র্যাভোর

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

আন্দ্রে রাসেলকে আর বয়ে বেড়াতে পারছে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। গুজরাত টাইটানসের বিরুদ্ধে ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ব্যর্থ হওয়ার পরে তাঁকে বাদ দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন তাঁর এক সময়ের সতীর্থ ডোয়েন ব্র্যাভো।

সোমবার ইডেনে রশিদ খানের গুগলি বুঝতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যান রাসেল। স্টাম্পড হয়ে ফেরেন ২১ রানে। তিনি আউট হতেই স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় কেকেআরের। এ বারের আইপিএলে আট ম্যাচে রাসেলের সংগ্রহ মাত্র ৫৫ রান। যা নাইট সমর্থকেরা ভাবতেও পারেন না।

রাসেল নিজেও কি ভাবতে পেরেছেন, তাঁর মরসুম এতটা খারাপ যাবে? নাইটদের মেন্টর সাংবাদিক বৈঠকে এসে বুঝিয়ে দিলেন, ব্যর্থ হলে দল কয়েকটি ম্যাচ পর্যন্ত সেই ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটতে থাকলে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। ব্র্যাভো বলছিলেন, "আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি, দলের মূল ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়াতে। এত বছর ধরে ফিনিশাররা ভাল খেলে এসেছে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজ়িকে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। দলও ওদের ব্যর্থতার দিনে পাশে দাঁড়াচ্ছে।" যোগ করেন, "ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়ানো ও দলের কম্বিনেশনকে ঘেঁটে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রয়োজনে পরের ম্যাচে দলে কয়েকটি পরিবর্তন হলে অবাক হওয়ার থাকবে না।"

ব্র্যাভো যদিও বোঝানোর চেষ্টা করেন, রাসেলের কাজটি সহজ ছিল না। তাঁর কথায়, "ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। এই সময় ক্রিকেটারদের মানসিক ভাবে তরতাজা রাখতে হয়। আমরা সেই চেষ্টাই করছি। তবে রাসেল যখন নেমেছিল, কাজটা সহজ ছিল না। ১৪-১৫ রান প্রতি ওভারে লাগত। নেমেই তো বড় শট খেলা সহজ না।" কিন্তু রাসেল এত বছর এটাই করতেন। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বার করে আনতেন বিধ্বংসী ইনিংসের সাহায্যে। এই মরসুমে সে রকম ইনিংস দেখার আশা হয়তো নাইট সমর্থকেরাও ছেড়ে দিয়েছেন।

ব্র্যাভোর এই মনোভাবই কি রাসেলের জন্য চূড়ান্ত সতর্কবার্তা নয়? আটটি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে মরসুমে। একটি ম্যাচেও ২৫-র গণ্ডি পেরোতে পারেননি রাসেল। রিঙ্কু সিংহ, বেঙ্কটেশ আয়াররাই বা কী করছেন? ২৩.৭৫ কোটি টাকায় এ বার বেঙ্কটেশকে নিয়েছে কেকেআর, এই ব্যাটিং দেখবে বলে? ব্র্যাভো মেনে নিচ্ছেন, ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার খেসারত দিতে হল দলকে। তাঁর কথায়, "বোলারদের নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই। এই পিচে বিপক্ষকে ২০০ রানের কমে আটকানো বড় ব্যাপার। শুরুটা ঠিক মতো হলে এই রান তাড়া করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আমরা কোনও ম্যাচে শুরুটা ভাল করতে পারছি না। একটা সময়ের পরে হাল ছেড়ে দিচ্ছি। এ ভাবে এগোলে আমাদের রাস্তা আরও কঠিন হয়ে যাবে।"

■ **বিষণ্ণ:** ১৫ বলে ২১ রান করে ফিরছেন রাসেল। *নিজস্ব চিত্র*

ইডেনে নাইটদের ব্যর্থতার দিনে জ্বলে উঠলেন দুই প্রাক্তন নাইট। শুভমন গিল ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। শুভমন গিলের বড় রান দেখার জন্য এক সময় অপেক্ষা করতেন কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকেরা। সোমবার ইডেনে তাঁরই ৯০ রানের ইনিংস, গর্জন কমিয়ে দিল নাইট সমর্থকদের।

এক সময় কেকেআরের 'চকলেট বয়' শুভমন এখন গুজরাত টাইটানসের অধিনায়ক। পরিচিত মাঠে এ বারের আইপিএলে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করে গেলেন তিনি। শুভমনের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ তাঁর প্রাক্তন অধিনায়ক অইন মর্গ্যানও। শুভমন যখন ব্যাট করছিলেন, অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছিল ইডেনে। উপস্থিত 'ভিজে' দর্শকদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। অধিনায়ক হিসেবেও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন শুভমন। মারমুখী আন্দ্রে রাসেলকে স্পিনের জালে জড়িয়ে আত্মবিশ্বাসে আঘাত করেন তিনি। শুভমনের অধিনায়কত্বের প্রশংসা করে যান সাই কিশোর। বলছিলেন, "জানতাম, রাসেল আউট হলে ম্যাচে ফেরার জায়গা থাকবে না কেকেআরের। আমি ও রশিদ ওকে আক্রমণ করে গিয়েছি। দেখলাম, একটা সময়ের পরে ও হাল ছেড়ে দিল।"

মরসুমের প্রথম ম্যাচ হেরে পিচ নিয়ে সমালোচনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক। কিন্তু ব্র্যাভো বলে যান, "ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।" অধিনায়ক রাহানেও যদি প্রথম দিন এই কথাটাই বলতেন, পিচ নিয়ে এত সমালোচনার জায়গা থাকত না।

গুজরাত জয়ী ৩৯ রানে

ম্যাচের সেরা শুভমন গিল

স্কোরকার্ড

গুজরাত টাইটানস	১৯৮-৩ (২০)
কেকেআর	১৫৯-৮ (২০)

গুজরাত টাইটানস

সুদর্শন ক গুরবাজ বো রাসেল	৫২■৩৬
গিল ক রিঙ্কু বো বৈভব	৯০■৫৫
বাটলার ন.আ.	৪১■২৩
তেওটিয়া ক রামনদীপ বো হর্ষিত	০■২
শাহরুখ ন.আ.	১১■৫
অতিরিক্ত	৪
মোট	১৯৮-৩ (২০)

পতন: ১-১১৪ (সুদর্শন, ১২.২), ২-১৭২ (গিল, ১৭.৫), ৩-১৭৭ (তেওটিয়া, ১৮.৩)।

বোলিং: বৈভব আরোরা ৪-০-৪৪-১, মইন আলি ৩-০-২৭-০, হর্ষিত রানা ৪-০-৪৫-১, সি ভি বরুণ ৪-০-৩৩-০, সুনীল নারাইন ৪-০-৩৬-০, আন্দ্রে রাসেল ১-০-১৩-১।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

গুরবাজ এলবিডব্লিউ সিরাজ	১■৪
নারাইন ক তেওটিয়া বো রশিদ	১৭■১৩
রাহানে ক বাটলার বো সুন্দর	৫০■৩৬
বেঙ্কটেশ ক সুন্দর বো কিশোর	১৪■১৯
রিঙ্কু ক শুভমন বো ইশান্ত	১৭■১৪
রাসেল স্টা বাটলার বো রশিদ	২১■১৫
রামনদীপ ক ও বো প্রসিদ্ধ	১■২
মইন ক শাহরুখ বো প্রসিদ্ধ	০■২
অঙ্গকৃশ ন.আ.	২৭■১৩
হর্ষিত ন.আ.	১■২
অতিরিক্ত	১০
মোট	১৫৯-৮ (২০)

পতন: ১-২ (গুরবাজ, ০.৫), ২-৪৩ (নারাইন, ৫.৩), ৩-৮৪ (বেঙ্কটেশ, ১১.৩), ৪-৯১ (রাহানে, ১২.৩), ৫-১১৮ (রাসেল, ১৫.৫), ৬-১১৯ (রামনদীপ, ১৬.১), ৭-১১৯ (মইন, ১৬.৩), ৮-১৫১ (রিঙ্কু, ১৯.১)।

বোলিং: মহম্মদ সিরাজ ৪-০-৩২-১, ইশান্ত শর্মা ২-০-১৮-১, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৪-০-২৫-২, রশিদ খান ৪-০-২৫-২, ওয়াশিংটন সুন্দর ৩-০-৩৬-১, সাই কিশোর ৩-০-১৯-১।

আইপিএল টেবল: শীর্ষে গুজরাত, সাতে কেকেআর

	ম্যাচ	জয়	হার	টাই	নেট রান রেট	পয়েন্ট
গুজরাত টাইটানস	৮	৬	২	০	+১.১০৪	১২
দিল্লি ক্যাপিটালস	৭	৫	২	০	+০.৫৮৯	১০
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৮	৫	৩	০	+০.৪৭২	১০
পঞ্জাব কিংস	৮	৫	৩	০	+০.১৭৭	১০
লখনউ সুপার জায়ান্টস	৮	৫	৩	০	+০.০৮৮	১০
মুম্বই ইন্ডিয়ানস	৮	৪	৪	০	+০.৪৮৩	৮
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৮	৩	৫	০	+০.২১২	৬
রাজস্থান রয়্যালস	৮	২	৬	০	-০.৬৩৩	৪
সানরাইজ়ার্স হায়দরাবাদ	৭	২	৫	০	-১.২১৭	৪
চেন্নাই সুপার কিংস	৮	২	৬	০	-১.৩৯২	৪

কাজের বাজার

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/COCHIN SHIPYARD LIMITED
भारत सरकार की श्रेणी – 1 मिनिरत्न कंपनी / A Government of India Category-I Miniratna Company
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय / Ministry of Ports, Shipping and Waterways

No. CSL/NEW PROJ/GEN/PROP&APPR/HR/CKSRU/318/2023/37 Date: 21 April 2025

CSL KOLKATA SHIP REPAIR UNIT (CKSRU), KOLKATA NEEDS PROJECT OFFICERS ON CONTRACT BASIS

Name of Posts	Number of Vacancies
Project Officer (Mechanical)	3 posts (2 UR, 1 SC)

For more details including mode of receipt of application, please visit CSL website www.cochinshipyard.in (Career page→ CKSRU, Kolkata). "Hindi version of detailed advertisement is published in the CSL Website."

Last date of receipt of online application: 12 May 2025.

Sd/-
GENERAL MANAGER (HR & LD)

বিজ্ঞাপন

জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে ন্যাচরোবেদা কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাকৃতিক চিকিৎসার দ্বারা হাঁপানির মোকাবিলা করা যেতে পারে !!

"শ্বাসজনিত সমস্যা শুরুতে সামান্য মনে হয়, কিন্তু পরে তা হাঁপানির মতো জটিল রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রচলিত ধারণা আছে যে, হাঁপানি হলে কখনই নাকি সঙ্গ ছাড়ে না; এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রোগের মূল কারণগুলি নির্ণয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। অতএব অবহেলা না ক'রে সময় থাকতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।"

ডাঃ কে. এম. সইফুল্লাহ
(বিশ্ববিখ্যাত আয়ুষ চিকিৎসক)

শ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হলেই আমাদের কষ্টের শেষ থাকে না, আর সমস্যাটি যদি দিনের পর দিন চলতে থাকে তাহলে তো কথাই নেই ! পুরানো সর্দি-কাশি ও হাঁপানি সেরকমই দুটি সমস্যা। বয়স নির্বিশেষে এগুলিতে ভোগেন বহু মানুষ। এ বিষয়ে 'ন্যাচরোবেদা হেল্‌থ ওয়ার্ল্ড'-এর চিফ মেডিক্যাল ডায়রেক্টর ডাঃ কে. এম. সইফুল্লাহ বলেন, এই সমস্যাগুলি থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। তবে, তার জন্য সেল্ফ মেডিকেশন বন্ধ ক'রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন, আর যতটা সম্ভব দূষণ থেকে দূরে থাকুন।

পুরানো সর্দি-কাশিকে অবহেলা করা ঠিক নয়

কাশি যদি ৩ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ভোগায়, তবে তাকে পুরানো কাশি বলা যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পোস্ট-ন্যাজ়াল ড্রিপ, ফুসফুসের সংক্রমণ, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়ার জন্য কাশি হয়ে থাকে। এর ফলে ঘুমের ঘাটতি, দুর্বলতা, ক্লান্তি ইত্যাদির পাশাপাশি কর্মক্ষমতাও কমে আসে। সর্দি-কাশি সাধারণত শ্বসনতন্ত্রের উপরিভাগে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

হাঁপানি একটি পুরানো ও জটিল সমস্যা

শ্বসনতন্ত্রের একটি পুরানো সমস্যা হল হাঁপানি। ফুসফুসে বায়ুবহনকারী নালিকা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার কারণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ঘড়-ঘড় আওয়াজ, হাঁপানির প্রধান লক্ষণ। এর পাশাপাশি অত্যধিক কফ, হাঁফ ধরে যাওয়া এবং কাশিও হতে দেখা যায়। ধুলো, পশুপাখির পশম, ফুলের রেণু, স্প্রে জাতীয় প্রসাধনী প্রয়োগ ইত্যাদির কারণে এই সমস্যা বেড়ে যায়।

পরীক্ষিত প্রভাবশালী চিকিৎসা এসময়ের প্রয়োজন

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, হাঁপানি একবার হলে কখনই নাকি সঙ্গ ছাড়ে না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ! যদি সমস্যার মূল কারণগুলি নির্ণয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়, তাহলে কিন্তু সমাধান সম্ভব। আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও যোগের মতো প্রাকৃতিক চিকিৎসাপ্রণালী হাজার হাজার বছরের পুরানো এবং অসংখ্য মানুষের ওপর পরীক্ষিত। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের মানদণ্ডের ভিত্তিতেও এই চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ। হাঁপানি ও শ্বাসজনিত রোগের নিরাময়ে এই চিকিৎসাবিধি অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হচ্ছে। আয়ুর্বেদ মতানুযায়ী ত্রিদোষা (বায়ু, পিত্ত ও কফ)-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখাই হল সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের মূল চাবিকাঠি। একইভাবে ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে মানব দেহের ৪টি তত্ত্ব (সওদা, সফরা, দম ও বলগম)-এর মধ্যে সমতা বজায় রাখা রোগমুক্ত জীবনলাভে সহায়তা করে। অন্যদিকে যোগ শরীরকে ভেতর থেকে মজবুত বানায় এবং দক্ষতার সাথে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে।

রোগের মূল কারণ বোঝার এই অনন্য পদ্ধতিকে জানুন

পুরানো ও জটিল রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদ, ইউনানি এবং যোগের অনন্য সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট চিকিৎসা, অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হচ্ছে। নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ কিংবা সওদা, সফরা, দম, বলগম-এর অসাম্যতা সনাক্ত করার মধ্য দিয়ে রোগের মূল কারণগুলি উদঘাটন করা হয়। আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে "সমস্ত রোগ নির্ধারণের মূল তত্ত্ব" হিসাবে মানা হয়।

নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি) বিদ্যায় নিপুণ ডাঃ কে. এম. সইফুল্লাহ

যদিও আয়ুর্বেদ ও ইউনানি কলেজগুলিতে নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পড়ানো হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর প্রকৃত জ্ঞান ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর এই জটিল বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করা মোটেই সহজ নয়, বছরের পর বছর সংগ্রাম করেও অধিকাংশ চিকিৎসক তা সামান্যই বুঝতে পারেন।

নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর এই জটিল বিদ্যায় ডাঃ কে. এম. সইফুল্লাহ-এর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া হয়। ওনার কাকা, ডাঃ হাকিম হাশিম তাকমিলি ছিলেন সেই সময়কার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। কথিত আছে, নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর এই দুর্লভ বিদ্যায় উনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

আপনি যদি ডাঃ কে. এম. সইফুল্লাহকে দিয়ে আপনার নাড়ি পরীক্ষণ (নব্‌জ় শানাসি)-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে আগ্রহী হন, তাহলে অবশ্যই সাথে করে আপনার কারুরাহ (সকালের প্রথম মূত্রের নমুনা) আনতে হবে এবং পরামর্শ নেওয়ার আগে অন্ততঃ ৬ ঘন্টা খালি পেটে থাকতে হবে।

033-6607 6633 / 033-4040 1212
033-22571661 / 62 • 1800 258 6666 (Toll Free)
Follow Naturoveda on • হোয়াটস্‌অ্যাপ : 9830426607
✓ লেডি অ্যাসিস্ট্যান্টের উপস্থিতিতে মহিলা রোগীদের পরীক্ষা করা হয়

Naturoveda® HEALTH WORLD

Naturoveda Health World (Park Circus) is India's First
NABH Certified Organisation in almost all Major AYUSH Categories

ন্যাচরোবেদার ক্লিনিক : পার্ক সার্কাস • কৈখালি • উল্টোডাঙা • হাওড়া • সেন্ট্রাল এভিনিউ • এলগিন রোড • তারাতলা

বোর্ড-চুক্তিতে শ্রেয়স, ফিরে এলেন ঈশানও

নিজস্ব প্রতিবেদন

২১ এপ্রিল: অবশেষে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এলেন ঈশান কিষন এবং শ্রেয়স আয়ার। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি দু'জনেই রয়েছেন 'এ প্লাস' গ্রেডে। ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ৩৪ জন ক্রিকেটার রয়েছেন চুক্তির আওতায়।

গত মরসুমে বোর্ডের নির্দেশ মতো ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ না নেওয়ায় কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ঈশান এবং শ্রেয়সকে ছেঁটে ফেলা হয়। যদিও শ্রেয়স পরের দিকে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেন। ঈশান না খেললেও তাঁকে নানা অনুষ্ঠানে দেখা যায়। সেই আচরণ ভাল ভাবে নেননি বোর্ডের কর্তারা। শ্রেয়সের চুক্তিতে আসা একপ্রকার নিশ্চিত হলেও অনিশ্চিত ছিল ঈশান কিষনের নাম। সোমবার সেই জল্পনার অবসান ঘটল।

গত বছরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানান রোহিত ও বিরাট। যেহেতু তাঁরা এক ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন, তাই মনে করা হচ্ছিল হয়তো বিরাট ও রোহিতের গ্রেড পাল্টাতে পারে। কিন্তু বোর্ড সেই রাস্তায় হাঁটেনি। রোহিত, বিরাট ছাড়াও 'এ+' বিভাগে রয়েছেন যশপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাডেজা।

'এ' বিভাগে রয়েছেন ছয় জন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন মহম্মদ সিরাজ, কে এল রাহুল, শুভমন গিল, হার্দিক পাণ্ড্য, মহম্মদ শামি এবং ঋষভ পন্থ। প্রসঙ্গত ঋষভ গত বছর ছিলেন 'বি' ক্যাটেগরিতে। এ বছর তিনি জায়গা পেয়েছেন 'এ' বিভাগে। 'বি' বিভাগে রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স আয়ার।

'সি' বিভাগে রয়েছেন মোট ১৯ জন ক্রিকেটার। এখানেই রয়েছেন ঈশান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো আর. অশ্বিন স্বাভাবিক ভাবেই তালিকায় জায়গা পাননি। এ ছাড়াও বাদ পড়েছেন শার্দূল ঠাকুর, জিতেশ শর্মা, কে এস ভরত, আবেশ খানরা।

'এ প্লাস' বিভাগের ক্রিকেটাররা বছরে সাত কোটি, 'এ' বিভাগের ক্রিকেটারেরা ৫ কোটি, 'বি' ও 'সি' বিভাগের ক্রিকেটারেরা যথাক্রমে ৩ ও ১ কোটি টাকা করে পাবেন।

চুক্তিতে কে কোথায়?

- **গ্রেড এ প্লাস:** রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাডেজা
- **গ্রেড এ:** মহম্মদ সিরাজ, কে এল রাহুল, শুভমন গিল, হার্দিক পাণ্ড্য, মহম্মদ শামি, ঋষভ পন্থ
- **গ্রেড বি:** সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আয়ার
- **গ্রেড সি:** রিঙ্কু সিংহ, তিলক বর্মা, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, আরশদীপ সিংহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রজত পাটীদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষন, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, সি ভি বরুণ, হর্ষিত রানা

মনোজদের ক্লাস, ভিশনের চতুর্থ পর্ব শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিএবি আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৬ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের নিয়ে সোমবার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মাঠে 'ভিশন ২০২৮'-এর চতুর্থ পর্ব শুরু হল।

ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি এবং বোলিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন প্রাক্তন জোরে বোলার অশোক ডিন্ডা। প্রত্যেক দিন দু'টি করে পর্যায় হবে।

সোমবার পর্ব শুরুর আগে মনোজ এবং অশোক তরুণ প্রতিভাদের জানান এই শিবিরের শিক্ষা যেন ভবিষ্যতে তারা কাজে লাগায়। এর পরে শুরু হয় ব্যাটসম্যান ও বোলারদের প্রস্তুতি। প্রত্যেকের দিকেই কড়া নজর রেখেছিলেন মনোজরা। ছিলেন দত্তাত্রেয় মুখোপাধ্যায়, অজয় বর্মা এবং অরিন্দম দাসরা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, ঘরোয়া ক্রিকেটের অগ্রগতির জন্য বয়সভিত্তিক দল প্রস্তুত করে রাখা।

শিক্ষক: তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে মনোজ তিওয়ারি। *সিএবি*

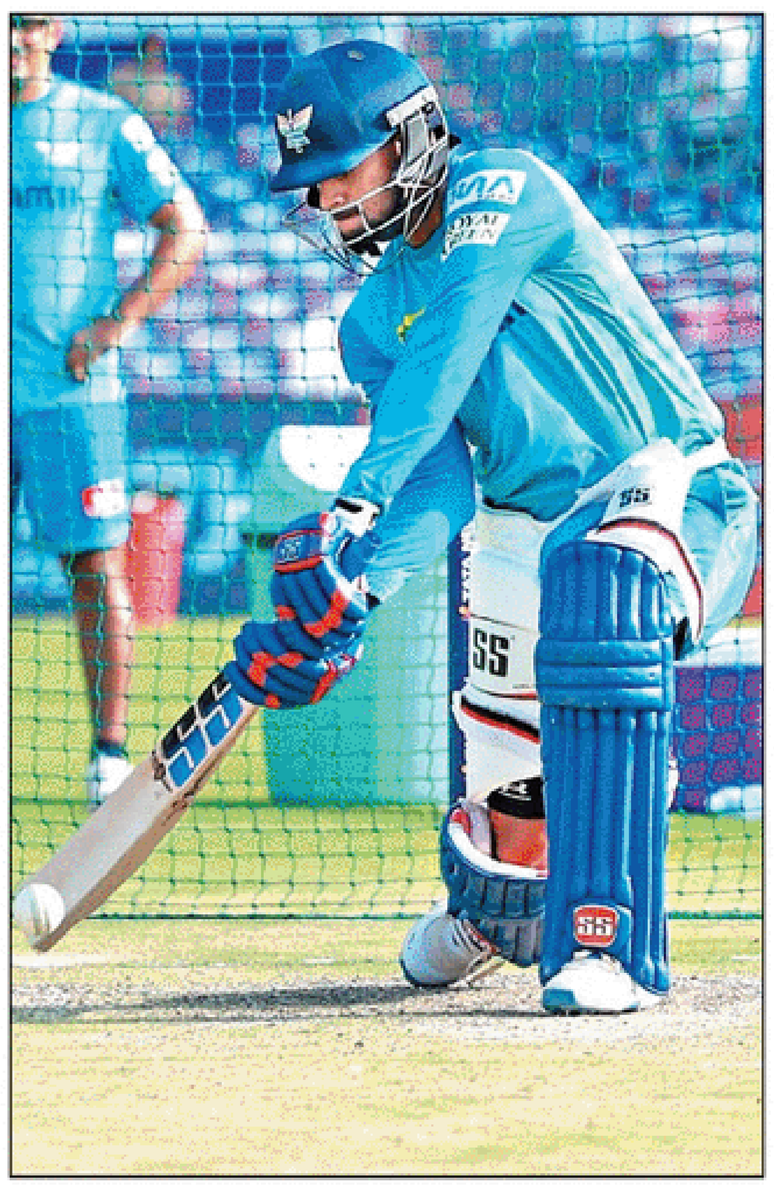

মহড়া: অনুশীলনে নামছেন দিল্লির রাহুল। নেটে রিভার্স ড্রাইভ লখনউয়ের পুরানের। সোমবার। *এক্স*

লখনউয়ের সামনে রাহুল, আজ ফিরতে পারেন মায়াঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

২১ এপ্রিল: আবার লখনউয়ে ফিরে এলেন কে এল রাহুল! প্রতিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেটার হয়ে।

এই নিয়ে চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় বার লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। প্রথম ম্যাচে ছিলেন না রাহুল। এই ম্যাচে ফিরে এসেছেন তিনি। গত বার রাহুলের নেতৃত্বে খারাপ ফল করেছিল লখনউ। যার জেরে ছেড়ে দেওয়া তাঁকে। জবাব দেওয়ার এর চেয়ে ভাল মঞ্চ সম্ভবত পাবেন না রাহুল।

লখনউয়ের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কথা বলতে দেখা যায় মায়াঙ্ক যাদবকে। লখনউয়ের এই পেসার এত দিন চোটের জন্য বাইরে ছিলেন। আগের ম্যাচেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার তালিকায় ছিলেন মায়াঙ্ক। কিন্তু মাঠে নামেননি। গত বারের আইপিএলে ঘণ্টায় ১৫৬.৭ কিলোমিটার গতিতে বল করে নজির গড়েছিলেন মায়াঙ্ক। রাহুলকে ছেড়ে দিলেও মায়াঙ্ককে রেখে দিয়েছিল লখনউ। চোটের জন্য এত দিন বাইরে ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার মায়াঙ্ককে আবার ফিরতে দেখা যেতে পারে আইপিএলে।

প্রস্তুতি: নেটে বোলিং মায়াঙ্কের। সোমবার লখনউয়ে। *পিটিআই*

দিল্লি ক্যাপিটালস পেয়েছে ১০ পয়েন্ট। লখনউয়ের সেখানে সংগ্রহ, আট পয়েন্ট। তবে দিল্লি একটা ম্যাচ কম খেলেছে। তা ছাড়া নেট রান রেটেও এগিয়ে দিল্লি। ফলে তাঁর প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচটা জেতা ভীষণ জরুরি ঋষভ পন্থের। লখনউয়ের একটা সুবিধে হল, তাদের তিন বিদেশি ব্যাটসম্যানই ছন্দে। মিচেল মার্শ, এডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরান মিলে লখনউয়ের সিংহভাগ রান করে দিচ্ছেন। তবে লখনউয়ের চিন্তা অধিনায়ক ঋষভের রান-খরা। আট ম্যাচে ১০৬ রান করেছেন তিনি। মিচেল স্টার্ক, কুলদীপ যাদবদের বিরুদ্ধে কিন্তু কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে ঋষভকে।

ব্যর্থ বিদেশিদের বিকল্পের সন্ধানে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

শুভজিৎ মজুমদার

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট যখন সাফল্যের শিখরে, ইস্টবেঙ্গলে শুধুই ব্যর্থতা। মরসুম বদলায়। কোচও পরিবর্তন হয়। কিন্তু মশালবাহিনীর দুর্দশার ছবি বদলায় না। রবিবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হেরে সুপার কাপের বোধনেই বিদায় নেওয়া ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ কী? আদৌ কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব?

কেরলের বিরুদ্ধে ম্যাচেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, দলে আমূল পরিবর্তন না হলে আগামী মরসুমেও একই হাল হবে ইস্টবেঙ্গলের। রবিবার রাতে লজ্জার হারের পরেই সমর্থকেরা জোরালো দাবি তুলেছেন, পাঁচ বিদেশিকেই ছেঁটে ফেলার। প্রশ্ন হচ্ছে দল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা কি আদৌও সেই রাস্তায় হাঁটবেন?

মোহনবাগানের দল গঠনের মধ্যে নিখুঁত পরিকল্পনা ও পেশাদারিত্বের ছাপ স্পষ্ট। প্রতিটি বিভাগেই একাধিক বিকল্প ফুটবলার রয়েছেন। ফলে এক বা দু'জন ছিটকে গেলেও কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মলিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। ঠিক উল্টো ছবি ইস্টবেঙ্গলে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী মরসুমে কোচ অস্কার ব্রুসোকেও রেখে দেওয়া কঠিন হবে লাল-হলুদের কর্তৃপক্ষের কাছে।

কেরলের কাছে হারের পরে সাংবাদিক বৈঠকেই অস্কার বলেছেন, "কেরলের ফুটবলারদের মধ্যে খিদে ছিল। আমরা দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। অনেক পরিবর্তন করতে হবে।" এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, তাঁকে কোচ হিসেবে রাখতে হলে ব্যর্থ বিদেশিদের ছেঁটে ফেলতে হবে। সমস্যা হচ্ছে, দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস ও সাউল ক্রেসপোর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। তাঁদের ছাড়তে হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে দিমিত্রিয়সের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, শর্ত অনুযায়ী চুক্তি শেষ হওয়ার আগে ছেড়ে দিলে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হিজ়াজি মাহের এবং মাধি তালালের সঙ্গেও চুক্তি রয়েছে। এই দুজনকেই নতুন মরসুমের শুরুতে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। জানা গিয়েছে, এক জন ভাল বিদেশি স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার চাইছেন অস্কার।

ইস্টবেঙ্গলের ধারাবাহিক ব্যর্থতার জন্য শুধু বিদেশিরা নন, সমান দায়ী ভারতীয় ফুটবলাররাও। ব্যতিক্রম আনোয়ার আলি, পি ভি বিষ্ণু, সৌভিক চক্রবর্তী, প্রভসুখন সিংহ গিল ও ডেভিড লালহানসাঙ্গা। বিদেশিদের পাশাপাশি অস্কার অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলারদের ছেঁটে ফেলার পক্ষে।

কোচের পরামর্শ কি শুনবেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা?

শেষ আটে গোয়া-পঞ্জাব

সুপার কাপ	
এফসি গোয়া ৩	গোকুলম ০
ওড়িশা ০	পঞ্জাব ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রত্যাশা মতো গোকুলম এফসিকে ৩-০ হারিয়ে সুপার কাপের শেষ আটে পৌঁছে গেল এফসি গোয়া। কিন্তু ঘরের মাঠে পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ০-৩ হেরে বিদায় নিল ওড়িশা এফসি।

ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সোমবার ম্যাচের শুরু থেকেই গোয়ার আক্রমণের ঝড়ে সামনে আত্মসমর্পণ করেন আই লিগের দল গোকুলমের ফুটবলাররা। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-০ করেন ইকের গুয়ারেতসেনা। ৩৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান গোয়ার তারকা। ৭১ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ইকের। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ওড়িশারও একই হাল হয়েছিল। ১৪ মিনিটে পঞ্জাবকে এগিয়ে দেন আশমির সুলজিচ। ৬৯ মিনিটে ফের ধাক্কা ওড়িশা শিবিরে। এ বার নরবের্তো ভিদাল ২-০ করেন। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যবধান বাড়ান পরিবর্ত হিসেবে নামা নিহাল সুদেশ। আগামী শনিবার শেষ আটে দুরন্ত গোয়ার মুখোমুখি হবে পঞ্জাব।

সুপার কাপেরে শেষ ষোলোয় মঙ্গলবার মুম্বই সিটি এফসি-র প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি। সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি খেলবে আই লিগের দল ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে।

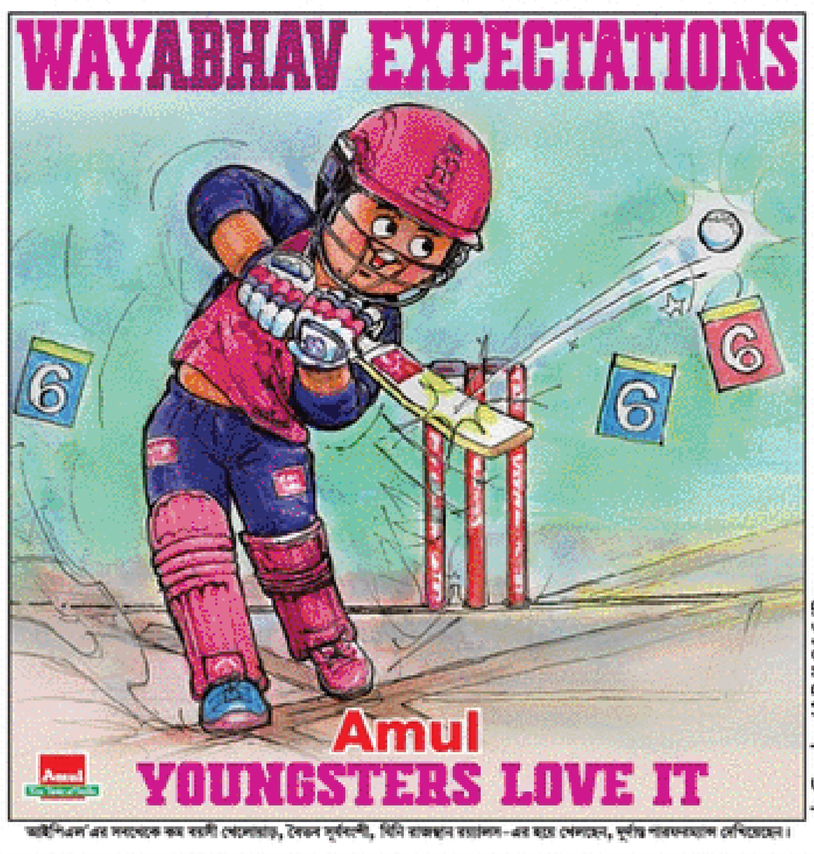

গিলেসপিকে জবাব পাক বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন

২১ এপ্রিল: একটি চ্যানেলে রবিবারই পাক বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেসপি। জানিয়েছিলেন, তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও তাঁর বেতন এখনও বকেয়া রয়েছে। সোমবার উল্টে গিলেসপিকেই তোপ দাগল পাক বোর্ড। তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, গিলেসপি নোটিস পিরিয়ড শেষ না করেই অনৈতিক ভাবে তাঁর চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাই এ ক্ষেত্রে বকেয়া মেটানোর কোনও প্রশ্নই উঠছে না।

এক বিবৃতিতে পাক বোর্ড বলেছে, "গিলেসপি চার মাসের নোটিস পর্ব না মিটিয়েই অনৈতিক ভাবে নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর চুক্তিভঙ্গ করেছেন। ফলে তাঁর দাবির কোনও সত্যতা নেই। পাক বোর্ড এ ক্ষেত্রে অর্থ দেবে না।" আরও বলেন, "চুক্তিপত্রে এই কথাগুলি স্পষ্টই লেখা ছিল। গিলেসপিও সব দেখেই স্বাক্ষর করেছেন। তাই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমরা অর্থ মেটাতে বাধ্য নই।" গ্যারি কার্স্টেন দায়িত্ব ছাড়ার পরে অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলে গিলেসপি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA, invites percentage rate electronic bids for **Special Repair Work** vide eNIT No. **WBSRDA / SRW/EE-ET09 OF 2024-25 [2nd Call].** Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in** on & from **22.04.2025** at **10.00 Hours.** Last date for e-submission stands **08.05.2025** up to **17.00 Hrs** for the aforesaid eNIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur
Division

পাতাবাহার

মুখের ক্যান্সারকে হারিয়ে শুভদীপ স্বাভাবিক জীবনে

টালিগঞ্জে দোকান রয়েছে শুভদীপের। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে খেতে যাওয়া ছাড়া সারাক্ষণই দোকানে থাকতে হয় তাঁকে। আর পুরোটা সময়ই মধ্যবয়সী শুভদীপের মুখে থাকে গুটখা। ওটা না চিবোলে কোনও কাজে আগ্রহই পান না তিনি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়রা অনেকবার বারণ করেছেন। কিন্তু গুটখা ছাড়তে পারেননি শুভদীপ।

মাসখানেক ধরেই গালে ঘা হচ্ছে তাঁর। সর্বক্ষণ জ্বালা করছে। খেতে পারছেন না একেবারেই। মুশকিল হল, গালের এই ঘা কিছুতেই শুকোচ্ছে না। শুরুতে তেমন পাত্তা দেননি শুভদীপ। কিন্তু একদিন আয়নায় দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন মাড়ির মধ্যে সাদা ছোপ ছোপ দাগ। এবার আর উদাসীন থাকা গেল না। বাড়ির কাছেই নিউ আলিপুরের বি.পি. পোদ্দার ক্যান্সার হসপিটালে চলে এলেন ডাক্তার দেখাতে। সব শুনে ডাক্তারবাবু কিছু টেস্ট করাতে বললেন। সেগুলোর রিপোর্ট সন্দেহজনক হওয়ায় বায়োপসি করানোয় জোর দিলেন। তাতেই ধরা পড়ল 'ওরাল' ক্যান্সার। এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন শুভদীপ।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, মুখের ক্যান্সার মুলত হয় গুটখা, খইনি, ধূমপান বা অন্য যে কোনও তামাক জাতীয় দ্রব্যের ফলে। তাই এইরকম যাবতীয় নেশা থেকে দূরে থাকা জরুরি। শুভদীপের ক্ষেত্রে স্বস্তির কথা হল যে, ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনও শরীরের অন্যান্য অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়েনি। 'হেড অ্যান্ড নেক রিকনস্ট্রাকশন' সার্জারির মাধ্যমে ক্যান্সারযুক্ত অংশটি বাদ দেওয়া এখন জরুরি। 'ওরাল ক্যান্সার' নির্মুল করার এটাই সেরা পথ। বি.পি. পোদ্দার ক্যান্সার হসপিটালে অঙ্কো ওটি এবং অঙ্কো আই.টি.ইউ'র মতো সর্বাধুনিক পরিকাঠামোর সুবিধাও মিলবে এক্ষেত্রে।

> এক ছাদের তলায় ক্যান্সারের সম্পূর্ণ চিকিৎসা

শুভদীপ সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারে রাজি হলেন। সার্জারির পর চলল কেমোথেরাপি। তিন মাস পর ফের টেস্টে দেখা গেল ক্যান্সার আর নেই। জীবনের নতুন ইনিংসে শুভদীপ গুটখাকে বিদায় দিলেন একেবারে।।

(CGHS, WBHS, WBSEDCL, WBPDCL, WBSETCL ও সমস্ত TPA- এর মাধ্যমে চিকিৎসা হয়)।

বি.পি. পোদ্দার ক্যান্সার হসপিটাল
নিউ আলিপুর, কলকাতা
62922 35652
85850 35846